

ନିଆଁ

ଆନନ୍ଦ ସଂବାଦ ।

ଆନନ୍ଦ ସଂବାଦ । ।

“ଚିତ୍ରାଞ୍ଜନା” ପ୍ରଣେତା ଅଘୋରବାବୁର
ଅମୃତମୟୀ ଶେଖରୀ-ଅନୁଭବ
ଆଉ ଏକଥାମି ନୂତନ ପୋରାଣିକ ନାଟକ

ମଞ୍ଚବର୍ତ୍ତୀ

କଳିକାତାର ସାତ୍ରାମସ୍ତ୍ରାଦାୟର ମୁକୁଟମଣି
“ଭାଗ୍ୟାଳୀ-ଅମେଳାଞ୍ଜନା”
ମହା ସଂସାର ମହିତ ଅଭିନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ଯେ ନାଟକର ଅଭିନୟେ ମାରା ବଞ୍ଚଦେଶବାସୀ
ଏକଟା ମାଡ଼ା ପଢ଼ିଲା ଗିଲାଫେ,
ସାହାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦେଖିଲାଓ ହୁଅନ୍ତୁମାନେ ହସ ନା,
ସେହି ବୀର ଓ କରୁଣ ରମାଞ୍ଜକ ନାଟକଥାମି
ପାଠ କରିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ।
ହୁଅନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାଞ୍ଜନା । ମୂଲ୍ୟ ୧।।୦ ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ।

ଡାକ୍ତର ମଞ୍ଚ ନାହିଁବେଳା ।

୧୦୫ ଅପାର ଚିତ୍ରପୁର ରୋଡ଼, କଳିକାତା ।

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
PONCHANON PRESS.

25/3, Taruck Chatterjee's Lane,
CALCUTTA.

The Copy-Rights Of This Book
Are The Property Of The Proprietors
Of The

DIAMOND LIBRARY.



মোভ। আমি এই মালাটি গাথতে এসেছিলাম, এখনি চলে যাচ্ছি।
[চিত্রাঙ্গদা—৩য় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, ৮৪ পৃষ্ঠা।]

17. No. 995. 87.

চিহ্নাঙ্ক

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত ।

[ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রার দলে অভিনীত ।]

ডাক্তারমণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা ।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক

প্রকাশিত ।

সন ১৩৩২ সাল ।

তীয় সংস্করণ]

[মূল্য ১।।০ দেড় টাকা ।]

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাত্রাদলের নুতন নাটক--

বিক্রা-বলি শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ; গণেশ-অপেরা-
পাটিব মহা যশের অভিনয়। বীরসামর্থ অমৃতাদেব
অভিনব সাধনা, বলির আশ্চর্য দানব্রত, প্রজ্ঞাদ ও নাবায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরো-
চণেব নিব্বাণ, বিজ্ঞার পাতিব্রতা, লক্ষ্মী ও পুষ্পের ককণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসাব ভাব-
পূর্ণ নৃত্যগীত। আর সেই খেতাজ, কালিন্দী, লাল, বাণ, জয়ন্ত, ময়, মহানাদ প্রভৃতি তো
আছেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত। মূল্য ১১.০ টাকা।

আদিশুর শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী কৃত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ-
অপেরা-পাটির অভিনয়ে জয়জয়কার। বৈদিক ধর্মের সংস্কা-
রক আদিশুর—বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠাতা আদিশুর—বাংলার গৌরব আদিশুর। সেই শক্তি,
লক্ষ্মী, কীর্তন, মুরলী, তুঙ্গশীল সবই আছে। ভানুর সেই “আমার সোনার বাংলা দেশ”
গানে সুধা বর্ষণ করিবে। মূল্য ১১.০ টাকা।

বাচস্পতি শ্রীরামহর্ষ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। সত্যধর চট্টোপাধ্যা-
য়েব দলে অভিনীত। দেবগুরু বৃহস্পতির বাচস্পতিকপে
জন্মগ্রহণ, ভারতের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, রাজপুত্র মধুমঙ্গলের হত্যারহস্য, কন্বোজপতির সিদ্ধ
আক্রমণ, সিদ্ধুরাজের পলায়ন, কাপালিক কর্তৃক মধুমঙ্গলকে অপহরণ, সিদ্ধুরাজ কর্তৃক
নিজপুত্র মধুমঙ্গলের বলিদান চেষ্টা ও অদ্ভুত উপায়ে মুক্তি, আশালতা ও নীবাব নৈপুণ্যে
সিদ্ধুরাজ্য উদ্ধার। (সচিত্র) মূল্য ১১.০ টাকা।

সমুদ্র-মন্থন শ্রীযুক্ত অঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্রীচরণ
ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত। দুর্বাসার অভিলাপ,
ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি, দেবাসুরের সংগ্রাম, চণ্ডীচূড়ের স্বর্গজয়, দেব ও অসুরগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থন,
সুধার উৎপত্তি, ত্রিকুষোব মোহিনীমূর্তি ধারণ, অসুরগণকে বধিত করিয়া দেবগণকে সুধা
দান, মহাদেবের কালকূট পান প্রভৃতি। মূল্য ১১.০ টাকা।

দুঃস্বপ্ন-কীর্তি শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ॥ শ্রীচরণ
ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত। দুঃস্বপ্ন ও শকুন্ত-
লার সেই চির-মধুর কাহিনী। সেই কালকেয়, প্রসেন, মালব্য, হংসবতী, অগ্নিমা, উর্বশী,
মেনকা প্রভৃতি সবই আছে। (সচিত্র) মূল্য ১১.০ টাকা।

ধর্মের জয় পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। গণেশ-অপেরা-
পাটি কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত। সেই কুরু-
পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নাশ, দুর্যোধনের শোচনীয় মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যা-
ভিষেক প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১১.০ টাকা।

ছিন্ন কলস গণেশ-অপেরার অভিনীত গীতি-নাট্য, ত্রিকুষের
‘বাজরে মোহন মুরলী’ শ্রীরাধার ‘ঐ বাজে বাণী
বাধালে, গোল’ প্রভৃতি ২৫ খানি সঙ্গীতে পূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১১.০ আট আনা।

আগে-আগে গণেশ-অপেরার গীতিনাট্যের কহিনুর, বিজ্ঞার
গান, হৃন্দরের গান, মালিনীর গান, রাজ-
পুত্রের গান, কোটালের গান প্রভৃতি ২৫ খানি গীতপূর্ণ। (সচিত্র) মূল্য ১১.০ আট আনা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কুশীলবগণ ।

পুরুষ ।

শ্রীকৃষ্ণ, যম, ব্যাস, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন,
নকুল, মহদেব ।

বক্রবাহন	...	...	মণিপুররাজ, অর্জুনের পুত্র ।
মন্ত্রী	...	...	ঐ মন্ত্রী ।
চণ্ডসিংহ	...	...	{ ঐ সেনাপতি, পরে ভীল-দস্যুপতি ।
মল্লপতি	...	...	ঐ সহকারী সেনাপতি ।
কঙ্কী	...	...	ঐ সভাসদ ।
কালচাঁদ	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ ।
বৃষকেতু	...	...	কর্ণপুত্র ।
ভজা	...	...	ছদ্মবেশী পাগল, শোভার পিতা
নাগরাজ	...	...	উলুপীর পিতা ।

অক্ষ ব্রাহ্মণ, ঘেসেড়া, প্রলোভন, চর, দূত, নাগরিকদ্বয়, মৈনিকগণ,
বৈতালিকগণ, নগরবাসীগণ, বালকগণ, প্রেতগণ,
ভীল-দস্যুগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

জাহ্নবী			
চিত্রাঙ্গদা	...	...	গন্ধর্ব-কন্যা, মণিপুর-রাজমাতা ।
উলুপী	...	...	নাগ-কন্যা, অর্জুনের স্ত্রী ।
শোভা	...	...	চিত্রাঙ্গদার পালিতা কন্যা ।

ঘেসেড়াণী, ব্রাহ্মণী, চাতুরী, তরঙ্গবাসীগণ, গন্ধর্ববাসীগণ,
নাগ-রমণীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি ।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদলের নৃত্য-নাটক—

নরকাসুর

গণেশ-অপেরা-পার্টের দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয়। বরাহরূপী নারায়ণের উরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের আশ্রয় উৎপত্তি, নারায়ণ সকাশে নরকের জন্ম পৃথিবীর অভয়প্রার্থনা, শিশিরায়ণ ও শত্ৰু-নাদের অদ্ভুত আত্মতাগ, কোশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের গহিত নরকের বিবাহ, নরকের মাতৃপূজা ও ঘোড়শ সহস্র কুমারীহরণ, বিশ্বকর্মার বন্দীত্ব ও দুর্গ নির্মাণ, সত্যভামারূপে পৃথিবীর জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, নরকাসুরের মৃত্যু প্রভৃতি। মূল্য ১১০ টাকা।

অজ্ঞানদেবী

শ্রীমতাইপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। স্বপ্রসিদ্ধ সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ছদ্মবেশে গুজরাটের কন্যা অজ্ঞান পাণিগ্রহণ, অজ্ঞান পুত্রপ্রসব, গুজরাটী কর্তৃক অভিশাপ প্রদান, পিতা-পুত্রের দারুণ সংঘর্ষ, মন্ত্রী আশাপত্ত কর্তৃক রাজ্যাপহরণ, গুজরাটী চর্যের ভাষণ প্রতিহিংসা, অজ্ঞান আত্মদান প্রভৃতি বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ণ। মূল্য ১১০।

পাষাণী

শ্রীকণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সুবিখ্যাত মতিশ মুখার্জীর যাত্রার “বিজয়-বৈজয়ন্তী”। স্বামী দেবতার অভিশাপে অহল্যা কিন্নপে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া আবার মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখুন। অভিনয় দর্শনে এাণ কাণিয়া উঠে, পাঠ করিলে পাণ আণও বিগলিত হয়। সেই মুকুন্দলাল, বিজয়চাঁদ, কিল্লরনাগ, চন্দ্রকণা সমস্তই আছে। অতি সহজে অভিনয় হয়। মূল্য : ১১০ টাকা।

রত্নাকর

শ্রীভূপতিচরণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, মতীশ মুখার্জীর যাত্রা সম্প্রদায়ের যশের অভিনয়। দম্ভ্য রত্নাকর কিন্নপে মহাকবি বাম্বিকী হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব ঘটনাবলী পাঠে বিস্মিত হইবেন। ইহাতেই সেই রতন-দাস, সবিতা, তর্কানন্দ, সোণামণি, ভৈরবদাস, করুণাময়ী সবই আছে। মূল্য ১১০ টাকা।

রাশীবন্ধন

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই ঐতিহাসিক নাটকখানি অভিনয় করিমাই বীণাপাণি নাট্যসম্প্রদায় নাট্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। চিড়িমারপুত্র ময়লালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষ্মীর বিবাহ, বিলাসী রাণীর ওদাসীশ্বে মালবাধিপতি বাহাদুরসার সেবার আক্রমণ, সেবার বিরুদ্ধে ময়লালের যুদ্ধ, সূর্য্যসেনের কুট অভিমুখি, মাহাজার বিখ্যাসঘাতকতা প্রভৃতি। মূল্য ১১০ টাকা।

ধনুর্যজ্ঞ

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। স্বপ্রসিদ্ধ গণেশ-অপেরা-পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। কংস কর্তৃক বহুদেব ও দেব-কৌকে কারাগারে নিক্ষেপ, দেবকীর ছয় পুত্র হত্যা, কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, পুতনাবধ, রজকবধ, কংস কর্তৃক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন, কংসবধ প্রভৃতি। সেই রত্ন, সায়াস্বর, গন্ধমাদন, উত্তম, আকিঞ্চন সবই আছে। মূল্য ১১০ টাকা।

ভাস্করদেবী

শ্রীযুক্ত কণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। শ্রীমতীশ - চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের থিয়েট্রিকেল যাত্রা-পার্ট কর্তৃক যশের সহিত অভিনীত। বরাহ, সিহির ও খনার অদ্ভুত জীবনী পাঠে মুগ্ধ হইবেন। সেই নেত্রবান, ইন্দুনাথ, গোলকচাঁদ, বিক্রমাদিত্য, শাস্ত্রীল, বীশরী, বিজলী, অলকা, লখাদাড়ী সবই দেখিতে পাইবেন। বেতাল ও বীশরীর প্রত্যেক গানই মধুর। মূল্য ১১০ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

চিত্রাঙ্গদ ।



প্রথম অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।

মণিপুর—রাজ-অন্তঃপুরস্থ অঙ্গন ।

(গীতকণ্ঠে কালাচাঁদের প্রবেশ ।)

কালাচাঁদ ।—

গীত ।

নাচে কালা রঙ্গে, রাখালের সঙ্গে,

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গে মুরলী বাজায় ।

ল'য়ে বৎস দেখে, গোষ্ঠে যায় কাহ্ন,

হাসে পূবে ভাঙ্ক রজনী পোহায় ॥

ব'লে নীলমণি, ল'য়ে সর ননী,

যশোমতি রাণী পাছে পাছে ধায় ।

শুনিয়ে বাঁশরী, কালিন্দী-বারি,

কুলু-কুলু তানে বহিয়ে যায় ।

(ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।)

চিত্রাঙ্গদা । আ মরি । মরি । যেমনি কণ্ঠস্বর, তেমনি
সুন্দর রূপ ! কার বাছা গো তুমি ? কি নাম তোমার গো
বাছা ? মায়ের কোল ছেড়ে এমন ভোরের বেলায় বাড়ী বাড়ী
লোকের কাণে মধুর কৃষ্ণনামের মধুটুকু ঢেলে বেড়াচ্ছ ?

কালার্টাদ । নামটী আমার কালার্টাদ ।

চিত্রাঙ্গদা । বাড়ী ?

কালার্টাদ । আগের বাড়ী ছিল গয়লাপাড়া, তারপর
কিছুদিন মধুপুরে থাকতে হয়েছিল, শেষটা ডাকাতদের ভয়ে
একটা দ্বীপে এসে এতদিন ছিলাম ।

চিত্রাঙ্গদা । এখা.

কালার্টাদ । এখন থাকবার জায়গার ঠিক নাই ; এখানে
সেখানে, যে যখন যেখানে দয়া ক'রে রাখে, তখন সেইখানেই
থাকি ।

চিত্রাঙ্গদা । তোমার মা বাবা আছেন ?

কালার্টাদ । আছেন, কিন্তু তাদের কাছে আমি আর
এখন থাকি না ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন থাক না গা ?

কালার্টাদ । সে অনেক কাণ্ড, আমি সে সব কথা কাউকে
বলবো না ।

চিত্রাঙ্গদা । তবে তুমি আমাদের এই বাড়ীতে থাক না
বাবা । আমি তোমাকে ঠিক মায়ের মতন যত্ন ক'রে রাখবো ।

কালচাঁদ । তা থাকতে পারি, কিন্তু আমি তোমাকে মা
ব'লে ডাকতে পারবো না ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন গা ?

কালচাঁদ । না, আমি সে কথাও সব খুলে বলবো না ।
তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমি যাদের মা ব'লে ডাকি,
তাদের শেষটা কড় কড় দিই ।

চিত্রাঙ্গদা । তবে আমাকে কি ব'লে ডাকবে ?

কালচাঁদ । তোমাকে দিদি ব'লে ডাকবো । কিন্তু
একটা ভয় হ'চ্ছে, তোমরা হ'চ্ছ রাজা-মানুষ, আমি হচ্ছি
গরীব ভিখারী, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে মেগে খাই । তাই
যদি আমাকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর, সেই হ'চ্ছে ভয় । আমি
লোকের অনাদর, ঘৃণা সহ্য করতে পারি না, ঐ একটা কেমন
আমার দোষ আছে ।

চিত্রাঙ্গদা । [স্বগত] আহা ! কাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে,
ছেলেটা কেমন সরল প্রাণে সব কথা ব'লে যাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে
যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে ।

কালচাঁদ । তবে বুঝি আমি ভিখারী ব'লে আমাকে
বাড়ীতে আর রাখবার ইচ্ছে হ'লো না, কেমন ? তবে আমায়
ছুটি ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর, আবার অপর বাড়ীতে গিয়ে
নামকীর্্তন করিগে ।

চিত্রাঙ্গদা । না কালচাঁদ ! তোমাকে আর কোথাও
আমি যেতে দেব না, তুমি আজ হ'তে এখানেই থাকবে ।

কালচাঁদ । তবে আজ হ'তে তুমি আমার দিদি হ'লে ।
দিদি ! তোমার ছেলে আছে ?

চিত্রাঙ্গদা । আছে, তার নাম বক্রবাহন,—সে তোমারি
বয়সী ।

কালচাঁদ । হ্যাঁ দিদি ! তোমরা বৈষ্ণব 'ত' ?

চিত্রাঙ্গদা । কেমন ক'রে বলবো ? তবে তাঁর নাম ক'রেই
প'ড়ে আছি । বিপদে সুপদে তিনিই একমাত্র ভরসা ।

কালচাঁদ । বেশ দিদি ! তা হ'লে আর কোন কথাই
নাই । আমিও বৈষ্ণবদের কাছে থাকতেই ভালবাসি ।

চিত্রাঙ্গদা । যেমনি ক'রে সেই গানটা গেয়েছিলে, তেমনি
ক'রে আর একটি গান আমায় শোনাও 'ত' কালচাঁদ ! তোমার
মুখে গান বড়ই মিষ্ট শোনায় ।

কালচাঁদ । শোন দিদি ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বলছেন !

গীত ।

আমায় ভালবেসে ডাকলে পরে তারি বাধা রই ।

তাই বৃন্দাবনে রাখাল সেজে নন্দের বাধা বই ॥

আর বেঁধেছে ব্রজপুরে, রাখা গোবে ধেম-ডোরে,

তাই 'ত' আমি বাঁশীর সুরে "রাধা রাধা" কই ।

আর বেঁধেছে পার্থ মোরে, যথার্থ সেই সখ্য-ডোরে,

তাই আমি ঐ সখ্য তরে পার্থরথে সারথী হই ।

কালচাঁদ । ওকি দিদি ! গানের শেষটা শুনতে শুনতে
আঁচল দিয়ে চোক মুছলে কেন ?

চিত্রাঙ্গদা । গানের শেষটায় যঁর নাম করলে, তাঁর নাম কি তুমি কখনো শুনেছ কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ । কেন শুনবো না দিদি ? তিনি যে একজন মহাঐবমণ্ডব, তাঁর নাম কে না জানে দিদি ! ঐ যে আবার চোখে জাঁচল দিচ্ছ ।

চিত্রাঙ্গদা । না কালাচাঁদ ! ও কিছুই নয় । ঐ যে বজ্র-বাহন আসছে ।

(বজ্রবাহনের প্রবেশ ।)

বজ্রবাহন । এ কে মা ?

চিত্রাঙ্গদা । এর নাম কালাচাঁদ, ভিক্ষে করতে এসেছিল, আমি এর গান শুনে আর মিষ্ট কথা শুনে বড়ই গ'লে গিয়েছি । কালাচাঁদ আজ থেকে এখানেই থাকবে, তোমার বেশ একটা খেলার সাথী হবে ।

বজ্রবাহন । হ্যাঁ কালাচাঁদ ! তুমি সত্যি সত্যিই আমাদের বাড়ীতে থাকবে ?

কালাচাঁদ । তোমরা যদি আমাকে ভালবেসে থাকতে দেবে, তদিন আমি তোমাদের কাছেই থাকবো ।

বজ্রবাহন । তা ভালই হ'লো মা ! আমি একলাটি সিংহাসনে ব'সে থাকি, এখন থেকে কালাচাঁদও আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসবে ।

কালাচাঁদ । না বজ্রবাহন ! আমি যে ভিখারী, আমি সিংহাসনে বসতে পারবো কেন ?

বজ্রবাহন । না কালাচাঁদ । আজ থেকে তোমার ঐ
ভিখারীর সাজ ছাড়িয়ে রাজার সাজে সাজিয়ে দেব । কেমন
মা । তা হ'লে বেশ হবে না ?

চিত্রাঙ্গদা । তাই হবে বাবা ।

কালচাঁদ । হ্যাঁ দিদি ! রাজভোগ কেমন লাগে গা ?
আমার পেটে কি তা সহিবে দিদি ?

চিত্রাঙ্গদা । [স্বগত] কি সরলতাভরা কথা রে ! যতই
শুনছি, ততই গ'লে যাচ্ছি ।

বজ্রবাহন । হ্যাঁ মা ! তুমি কালাচাঁদের দিদি হ'লে ?
তা হ'লে কালাচাঁদ আমার মামা হ'লো,--কেমন মা ?

চিত্রাঙ্গদা । হ্যাঁ বাবা !

বজ্রবাহন । দাও মা ! তবে কালাচাঁদকে রাজার সাজে
সাজিয়ে দাও । কাল কধুকীদের আর মন্ত্রী মহাশয় আমাকে
আজ সকাল সকাল রাজসভাতে যেতে বলেছেন । এ কয় দিন
আবার সেনাপতি মহাশয়ও কোথায় যেন চ'লে গেছেন ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন ? কোথায় গেলেন, তা তোমাকে ব'লে
যান্ নি ?

বজ্রবাহন । না মা ! তিনি কিছুই ব'লে যান্ নি । তিনি
তো যখন যা করেন, তা আমাদের কিছুই বলেন না । সেদিন
শুনলে না ? দাদামহাশয়ের কতকগুলি 'ভক্ত গরীব প্রজাদের
উপর তিনি অত্যাচার ক'রে পীড়ন করেছেন । আহা মা ! প্রজারা
এসে সব দাদামহাশয়ের নাম নিয়ে কাঁদতে লাগলো । শেষে

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

চিত্রাঙ্গদা।

মন্ত্রী মহাশয় আর কণ্ঠকীদেব কত বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাদের
বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন ।

চিত্রাঙ্গদা । হুঁ ! সেনাপতির স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমেই
দেখছি বেড়ে যাচ্ছে । বাধা না দিয়ে কাজ ভাল হ'চ্ছে না ।
আচ্ছা, আজই আমি মন্ত্রী এবং কণ্ঠকীদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে
গোপনে পরামর্শ করবো । এখন এস বাবা ! কালাচাঁদকে
সাজিয়ে দিইগে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নিম্ন ৩ প্রদেশ ।

(চিন্তিত চণ্ডসিংহ পদচারণা করিতেছিলেন, ধীরে ধীরে
মল্লপতি প্রবেশ করিলেন ।)

চণ্ডসিংহ । বল মল্লপতি । তুমি আমার সাহায্য করবে
কি না ?

মল্লপতি । না সেনাপতি ! আমি তোমার এমন অগ্নায়
কার্যে সাহায্য করতে পারবো না ।

চণ্ডসিংহ । ক্ষত্রিয় হ'য়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে ?

মল্লপতি । আমি কি তোমার এইরূপ ঋণ-ধর্মবিরোধী
কর্ম সাহায্য করবো ব'লে কখনো অঙ্গীকার করেছি ?

চণ্ডসিংহ । তুমি আমার কার্যে প্রাণ দিয়েও সহায়তা করবে ব'লে প্রতিশ্রুত ছিলে, তখন কিন্তু তুমি কি অন্তায় কর্ম ব'লে কিছু নিশ্চয় ক'রে বল নাই ।

মল্লপতি । তখন আমি তোমার এতদূর দূরভিসন্ধির এক বর্ণও অবগত ছিলাম না, তা হ'লে কখনই বোধ হয় আমি তোমার নিকট এমন অঙ্গীকারে বদ্ধ হ'তাম না সেনাপতি । তুমি যদি আজ এরূপ রাজত্বলোভে উন্মত্ত না হ'তে, তা হ'লে তুমিও বোধ হয় কখনো আমাকে এরূপ অঙ্গীকার পালনের জন্ত অনুরোধ করতে না ।

চণ্ডসিংহ । ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে রাজত্বলোভ থাকাটাকে কি তুমি এতই অন্তায় ব'লে মনে করতে চাও মল্ল ?

মল্লপতি । নিশ্চয়ই ।

চণ্ডসিংহ । না, মল্ল । ক্ষত্রিয়ের ধর্মশাস্ত্রে এমন কথা কোথাও বলে না । বরং বাহুবলে পররাজ্য লাভ করাকে ক্ষত্রিয় প্রধান পুরুষার্থ ব'লেই মনে করে । এ সম্বন্ধে অন্তায় ধারণা করা তোমারই নিতান্ত ভুল হয়েছে মল্ল ।

মল্লপতি । তুমি যে ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে আজ মণিপুর-রাজ্য অধিকার করতে অভিলাষী হয়েছ, সে ভাবে যদি ঐ রাজ্য তুমি কখনও অধিকার করতে পার, তা হ'লে কি তুমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ব'লে লোকসমাজে প্রতিপন্ন হবে না, মনে কর চণ্ড ?

চণ্ডসিংহ । তুমি কি জান না মল্ল যে, রাজলক্ষ্মী বীর-

ভোগ্য। ? রাজলক্ষী প্রকৃত বীরের কণ্ঠেই জয়মাল্য প্রদান ক'রে থাকে । মণিপুর এখন প্রকৃতই অরাজকভাবেই বর্তমান ।

মল্লপতি । কেন, বক্রবাহনকেই ত' সকলে মণিপুর-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।

চণ্ডসিংহ । হ'তেই পারে না, বক্রবাহন একে নিতান্ত বালক, তাতে স্বর্গগত মহারাজের পুত্রও নয়, দৌহিত্র । তার পর তার জন্মবৃত্তান্ত একরূপ রহস্যমূলক,—ঠিক পিতার বীর্য-জাত কি না, সেই বিষয়েই বিশেষ সন্দেহ আছে । এ অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে ধরতে গেলেও বক্রবাহন কিছুতেই মণিপুর-সিংহাসন লাভ করতে পারে না ।

মল্লপতি । পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহারথী পার্থই ত' গন্ধর্ব্বরাজ-ছুহিতা চিত্রাঙ্গদা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন, তবে সে বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ কি ?

চণ্ডসিংহ । আরে বুঝতে পারলে না ? সেই যে তীর্থযাত্রা-কালে অর্জুন এসে বক্রবাহনের জননীকে বিবাহ ক'রে রেখে গিয়েছিল, তার পর আর কি কখনো এ মুখো হয়েছে ? অথচ এদিকে বক্রবাহনের জন্ম হ'লো । এর দ্বারাই ত' বক্রবাহনের জন্মবৃত্তান্ত কত দূর বিসৃদ্ধভাবের, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে ।

মল্লপতি । সে যাই হ'ক, কিন্তু তুমি যখন সেই স্বর্গীয় মহারাজের অগ্নেই প্রতিপালিত হয়েছ, এবং এখনও যখন সেই অগ্নেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করছ, তখন কি আর তোমার সেই রাজ্য লাভের জন্য বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করা কর্তব্য ? করলে ক্ষয়

এবং ধর্মের নিকট তুমি যথার্থই অকৃতজ্ঞ মহাপাপী ব'লে পরি-
গণিত হবে । তাই বলছি সেনাপতি । তোমার ও কুসঙ্কল্পকে
পরিত্যাগ কর । তোমার এ পাপ বাসনা ধর্ম কখনই পূর্ণ
করবেন না ।

চণ্ডসিংহ । দেখ মল্ল । আমি তোমার কাছে আজ ধর্মের
উপদেশ নিতে তোমাকে ডেকে আনি নাই । ধর্মোপদেশ প্রয়ো-
জন হ'লে তোমা অপেক্ষা ধর্মোপদেষ্টা অনেক পাওয়া যাবে ।

মল্লপতি । আমিও তোমাকে সে উপদেশ দেব ব'লে আজ
উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করি নাই । তোমাতে আমাতে পূর্ব
হ'তেই বিশেষ সখ্যভাব ছিল বলেই, সেই বন্ধুত্বের অনুরোধে
তোমার মন হ'তে যাতে ছরভিসন্ধির বীজ দূরীভূত করতে
পারি, তারই চেষ্টা করলাম মাত্র । কিন্তু বুঝলাম, সে বীজ
এখন তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমে স্বদৃঢ়
তরুতে পরিণত হয়েছে,—আর সহজে নষ্ট করবার আশা নাই ।

চণ্ডসিংহ । হাসালে মল্লপতি । তুমি যে এতদূর কাপুরুষ,
তা আমার পূর্বে জানা ছিল না । ক্ষত্রিয়ের উষ্ণ শোণিতে
জন্মগ্রহণ ক'রে মানুষ যে এতদূর নিস্তেজ অপদার্থ হ'তে পারে,
সে প্রমাণ আজ তুমিই প্রথম দেখালে মল্ল । জানি না, তোমার
জনক-জননী কোন্ গুণ দেখে তোমাকে মল্লপতি নাম প্রদান
করেছিলেন ।

মল্লপতি । বন্ধুত্বের অনুরোধে আজ তোমার এই তীব্র
উপহাসও বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করলেম চণ্ড ।

চণ্ডসিংহ । কেন আর বন্ধু-কথাটা বারংবার উচ্চারণ
ক’বে তা’র মূল্যটা অমন নম্র ক’রে ফেল্ছ মল্ল ? বন্ধুদের
মধ্যাদা ত’ সবই রক্ষা কর্লে ।

মল্লপতি । যে বন্ধুদের মূল্য অমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত,
যে বন্ধুদের মধ্যাদা অমন কৃতজ্ঞতার সহানুভূতি, সেজন্য বন্ধুকে
মল্লপতি অন্তরের সহিত ঘৃণা করে । সেনাপতি চণ্ড ! তুমি
নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মত অতদূর স্বার্থপর নীচ নই,—আমি
আরও স্পষ্টাক্ষরে তোমাকে বল্ছি, তুমি আর কখনো আমার
কাছে ওরূপ অশ্রয় সাহায্য প্রাপ্তির কথা মুখেও উচ্চারণ কর্তে
সাহস ক’রো না । তা’র জন্য আবশ্যক মনে কর, চির-বন্ধুসূত্র
জগ্নোব মতন ছিন্ন ক’বে ফেল্তে পার, আমার তা’তে কিছুমাত্র
আপত্তি নাই ; বরং তোমার মত পাপাশয়েব সঙ্গে সংস্রব যতই
কম হয়, ততই মঙ্গল ব’লে মনে কর্বে ।

চণ্ডসিংহ । তোমার মত ক্ষত্রকুলধানি কাপুরদের সঙ্গে
কোনও সম্বন্ধ রাখতে সেনাপতি চণ্ডও নিতান্ত ঘৃণা বোধ করে ।
তোমার মত কাপুরদের সহস্রবার জানা উচিত যে, সেনাপতি
চণ্ড কখনও পরমুখাপেক্ষী হ’য়ে এষ্টরূপ বিপদসঙ্কল কার্যে হস্ত-
ক্ষেপ কর্তে উদ্যত হয় নাই । সেনাপতি চণ্ড, সে তা’র নিজ
বাঁহবলের সীমা কতটা, সেটা বেশ জানে । সে বীর, সে কখনও
কাপুরদের ছায় শিথিলহস্তে অঙ্গধারণ কর্তে বিক্ষা করে
নাই । আজীবন তা’র দৃঢ় বাঁহ বজ্রযুগ্মিতে অঙ্গধারণ ক’রে
রণ-পরোধির উত্তাল তরঙ্গ বাঁপ দিতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত ।

তুমি কি মল্লপতি ! তোমাকে আমি সামান্য তুণ তুলাও জ্ঞান করি না ।

মল্লপতি । বৃথা কলহ কিছুমাত্র প্রয়োজন মনে করি না ; নতুবা চণ্ডসিংহ আজ এইরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে মল্লপতিব নিকট হ'তে কখনই অগতশরীরে চ'লে যেতে পারতেন না । সে যা' হ'ক, এখন আমি বিদায় হচ্ছি, কেন না অধিকক্ষণ এখানে থাকলে ধৈর্যের সীমা ঠিক রাখতে পারবো না । আমি চল্লেম চণ্ডসিংহ ! [যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া] এখনও সময় আছে, এখনও ফিরতে চেষ্টা কর । পরিণামে এক দিন এই পরিত্যক্ত বন্ধুব কথা মনে করতে হবে কিন্তু ।

[প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । [স্বগত] যাও মল্ল ! চ'লে যাও । আমি তোমার মত বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করি না । কি আশ্চর্য্য ! আমি যেন খুবই একটা পাপ কার্য্যে অবতীর্ণ হ'য়ে পড়েছি, এই কথাটাই প্রমাণ করবার জন্য ব্যতিবাস্ত । আরে তোকে সে কথা শোনার জন্য কে ডেকে এনেছে ? সংসারে বাস ক'রে নিজ নিজ সুযোগ সুবিধা কে না দেখে থাকে ! সময়বৈধিগো এক দিন দাসত্ব করতে হয়েছে ব'লে কি চিরদিন তা'কে সেই দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে থাকতে হবে না কি ? না থাকলে সে অধার্মিক ব'লে গণ্য হবে ! কেন ? কে বলেছে ? আমি আশৈশব রাজ-অগ্নে প্রতিপালিত হ'য়ে এসেছি স্বীকার করি, এখন যদি আবার সেই রাজ্যলাভই আমার চেষ্টাসাধ্য হ'য়ে

দাঁড়ায়, তবে কেন আমি সে চেঁচটা করবো না ? এতকাল
সুযোগ ঘটে নাই, সময়ের অপেক্ষায় চুপ ক'রে ছিলাম ; এখন
দেখিছি একটা অপগণ্ড শিশু গিয়ে সিংহাসন অধিকার ক'বে
বসলো, তখন এমন অবসর পরিত্যাগ করি কেন ? এই ত'
উপযুক্ত অবসর ! সে রাজা হ'লেও শিশু--সুতরাং দুর্বল, আমি
তা' হ'তে অনেক বলবান । সংসারে দুর্বল পীড়ন করাই ত'
বলবানের কার্য্য । সিংহ দুর্বল পশুদিগকে পীড়ন করে ব'লেই
ত' সিংহ পশুবাজ । দুর্বলপীড়ন কোথায় নাই ? সর্বত্রই
আছে ; তবে আমি অগ্নায় করতে যাচ্ছি কিম্বে ? আজ যে
পাণ্ডবেরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ গ্রহণ করেছে, তা'র কারণ
কি ? সেও কি আত্মভুজদণ্ড চালনার ফলে নয় ? নিশ্চয় !

(সহসা ভজা পাগলাব প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

(ওবে) যে যেমন, সে তেমন দেখে সবাবে ।

এক যে সে মনে করে, বুঝি সবাই ঘোবে ঘোর আধাবে ॥

কাগা ভাবে ভবে কেউ ত' কানে শোনে না,

পাপী ভাবে জগৎ একটা পাপের কারখানা,

ব'সে অঘোর ভাবে এই ত' দেখি গতিক সংসারে ।

চণ্ডসিংহ । এ গান তুই কোথায় পেলি রে ভজা ?

ভজা । এই মনে এলো গেয়ে দিলাম,

মুখে এলো ব'লে ফেল্লাম ।

ভজার কথা কেন ধর,

এখন ব'সে ব'সে মজা মার।

চণ্ডসিংহ। [অগত] ব্যাটা কি আমাকে লক্ষ্য ক'রেই
গানটা করলে না।

ভজা।—

গীত।

মানুষ যখন লোভে মেতে উঠে।

তখন তা'র ধরম্ করম্ জন্মের মতন

কোথার যেন যায় ছুটে ॥

যা'র থেয়ে যা'র জোর বেঁধেছে গায়,

সময় পেয়ে তা'র বুকে সে ছুরি দিতে চায়,

হরি, তোমার চিড়িয়াখানার এই ত' বাপার হায়,—

দেখে শ্রদ্ধা-ভক্তি যায় চ'টে।

চণ্ডসিংহ। সাবধান উদ্ভাত!

ভজা।—

[পূর্ব গীতাংশ।]

যা'র যেখানে যা লেগেছে তা'র সেখানে হাত,

তা'ই বুঝেই ত' আঁতে এসে করেছি আঘাত,

আগি ঠিক বলেছি, আমার সাক্ষা বাত,—

কেন গর্ভের সাপে উঠাম্ রে ঘেঁটে ॥

[প্রস্থান।]

চণ্ডসিংহ। [অস্ত্রোত্তোলন করিয়া] দেখ্ তবে।

[ভজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেগে প্রস্থান।]

তৃতীয়া দৃশ্য ।

জাহ্নবী-তীর ।

(গীতকণ্ঠে তরঙ্গবালাগণের প্রবেশ ।)

তরঙ্গবালাগণ ।—[নৃত্যসহ]

গীত ।

মোরা তরঙ্গবালা পরি' তরঙ্গমালা,

চলি' তরঙ্গ-অঙ্গে করি গো খেলা ।

সমীরণ সঙ্গে, তরঙ্গের ভঙ্গে,

করি নানা রঙ্গে লহরী-লীলা ॥

শিকরসেবিত চন্দ্রমাশালিনে,

জ্যোৎস্না-পুলকিত সৈকত-পুলিনে,

কুলু-কুলু-তানে, (কত) আকুল প্রাণে,

ঢালি সুধাধারা নিবারি জালা ।

তারকিত অক্ষরে সমরি সরমে,

বহিয়া চলেছি সাগর-সঙ্গমে,

সুর-তরঙ্গিনী, জাহ্নবী-সঙ্গিনী,

ফেনিল শোভিত চুম্বিত-বেলা ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।]

(শোকোন্মত্তা জাহ্নবীর প্রবেশ ।)

জাহ্নবী । ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই আর !

খুজিলাম এ বিশ্ব-সংসার,

না পাইলু ভীষ্মের সন্ধান,
 ভীষ্মহীন হ'লো বিশ্বতল,—
 ভীষ্মহীনা হইল জাহ্নবী ।
 হা পুত্র প্রাণাধিক দেবব্রত মোর ।
 কোথা গেলি ছাড়িয়া মায়েরে ?
 ঈচ্ছামৃত্যু জানি তোরে,
 নিশ্চিত অন্তরে
 বহিতাম সদানন্দে কুলু-কুলু-নাদে,—
 কিন্তু আজি আর্তনাদে কাঁদিছে সংসার ।
 ভীষ্ম নাই—ভীষ্ম নাই—ভীষ্ম নাই আর ।
 কোন্ বিধি তুই ।
 অগোচরে লিখেছিলি পুত্রশোক ভালে ?
 আমি সুরধুনী,
 কুত্তিবাস-জটাজুট মাঝে
 করি বাস জহ্নুর নন্দিনী,
 বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা নাম মোর,—
 আমার নন্দনে হরে কাল ।
 এত হুঃসাহস ।
 মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয় যার পতি,
 তা'র পুত্রে মৃত্যুপতি হরে ?
 আরে আরে মৃত্যুপতি কাল ।
 এত স্পর্ধা তোর ?

তিষ্ঠে রে কতান্তে তুই,
অচিরে পাবি প্রতিফল ।

(বেগে যমের প্রবেশ ।)

যম । [সভয়ে করপুটে]
রক্ষ রক্ষ মোক্ষদাত্রি ! জাহ্নবী জননি !
কিঙ্করে করুণা কর করুণাক্ষপিনি ।

জাহ্নবী । কহ কাল ।
কি কারণে পুত্রপ্রাণ হরিলে আমার ?

যম । জগজ্জননি !
নাহি দোষ মম,
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম মহারথী
ইচ্ছিলেন নিজের মরণ,
তা'ই পার্থ-রণে
পার্থ-শরে শরশয্যা পাতি,
ত্যাগিলেন আপন জীবন ।

জাহ্নবী । ইচ্ছামৃত্যু যত্নপি তাহার,
তবে কেন
যোগমার্গ করি পরিত্যাগ,
পার্থ-শরে হইয়া জঙ্ঘর
রণক্ষেত্রে ত্যাগিলে জীবন ?

যম । শুন তার কারণ জননি ।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই,—

ক্রীব মূর্তি হেরিলে সম্মুখে,
 করিবেন শরাসন ত্যাগ ।
 তা'ই পার্থ,
 শিখণ্ডী সম্মুখে রাখি,
 অস্ত্রহীন পিতামহে
 তীক্ষ্ণ শরে করিল কাতর ।
 অন্যায় এ যুদ্ধ-নীতি মাতঃ ।
 অস্ত্রহীনে অস্ত্রত্যাগ,
 যুদ্ধশাস্ত্র করেছে নিবেধ ।
 অন্যায় সমবে তাই ভীষ্মের পতন ।
 জাহ্নবী । আচ্ছা,
 আজি দেখিব সে কেমন গাণ্ডীনী !
 যাও কাল ! নিজ স্থানে তুমি !
 [দমের প্রস্থান ।
 আরে আবে পাপিষ্ঠ ফাল্গুনি !
 পুত্রঘাতি !
 ভুঞ্জ নিজ দুষ্কর্মের ফল ।
 ভীষ্মে বধি
 যেই কীর্তি করিলি অর্জন,
 নিজ পুত্র-করে,
 সেই কীর্তি অচিরে দিবি বিসর্জন,—
 পুত্র-করে মৃত্যু তব, দিনু অভিশাপ ।

কাঁছক জননী তব আমারি মতন,
বুঝুক পুত্রের শোক কেমন ভীষণ ।

[প্রস্থান ।

(বেগে উগাদিনা উলুগী প্রবেশ ।)

উলুগী । চল্লি ? তবুও চল্লি ? ধৈর্যে চল্লি ? ফিরলি
না ? মায়ের মানা শুনলি না ? কোথায় ছুটে চল্লি রে
ইলাবন্ত ? মাকে কাঁদিয়ে মাকে ফেলে একবারে একলাটি স্বর্গ-
মুখে ছুটে চল্লি ? তবে অবোধ সন্তান ! জীবনে যে তীর্থ-
দর্শন তোর ভাগ্যে কখনও ঘটত না, যে পিতৃপদ-তীর্থদর্শনের
পূণ্যফলে আজ তুই স্বর্গের অধিকারী হয়েছিস, সেই মহাতীর্থে
যাবার উপদেশ তোকে কে দিয়েছিল বে অজ্ঞান ? সেই কুরু-
ক্ষেত্রের মহাতীর্থে যাবার জন্য অগ্নিশত্রু দিয়ে কে তোকে সেই
মহাতীর্থের যাত্রী সাজিয়ে দিয়েছিল রে ইলাবন্ত ? অকৃতজ্ঞ
সন্তান ! এষ্ট তোর কাজ ? এই তোর মাতৃভক্তি ? একমাত্র
পিতৃভক্তির পূণ্য সম্বল ক'রে মাতৃভক্তির পূণ্যকে আজ গ্রাহ
না ক'রেই স্বর্গে চ'লে গেলি ? যাবার সময়ে একবার দেখাটাও
করলি না ? একবার ডেকে জিজ্ঞাসাটাও করলি না ? নরাধম
পুত্র ! যা তুই, আমি তোর পূণ্যবলে স্বর্গে যেতে চাই না ।
আমি আজ এই জাহ্নবীর শীতল জলে ঝাঁপ দিয়ে স্বর্গযাত্রা
করবো ।

(জাহ্নবীর পুনঃ প্রবেশ ।)

জাহ্নবী । ওরে, কে পাগলিনী ! তুই রে ? ওরে কোন্

অভাগিনী তুই রে ? আজ পুত্রশোকানল নির্বাণ কর্‌বাব জন্য
জাহ্নবীর শীতল জলে বাঁপ দিতে এসেছিস্ ? ওবে সে শীতল
জল আর নাই বে ! এই চেয়ে দেখ, সেখানেও পুত্রশোকের
অনল দাউ দাউ ক'বে জ্বলছে,—এই চেয়ে দেখ, সেই ভীষ-
জননী আজ তোরই মতন উন্মাদিনী হ'য়ে হাহাকার করছে ।
আয়—আয় পুত্রশোকাতুরা জননি । আয়, আমার কাছে
আয়,—তুই জনে আজ গলা ধ'রে প্রাণ ভ'রে কাঁদি । তুই
জেনেই আজ সমান দুঃখিনী, আয় পাগলিনী । এমন সমনেদনা
আর কোথাও দেখতে পারি না ।

উলুগী । এঁয়া ! তুই কি জাহ্নবী ? তুই কি পতিতপাবনী
গঙ্গা ? তুই কি সেই স্বর্গমন্দাকিনী ভাগীরথী ? তুইও কি আজ
তনে অনলময়ী হ'য়ে জ্বলে উঠেছিস্ ? বলিস্ কি ? তুই যে
দেবী ! তোরও কপালে পুত্রশোক ? তোরও প্রাণে হাহাকার ?
তবে ত' একটা মহা সাধুনা পেলাম,—তবে ত' একটা মহা
ভুল ভেঙ্গে গেল । হঁ্যা, এই বলছিলা না যে তুই ভীষজননী ?
তব তোর ভীষ নাই, কেমন ?

জাহ্নবী । না রে না, আমার ভীষ নাই । ধর্মের মেরুদণ্ড
হাসা ভেঙ্গে পড়েছে । বীরত্বের আকর—ত্যাগের
পাণ্ডিত্যের আধার—বাণীর বরপুত্র পুত্র আমার,
মরে অর্জুন-করে অশ্বায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে ।

পী । অর্জুন অশ্বায় যুদ্ধ করে, এমন মিথ্যা কথা তুই
হ'য়ে কেমন ক'রে মুখে আনছিস্ বল দেখি ?

জাহ্নবী । ওঃ চিনেছি । নাগকন্যা । উলুপী তুই । মহা-
শক্তিশালী অর্জুন যে তোর স্বামী, তা'ই সেই মহাপাতীৰ পাপ
লুকাচ্ছিস্ ?

উলুপী । দেবী হ'লেও তুই আজ আমা অপেক্ষাও পাগল
হয়েছিস্ । থাক্ তুই তোর মিথ্যা প্রলাপ নিয়ে, আমি অন্য
দিকে ছুটে যাই,—নইলে তোর কাছে থাকলে আরও অশান্তি
ভোগ করতে হবে ।

জাহ্নবী । যাবার সময়ে তবে আরও কিছু যত্ননা নিয়ে যা,
শুধু যা নিয়ে এসেছিলি, তাই নিয়ে চ'লে যাবি ?—আরও
কিছু দিয়ে তোকে বিদায় করছি । তোর অর্জুনকে অভিশাপ
দিয়েছি, শীঘ্রই তার পুত্র-কণ্ঠে মৃত্যু হবে । শুন্নি ?

উলুপী । উ-হ-হ !

[বেগে প্রস্থান ।

জাহ্নবী । যা—পালা । আমিও যাই ।

[প্রস্থান ।

— — —

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

(চিত্রাঙ্গদা ও বক্রবাহন ।)

বক্রবাহন। কেন মা ! তুই আমাকে সে কথা এতদিন বলিস্ নি ?

চিত্রাঙ্গদা। ব'লে কি হবে ? তাই তোমাকে এতদিন বলি নাই বারা ! তুমি সে যুদ্ধের কথা আজ কার কাছে শুন্লে ?

বক্রবাহন। আজ কালাচাঁদ আমাকে কথায় কথায় বললে যে, কোরব পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ বেধেছে।

চিত্রাঙ্গদা। কালাচাঁদ কোথায় শুন্লে ?

বক্রবাহন। সে যখন ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে, তখন দেশ দেশান্তরে যেতো, হস্তিনাতেও ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, তাই সেই যুদ্ধের খবর তখন জেনে এসেছিল। হ্যাঁ মা ! ইলাবন্তও না কি সেই যুদ্ধে পিতার পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ করতে গেছে ? তবে তুই আমাকে কেন বলিস্ নি মা ? আমিও গিয়ে পিতার পায়ের ধূলা নিয়ে পিতার পাশে থেকে যুদ্ধ কর্তাম !

চিত্রাঙ্গদা। [স্বগত] কি জন্য বলি নাই, তা বক্রবাহন বুঝতেও পারে নি। বক্রবাহন মনে করছে যে আমি পুত্রের মায়াতে তাকে যুদ্ধের কথা বলি নাই ! কিন্তু এ যুদ্ধে যে বক্র-

নাহনের কোন নিমন্ত্রণ আসে নাই । অগ্নিনির সম্ভান ব'লে যে তিনি বক্রবাহনকে ডাচ্ছিন্না ক'বে কোন সংবাদই দেন নাই । হয় ত জনসমাজে বক্রবাহনকে পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেছেন ব'লেই মণিপুরে কোন নিমন্ত্রণ পাঠান নাই । একথা শুন্লে বক্রবাহন আগান মনে নড়ই দুঃখ পাবে, তাই আমি এতদিন সে যুদ্ধের কথা বাবার কাছে গোপন রেখে আসছি ।

বক্রবাহন । ঠ্যা মা ! আমি বুঝতে পেরেছি, তুই কেবল আগান উপর মায়া ক'রে যুদ্ধের কথা বলিস্ নি । মাগো । তুই গন্ধর্ব্বকুলে জন্মেছিস্ ব'লে যুদ্ধের নামে তাঁর ভয় থাকতে পারে, কিন্তু আমি যে ক্ষত্রিয়বীর দিগ্বিজয়ী পার্থের ঔরসে জন্মেছি মা ! তাও কি তুই ভুলে গেলি ? ক্ষত্রিয়শিশুকে যে তার মা হাসতে হাসতে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেয় । তো হতে উলুপী মারও ত সে বুদ্ধি আছে, তাই ত ঈলাবন্তকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছে । মাগো । পিতা যখন শুন্বেন যে, তাঁর আর আর পুত্রেরা সকলেই কুরু-যুদ্ধে এসেছে, একমাত্র কুলদ্বার পর তাঁর আমিই কেবল যাই নাই, তখন বল্ দেখি মা ! পিতা আমাকে কতদূর কাপুরুষ মনে ক'রে ঘৃণা করবেন ?

চিত্রাঙ্গদা । না বক্রবাহন ! তুমি ভুল বুঝে মায়েদ্র প্রতি অশ্রায় অভিমান দেখাচ্ছ । ক্ষত্রিয়কল্য। না হই, কিন্তু ক্ষত্রিয়-অঙ্গনা ত বটি ? তাতেই আমি ক্ষত্রিয়ের রীতিনীতি সমস্তই অবগত আছি । যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে ক্ষত্রিয়গণ আত্মীয়স্বজন

সকলকেই যুদ্ধার্থে নিমন্ত্রণ করে, তোমার পিতাও ত' তেমনি সকলকেই নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, কিন্তু তোমাকে ত' কই এক-বারে একটি সংবাদও দান কবেন নাই। তবে তুমি বিনা নিমন্ত্রণে অপমানিত হ'য়ে মণিপুর-রাজপুত্রের গোবধ নষ্ট ক'রে সেখানে কোন্ মুখে উপস্থিত হ'তে বাবা ?

বক্রবাহন । যদি পিতার ভুলই হ'য়ে থাকে ?

চিত্রাঙ্গদা । সকল ভুলের সংশোধক যিনি, যার জ্ঞান-চক্ষুব নিকট ব্রহ্মাণ্ডের একটি বালুকণা পর্য্যন্ত এদিক্ ওদিক্ হ'তে পাবে না, সেই যুদ্ধনীতিবিশারদ স্বয়ং কৃষ্ণ যার সহায় এবং উপদেষ্টা, তাঁ'র কি কখনও এই সামান্য বিষয়ে ভুল হ'তে পাবে বে বাহক ?

বক্রবাহন । তবে মা ! আমবা কি এতই স্থগিত যে, যেখানে অনার্য্য নাগবাজ-দোহিত্র ইলাবন্তু গিয়ে স্থান পেলে, আর আমি গন্ধর্ব্ব-দোহিত্র হ'য়ে আব ভাব মতন মায়ের উদরে জ'নো সেই স্থানে যেতে পেলাম না ? হ্যাঁ মা ! তবে আমাব মত হতভাগ্য আব ধরাধামে কে আছে ?

(বেগে উন্মাদিনী উল্লুগী প্রবেশ ।)

উল্লুগী । ওরে বাস্ নি ত', বেশ করেছিস্,—ওবে আমার ইলাবন্তু গিয়েছিল, আব ফেরে নাই। বাবা আমাব সেই কাল-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আয়, আয় বে বক্রবাহন ! একবার তোকে কোলে করি। দেখি, তোকে বুকে ক'বে আমার ইলাবন্তুর শোক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারি কি না। [তথাকরণ]

চিত্রাঙ্গদা । কি বুল্লি উল্লী ! ইলাবন্ত আমাদের ছেড়ে গেছে ? হায় ! হায় ! কি শুন্লাম বে আজ ! [রোদন]

উল্লী । কঁাদিস্ না বোন্ ! কঁাদিস্ না, ইলা আমার স্বগে গেছে ; এ চেয়ে দেখ, ইলা আমার স্বর্গ-সিংহাসন আলো ক'বে ব'সে আছে । কিন্তু আমাকে নিয়ে গেল না,—এত ডাকলাম, তবও অবাক ছেলে আমার একবার কিবেও তাকালে না । গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলাম, মরা হ'লো না । সেখানে গিয়ে দেখি, গঙ্গায় আর জল নাই, শুকিয়ে গেছে,—পুত্রশোকের আগুনে সে জলও শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেছে,—সেখানেও পুত্রশোকের বাড় বইছে গো, সেখানেও পুত্রশোকের বাড় বইছে । তাব ভীষ্মও এই বিশ্ব ছেড়ে চ'লে গেছে । ভীষ্মকে কে বধ ক'বেছে, শুনেছিস্ ?—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন । উন্মাদিনী জাহ্নবী তাই পুত্রশোকের নেল সহ্য করতে না পেরে আমারি সাক্ষাতে সেই তাব পুত্রহত্যাতে অভিশাপ দিয়েছে,—শীঘ্রই সেই তৃতীয় পাণ্ডব পুত্রকরে প্রাণত্যাগ করবে । তা'ই সাবধান করতে এসেছি নোন ! তাব পুত্রের মধ্যে এখন তোর এই ছেলেমাত্র বেঁচে আছে । দেখিস্, খুব সাবধান ! ধনুক, বাণ, অস্ত্রশস্ত্র আদ্য বক্রপাশ্রমের হাতে রাখতে দিস্ না । বুল্লি লো ! গঙ্গার অভি-শাপ, না ক'লে যাবে না । নে তোর ছেলেকে নে, আগি এখন চন্ডাম,—এক স্থানে স্থির হ'তে পারছি না,—উদ্ধার নায় কেবল ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি ।

[বেগে প্রস্থান ।

বক্রবাহন । বণক্ষেত্রে উলাবন্ত প্রাণত্যাগ করেছে শুনে যেমন আনন্দে নেচে উঠেছিলেন, কিন্তু আবার পিতার অন্তিমশাপের কথা শুনে তেমনিধারা বিষাদে ডুবে গেলাম । পাগলিনী মা ব'লে গেলেন, পিতার এক আমি বই আর কোন পুত্রই বেঁচে নাই । তবে কি—

চিত্রাঙ্গদা । থাক বাবা ! ও সব কথা আর ভেবো না । উলুপী এখন পুত্রশোক উন্মাদিনী, ওর কি এখন সকল কথা সত্য ব'লে ধরতে হয় ?

(গীতকণ্ঠে কালচাঁদের প্রবেশ ।)

কালচাঁদ ।—

গীত ।

বা' হবার তা' হবেই হবে ।

কে তা'রে বল খণ্ডাবে ।

যে দিনেতে আছে রে মরণ লেখা,

শত বজ্র ডেকে তা'বে যায় না গো রাখা,—

নিয়তির পটে আছে যে ছবি আঁকা,

কেউ নারে তা'র কিবাতে ভবে ।

চিত্রাঙ্গদা । কোথায় এ গান শিখলে কালচাঁদ ?

কালচাঁদ । যখন কীর্ত্তন গেয়ে ভিক্ষা মেগে বেড়াতাম, এ গান তখনকার শেখা দিদি !

চিত্রাঙ্গদা । [স্বগত] উলুপী শেষট। প্রলাপের মধ্যে যা ব'লে গেল, আবার কালচাঁদ গানের স্বাক্ষরে আবার সেই

কথাটাকেই যেন মনের মধ্যে আরও একটু জাগিয়ে দিলে ।
কি জানি, ভাগ্যে আবার কি আছে । সবই সেই নারায়ণের
ইচ্ছা ।

কালার্টাদ । ও কি বক্রবাহন ! তুমি অমন ক'রে কি
ভাবছ ।

চিত্রাঙ্গদা । তুমি সেই কুরু-যুদ্ধের গল্প করেছ, তাই শুনে
এসে সেই যুদ্ধে যেতে পায় নি ব'লে মন ভারি ক'রে আছে ।

কালার্টাদ । এখন আর মন ভারি ক'রে থাকলে কি হবে ?
সে যুদ্ধ ত শেষ হ'য়ে গেছে, একুশ দিনের মধ্যেই প্রায় সব
সাবাদ হ'য়ে গেছে । শুন্লাম, মহারথী পার্থই সেই যুদ্ধে খুব
নাম ক'রে নিয়েছেন ।

চিত্রাঙ্গদা । কৃষ্ণও কি পাণ্ডবদের পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ ক'রে-
ছিলেন ? সে কথা কি কিছু শুন্তে পোয়েছ কালার্টাদ ?

কালার্টাদ । শুনেছি, কৃষ্ণ সে যুদ্ধে নিজে অস্ত্র ধরেন নি
বটে, তবে অর্জুনের রথে সারথীর কার্য্য কবেছেন না কি ।

বক্রবাহন । আহা ! শোন্ মা শোন্ ! সয়ং যত্নপতি কৃষ্ণ
পিতার রথের সারথী হয়েছিলেন, আমি এমনি মন্দভাগ্য যে সেই
অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে পেলাম না । যে রথের সারথী হলেন সয়ং
দাশরথী, তেমন মহারথী পিতার চরণদর্শনও ভাগ্যে ঘটেলা না ।

কালার্টাদ । এক দিন না এক দিন দেখা হবেই । তার
জন্তু আর চিন্তা কি ? এখন যখন কুরু-যুদ্ধ কেটে গেছে, তখন
হয় ত এবারে এসেও উপস্থিত হ'তে পারেন ।

বক্রবাহন । তেমন অদৃষ্ট কি আমাদের হবে, যে সেই দাশরথী সারথীসহ মহারথী পার্থকে কখনও সমবক্ষেত্রে দেখতে পাব ?

কাল্যাটাদ । সংসারে কিছুই অসম্ভব নয় ।

চিত্রাঙ্গদা । [স্বগত] না, তাঁর আর এখানে এমে কাজ নাই । গঙ্গার অভিষাপ পূত্র-করে যু——না, ও সব ভাববো না । নারায়ণ ! অন্তর্যামি ! তোমাকে ভরসা ক'বে প'ড়ে আছি ঠাকুব ! দেখো, যেন অভাগিনীকে আর কাঁদিও না ।

[সকলের প্রস্থান ।

শব্দময় দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর ।

(শ্রীকৃষ্ণ ।)

কৃষ্ণ । সাঙ্গ এবে কুরুক্ষেত্র-রণ ।

ধর্মরাজ্যে ধর্মরাজে

করি প্রতিষ্ঠিত,

ভারতে ধর্মের রাজ্য হইল স্থাপিত ।

পুণ্য-তীর্থ কুরুক্ষেত্র হইল সংসারে,

রহিল অমর কীর্তি পাণ্ডবগণের,—

যতো ধর্ম স্ততো জয় গাহিল ভারতে ।
 সাক্ষ মম জীবনের প্রধান কর্তব্য ।
 আশৈশব বসিয়া বিরলে,
 যেই চিত্তা-প্রোতে মন বেড়াত ভাসিয়া,—
 যে চিত্তার চিত্র আঁকি কল্পনার পটে,
 কখনও আনন্দে প্রাণ উঠিত নাচিয়া,—
 কখন না নিরাশার বিবম বাটিকা
 ব'য়ে যেত হৃদয় মাঝারে,
 ভেঙ্গে যেতো জীবন তখনি ।
 আবার যখনি,
 জগতের হাহাকার প্রবেশিত কাণে,
 অত্যাচারী দানবের ঘোর অত্যাচারে
 শত নিষ্পেষিতা ধরা উঠিত কাঁদিয়া,
 তখনি আবার,
 নিবান ঘুমন্ত প্রাণে ছুটিত তড়িৎ,—
 কি এক জীবন্তভাবে
 উঠিতাম জাগিয়া তখনি ।
 আশার তুলিকা ধরি
 তখনি আবার,
 চিত্রিতাম ভবিষ্যের ছবি ।
 কি এক বিজ্ঞান-চক্ষু খুলিত আমার,
 দেখিতাম স্থিরদৃষ্টিে চাহি,

জলন্ত আলোকময় কুরুক্ষেত্র রণ ।
 দেখিতাম সম্মুখে আমার,
 অমর অক্ষরে লেখা পাণ্ডব-গৌরব, —
 কলঙ্ক কালিমাময় কোরব-পতন ।
 স্ফীত বক্ষ উঠিত নাচিয়া,
 পুলকে হৃদয় মন উঠিত মাতিয়া,
 বুঝিতাম পূর্ণ হবে প্রাণের বাসনা,
 জগতে ধর্মের রাজা হবে প্রতিষ্ঠিত ।

(অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । কি দেখিছ বসি সখা একাকী বিরলে,—
 ভারত-শ্মশানক্ষেত্র কিবা ভয়ঙ্কর ?
 কত বা বিস্তার তার সীমা কত দূর ?
 কত রাজ-শিরোমণি,
 কেমনে বা চিত্তাভঙ্গে গেছে মিশাইয়া ?
 কত শত পুণ্যশ্লোক,
 কত মহারথী,
 কত বাল-বৃদ্ধ-যুবা কত হস্তী হয়,
 চির নিদ্রাগত ঐ শ্মশান-শয্যায় ?
 কত মাতৃ-বক্ষ-নিধি, নয়ন-রঞ্জন,
 রঞ্জিয়া রুধিরে পৃথ্বী করেছে শয়ন ?
 কত নারী হৃদয়ের সর্বস্ব রতন,
 জীবনবল্লভ পতি মহা-ধনুর্ধর,

বৈধব্যের জ্বালা মাঝে ফেলি নিজ নারী,
অনন্ত নিদ্রায় কিবা আছে অচেতন ?
নারায়ণ !

এ দৃশ্যের কর অবসান ।

স্মৃতির অনল-কুণ্ড

চিরতরে কর নির্বাপিত,

ভুলাও প্রাণের ব্যথা বিস্মৃতি-প্রানেপে,—

ঢেকে রাখ কুরুক্ষেত্র-যবনিকা তলে,

পাণ্ডব কলঙ্ক-কীর্ত্তি যাউক উড়িয়া ।

কৃত্য ।

স্বধর্ম্মে জাগ্রত নিত্য, পার্থ সতিমান্ !

কেন হেন বিষণ্ণ বদন ?

কেন হেন অবসাদ হেরি ?

কেন নিজ কৃতকর্ম্মে দিতেছ পিঙ্কার ?

এ বিকার কেন উপস্থিত ?

ধনঞ্জয় ! গীতা-মর্ম্ম ভুলিলে কি সব ?

কেবা তুমি ? কে আত্মীয় তব ?

কিসের সম্বন্ধ তব কাহার সন্তিত ?

কি সাধ্য তোমার ?

কাহারে নাশিতে পার ?

এ বিশ্বের একটা বালুকাকণা,

নাশিবার নাহি শক্তি তব ।

কেন বৃথা অহঙ্কার তবে ?

কেন তব আত্ম-অভিমান ?
 নহে আত্মা কভু বিনশন,
 তবে তারে কে করে বিমোহ ?
 এ বিশ্বাস কেমনে হারায়ে ?
 কার তরে শোক তব ?
 কেহ নাই শোচনীয় ভবে ।
 ভ্রান্তবুদ্ধি নর,
 রজ্জু হেরি সর্প ভ্রম করে,—
 জন-ভ্রান্তি মরীচিকা মানে ।
 শোন পার্থ !
 আমি নারায়ণ,
 সৃজন পালন লয় আমি করি সব ।
 ঐ হের কুরুক্ষেত্র,
 মম লীলাক্ষেত্র ঐ ভীষণ আশান ।
 আমারি ইচ্ছাতে এসে,
 কুরুকুল হইল নির্মূল,—
 তুমি মাত্র নিমিত্ত অর্জুন ।
 আমারি কলিত ধর্ম-রাজ্যের স্থাপন,
 আমিই করেছি ধর্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ।
 আমিই কারক তুমি সাধন আমার,
 আমি কর্তা তুমি শুধু যন্ত্র-পুস্তলিকা,
 আমি অভিনেতা তুমি দর্শক তাহার,—

সার তত্ত্ব কহিনু তোমায় ।
বৃথা শোক পার্থ এবে কর পরিহার,
সার কর আমার বচন ।

অর্জুন । নারায়ণ !
জ্ঞানাজ্ঞান অর্পিলে নয়নে ।
প্রসাদে তোমার,
একবার যুদ্ধ যাত্রাকালে,
দিয়েছিলে জ্ঞান-চক্ষু খুলে,—
ভ্রান্তমতি আমি,
পুনঃ ভ্রান্তি এসেছিল চিতে,—
পুনঃ আজি হৃষীকেশ !
কৃপা করি ভ্রান্তি মম করিলে ছেদন,
অন্ধকার দূরে গেল মোর ।
চল সখা । রাত্রি সমাগত ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় ভাঙ্গ ।

প্রথম দৃশ্য ।

হস্তিনা-রাজসভা ।

(ব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ও বৈতালিকগণ ।)

বৈতালিকগণ ।—

গীত ।

হে অথও দোদীও পাণ্ডুকুল-রাজা ।

অসামান্য মাণ্ডবর ধন্য গণ্য পুণ্য—

অগণ্য সৈন্য-সামন্তগণ বেষ্টিত দিনকর সম তেজা ।

হে কুরুকুল-পঞ্চজ-রবি,

যার গুণ বর্ণনে স্ননিপুণ দ্বৈপায়ন কবি,

সদা সঞ্চারিত দিগন্তপূরিত, যার যশঃ-স্বরভি,—

ধর্মপরায়ণ নরনারায়ণ যার সমরে সান্থী,

হে ভারত, মহাভারত গাহে তব পুণ্যময়ী ভারতী,—

সুজলা সুফলা শস্ত্রশ্রামলা ধরা,

শান্তি-সরসে হরষে ভাসে ভারত-প্রজা ।

[প্রস্থান ।

যুধিষ্ঠির । গুরুদেব ! জীবনাস্তপণে বিশাল কোরব-সাগর
মস্থন ক'রে পরিশেষে সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কি শান্তি-
সুখের পরিবর্তে বিষম অশান্তি-বিষ লাভ করলাম ? কুরুক্ষেত্র-
রূপ মহানরমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন-
গণে সেই যজ্ঞে আছতি প্রদান ক'রে কি অবশেষে এই অশান্তি-
ফল লাভ করতে হ'লো ? এই মহাশাশানে ধ্বংস-চিতার অনল-
নির্ব্বাণ-কার্য শেষে কি বিধবাগণের উষ্ণ অশ্রু-জলেই সমাধা
করতে হ'লো ? হায় গুরুদেব ! সেই নির্ব্বাপিত ভস্মস্তুপের
উপরেই আজ আমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত । পতিপুত্রহারা
রমণীগণের শোকাশ্রু-নীরেই আমার রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন,—
শোকোন্মত্তা পুরমহিলাগণের মর্মাভেদী হাহাকার এবং আর্তনাদই
আমার নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার বিজয় ঘোষণা,—নিয়ত কোরব-
কামিনীগণের দীর্ঘশ্বাস এবং অভিসম্পাতই এখন আমার মঙ্গল
আশীর্ব্বাদ,—প্রাণাধিক পুত্র অভিমন্যুর কোমল অস্থি দ্বারা
এই নব রাজসিংহাসন নির্ম্মিত । হায়, গুরুদেব ! এই ধ্বংস-
ক্রান্তের শেষ উদযাপন কি আমাকে এই ভাবেই করতে হ'লো ?
এইরূপ মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবার জগুই কি আমি সেই
লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কারী কোরব-সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলাম ?
জানি না গুরুদেব । এই জ্ঞাতিহিংসা-পাপের মহানরক-যজ্ঞণা
কত যুগ-যুগান্তর ব'সে ভোগ করতে হবে ! জানি না, কত কোটি
কোটি মনুষ্যের ব'সে এই কৰ্ম্মফলের অনলে পুড়ে ভস্মসাৎ হ'তে
হবে ! হায় গুরো ! আমি কি করলাম ! কেন এই কোরব-

উচ্ছেদ-কলঙ্কে সাধ ক'বে মস্তকে ধারণ করলাম । কেন এই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে বিনষ্ট ক'রে এই ভুচ্ছাদপি-ভুচ্ছ আমার রাজ্যসম্পদ গ্রহণ করলাম । কেন এই পৃথিবীকে বীৰশূন্য ক'রে কতকগুলি অপগণ্ড বালক নিয়ে রাজদণ্ড চালনা করতে বসলাম । হায় ! হায় ! শেষে কি শুভভাগা যথিষ্ঠিবেন ভাগ্যে এই পরিণাম ঘটলো ?

ভীষ্ম । শুন্‌লেন গুরুদেব ! ধর্মরাজের এই আদেশের ঘটাটা ? কেন আমরা কোরবগণকে সংহার করলেম,—কেন আমরা ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে দ্রোণদীর বৈদী-বন্ধন কবেছিলাম,—কেন আমরা কোরব-পশুগণকে বধ ক'রে পূর্ব প্রতিহিংসানল নির্বাণপূর্বক হস্তিনায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করলাম,—এই হ'লো এখন দাদার আমার ছুঃখের বিষয় । কেন আমরা বৈরনির্যাতন না ক'রে পুনর্ব্বার সেই পাপমতি দুঃখো-ধনের পাপ অত্যাচার অবনতমস্তকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হ'লেম না,—কেন আমরা সেই পঞ্চখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনাকারী যত্নপতি কৃষ্ণের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত হ'লাম,—কেনই বা সেই পাপমতি দুঃশাসন এসে পুনরায় পাঞ্চালীকে সভা মধ্যে এনে তার বসন আকর্ষণ ক'রে পাণ্ডবগৌরল বন্ধন করলে না,—এই হ'লো দাদার প্রধান অশান্তির কারণ । ঐ এক ধর্মরাজকে সুখী করবো ব'লে আজীবন ভ'রে আমরা যে এত চেষ্টা এত যত্ন করলাম, কিন্তু কিছুতেই আমাদের সে সাধ পূর্ণ ক'তে পারলাম না । এক দিনের জন্মও দাদার নিয়ম

মুখ প্রসন্ন দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটলো না । যে ধর্ম-তরুকে জগতে প্রতিষ্ঠিত ক'বে মনে কবেছিলাম, আমানাত সেই ধর্ম-তরুর শীতল ছায়ায় ব'সে শান্তিসুখ উপভোগ করুনো, সে আশা আমাদের চিরদিন অপূর্ণাবস্থাতেই থেকে গেল । আজ আশুক অর্জুন, আশুক কৃষ্ণ, তারা এলে আমি স্পষ্টাক্ষরেই বলবো যে, ভাই রে ! আমরা বৃথা পণ্ডশ্রম ক'রে ধর্মবাজকে সিংহাসনে বসিয়েছি, ধর্মরাজ এতে বিন্দুমাত্রও সুখী হন নাই । আর, আমরা এখন এই রাজ্যপাট জন্মেব মত ভেঙ্গে দিয়ে চিব-ছুঃখিনী জ্যোপদীকে নিয়ে চল, আবাব আমবা বনে গিয়ে বাস করিগে । যদি দাদাকেই আমরা সুখী দেখতে না পেলাম, তবে আমাদের সে রাজ্যপাটে প্রয়োজন কি ? তরুতলই আমাদের পক্ষে উত্তম বাসস্থান । হায় ! এ কথা যদি আগে জান্তাম, এ ভাব যদি আগে বুঝ্তাম,—তা হ'লে কিছুতেই এই মহা-সমরে অবতীর্ণ হতাম না,—তা হ'লে কিছুতেই সেই ছুঃশাসনের পাপ-রক্তে জ্যোপদীর মুক্ত কেশ পুনরায় বন্ধন ক'রে দিতাম না,—তা হ'লে কিছুতেই সেই সুভদ্রার হৃদয়ের মাণিক—বধু উত্তরার সর্বস্ব ধন—অর্জুনের প্রাণাধিক রত্ন—এই পাবাণ ভীমের বক্ষ-অস্থি প্রাণকুমার অভিমন্যুকে নিয়ে সেই ক্ষুধিত সপ্ত সিংহের মুখে জনোর মত ডালি দিয়ে আস্তাম না ! কি বলবো যে তুমি দাদা, নতুবা ভীমের ক্রোধ কি এখনও কাউকে অপেক্ষা করে !

ব্যাস । স্থির হও বৃকোদর ! স্থির হও । বৃথা অভিমান

এবং ক্রোধ প্রদর্শনে সরলপ্রাণ ধর্মরাজের হৃদয়ে বাথা দিচ্চ কেন ? ধর্মরাজ আজ যে ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছেন, সে ভাব তুমি হৃদয়ঙ্গম না ক'রে অন্যভাবে উত্তেজিত হয়েছ । স্বীকার করি, একমাত্র দুর্খোধনের অত্যাচারেই আজ এই কুরুক্ষেত্র মহাশাশানে পরিণত,—স্বীকার করি, একমাত্র পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ক'রে ধর্মরাজকে ধর্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই তোমাদের একান্ত মনের অভিলাষ ছিল,—সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে গিয়েই কোরবের সহিত যুদ্ধ তোমাদের অনিবার্য হ'য়ে উঠেছিল এবং সেই অনিবার্য মহা-যুদ্ধের ফলেই আজ এই বিশাল ভারত-জননী একেবারে বীরশূণ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । এই লক্ষ লক্ষ নরহত্যার মহাপাপ আজ পঞ্চ পাণ্ডবকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছে । অায়তঃই হউক, আর অতায়তঃই হউক, জীব-হিংসার পাপ-ফলভোগী সেই হতাকারী-গণকে হ'তেই হবে । বৃকোদর ! তুমি কখনও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ নাই,—দেখলে দেখতে পেতে, এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ভবিষ্যৎ আর্য্যগণের কি মহা সর্বনাশ সাধন করেছে । তুমি সে শোচনীয় পরিণাম দৃশ্য চেয়ে দেখ নাই, কিন্তু আমি যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যেতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত চেয়ে দেখেছি,—সে কি অন্ধকার ! সে কি ভয়ঙ্কর ! সে কি শোচনীয় ? এই কুরু-যুদ্ধে ভারতের যে সর্বনাশ সাধিত হয়েছে, তার ফলে এই ভারত-মাতাকে চিরকাল ব'সে অন্ধ বিসর্জন করতে হবে । এই নিঃকরিয়-যজ্ঞ হ'তে যে কৃষ্ণ ধূম অখিত হয়েছে, সেই ধূমে

ভবিষ্যৎ ভারত-গগন চির-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকবে ।
যে আদর্শ-চবিত্র ভীষ্মদেব আজ বিশ্ব হ'তে অন্তর্হিত হলেন,
সে ভীষ্ম-চরিত্রের আদর্শ আর এই মহাভারতে কোথাও খুঁজে
পাওয়া যাবে না । ক্ষত্র-বীর্য, ক্ষত্র-শৌধ্য, ক্ষত্র-গৌরবকাহিনী
একমাত্র পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাঠ ভিন্ন অন্ত্র আর কুত্রাপি
দৃষ্টিগোচর হবে না । এই পূর্বগোরবের মলিন স্মৃতিমাত্র
ল'য়ে দুর্বল মানবসমাজ ভারতের অলস-শয্যায় নিদ্রিত হ'য়ে
চিরজীবন অতিবাহিত ক'রে যাবে । তবেই দেখ দেখি মধ্যম
পাণ্ডব ! ভবিষ্যৎদর্শী ধর্মরাজের সরল মর্মস্থলে এমন ভীষণ
আঘাত লাগবে না কেন ?

ভীম । না, সে আঘাতে ভীমের এ বক্ষস্থল চূর্ণ হয় না ।
ভীমের আঘাত লেগেছিল সেই দিন,—যে দিন সেই একবস্ত্রা
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে এনে পাপাত্মা দুঃশাসন সভা মধ্যে
পাঞ্চালীর বসন হরণ করতে আরম্ভ করেছিল । ভীমের চক্ষু
জল দেখা দিয়েছিল সেই দিন, যে দিন ঐ ধর্মরাজ দীন হীন
কাঙ্ক্ষাবশে মলিনমুখে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে বননামে যাত্রা করে-
ছিলেন । আর ভীম কঁদেছিল সেই দিন, যে দিন সেই সপ্তবথী
পরিবেষ্টিত অঙ্গহীন বালক অভিমন্যু আমার জল জল ব'লে প্রাণ-
ত্যাগ করেছিল ; নতুবা ভীমের এই বজ্র-হৃদয় ভবিষ্যৎ ভার-
তের একটা কাল্পনিক বিঘাদের ছবি দেখে কিছুতেই কঁদে উঠে
না । যদি শত্রু নিপাতে ক্ষত্রিয়ের পাপ সঞ্চয় হয়,—যদি কুরু-
কুলের সমূলে উচ্ছেদ সাধন ক'রে কিছুমাত্র পাপ সঞ্চয় হ'য়ে

থাকে,—যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আততায়ীগণের বধ সাধন ক'রে কোনও মহাপাপভাগী হ'তে হয়,—তা হ'লে সে যত বড় মহাপাপই হ'ক না, সে মহাপাপ ভীম আজ হাস্তে হাস্তে মাথায় নিতে স্বীকার করছে । সে মহাপাপের ফল ভীম আর কোন পাণ্ডবকে অংশ ক'রে দিতে চায় না । ভীম একাকীই সে মহানবকে গিয়ে সেই পাপফল ভোগ করতে প্রস্তুত আছে ।

ব্যাস । সরলবুদ্ধি বৃকোদর ! তোমার এই আত্মত্যাগ এবং সরলতার নিদর্শন জগতের পটে অক্ষয় অক্ষরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকবে, সন্দেহ নাই । কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ! তথাপি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি কখনই বিধিনির্দিষ্ট পন্থা হ'তে তিল-মাত্র বিচলিত হবে না । কর্ম্মফল কখনই সেই কর্ম্মকর্ত্তা ভিন্ন অন্যকে আশ্রয় করে না । তুমি যতই উদার হও—তুমি যতই জ্যেষ্ঠানুরক্ত হও—তুমি যতই কর্ত্তব্যপালক ক্ষত্রবীর হও, কিন্তু তবুও তুমি তোমার নিজকৃত কর্ম্মফল ব্যতীত অন্যত্র পাণ্ডব-গণের কর্ম্মফলকে অধিকার করতে পারবে না । সুতরাং ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির যখন এই জ্ঞাতিহিংসা-পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁকে সেই পাপের ফলভোগ করতেই হবে । তুমি সহস্র আত্মভক্তির পুণ্য বিনিময়ে ধর্ম্মরাজকে কর্ম্মফলের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ করতে পারবে না ।

ভীম । এঁরা ! এই কি শাস্ত্র ? এই কি তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ? তবে গুরুদেব ! উপায় কি হবে ? ধর্ম্মরাজের উদ্ধারের তবে উপায় কি হবে ? ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বের

মধ্যে কি এমন কোনও মীমাংসা নাই, যাতে ধর্মরাজকে আমরা সেই পাপের ফলভোগ হ'তে উদ্ধার করতে পারি ?

ব্যাস । অনন্ত মহিমাময় আর্য্য-ধর্মশাস্ত্র । ভীষ উদ্ধারের সমস্ত উপায়ই সেই গভীর শাস্ত্র-সমুদ্রের গর্ভে অন্বেষণ করলে প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেই সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষু পরমপুরুষ নারায়ণ ভীষ-ছুঃখ দূর করবার জন্য ধর্মশাস্ত্রকে কামধেনুরূপে সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন । সেই কামধেনু দোহন ক'রেই ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্তক আর্য্য ঋষিগণ পাতক শাস্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন ।

ভীষ । বলুন আর্য্য । সে কিরূপ ব্যবস্থা ?

ব্যাস । আমি আজ সেই ব্যবস্থা প্রদানের জন্যই ধর্ম-বাজের নিকটে আগমন করেছি । এখন একমাত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেই, এই সর্বলোককল্যকারী মহাপাপের উপশান্তি হবে । ধর্মরাজ । এই ত তোমার পাপশাস্তির ব্যবস্থা শুন্নে ? এখন আর চিন্তা করবার কোনই প্রয়োজন নাই । এখন নিশ্চিত্তমনে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হ'য়ে সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হও । এখন তুমিই যখন এই ভারতের একচ্ছত্র সার্বভৌম, তখন অনন্যচিত্তে নিশ্চিত্তমনে প্রজাপালন করাই তোমার এখন প্রধান কর্তব্য । রাজা সর্বদা স্নেহমনে সমুদয়চিত্তে সর্বাত্মকরূপে প্রজারঞ্জন কার্য্যে ব্রতী না হ'লে রাজাকেই সেই প্রত্যযায়ভাগী হ'তে হয় । প্রজারঞ্জক কার্য্য বড়ই দুঃসহ, তিলমাত্র ক্রটিতে রাজ্য মধ্যে বিয়ম অনর্থ উপস্থিত হ'তে পারে । সূতরাং হে পৃথিবীপালক

সম্রাট ! অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে নিজের এবং প্রজাবর্গের
হিত সাধন কর ।

যুধিষ্ঠির । গুরুদেব ! আজ আপনার কৃপায় ভীষণ
অন্ধকারের মধ্যে আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম । হে সর্বজ্ঞ
সর্বশাস্ত্রবিদ্বৈপায়ন ! আজ আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত
দুর্ভাবনা দূর ক'রে দিলেন । দিবাকর উদিত হ'লে যেমন
পৃথিবীর অন্ধকার কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়, আজ মহাকবি
মহর্ষির আগমনে আমার হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার অদৃশ্য হ'য়ে
গেল ! ভ্রাতঃ বৃকোদর ! চিরদিনই তোরা আমার অনুগত
ভক্ত । একমাত্র আমার আদেশ পালনের জন্য চিরদিন তোরা
বল কষ্ট স্বীকার ক'রে আসুছিস্ ভাই ! তোদের জীবনকে
চিরদিন আমিই দুঃখময় ক'রে রেখেছি । কিন্তু ভাই ! তথাপি
যে পাণ্ডব-ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের গুণমহিমা এখনও জগতের লোকে
কীর্তন করে, এ হ'তে আর পাণ্ডবগৌরবের বিষয় কি আছে
ভাই ? ভাই রে ! নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন
এই ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের গৌরব-গাথা জগৎ-হৃদয়ে গাঁথা রেখে সংসার
ত্যাগ করতে পারি ।

ভীম । দাদা ! দাদা ! ভীম তোমার চিরদিনই অভিমানী
ভাই । ভীমেব সেই অভিমান ভীম এক তোমার কাছে ছাড়া
আর কারও কাছে কখনও করতে যায় না । ভীমের অভিমান,
ভীমের ক্রোধ চিরদিনই ত তুমি বিনা বাক্য সহ্য ক'রে থাক ।
তাই তোমার ঐ অতিরিক্ত আদরে, ভীম তোমার ভীতিশূন্য

হয়ে যখন তখন তোমার কাছে তা'ব ক্রোধ, অভিমান প্রকাশ করতে সাহস পায়,—আবার তোমার কাতর করণ মুখের দিকে তাকালেই সব অভিমান, সব ক্রোধ কোথায় যেন পালিয়ে যায় । দাদা ! মূর্থ ব'লে মূর্থ ভাইয়ের সহস্র অপরাধ মার্জনা ক'রো । দাদা গো ! আমি জীবনে কোন ধর্ম জানি না, কোন পুণ্যও করি না, কোন শাস্ত্রও বুঝি না,—কেবল এক তোমাকেই জানি—তোমাকেই বুঝি—তোমাকেই ভাবি,—আর এক কৃষ্ণের ভরসা রাখি । এই যদি পুণ্য হয়, তবে সেই পুণ্যেই ভীম তোমার জগৎজয়ী,—কেবল সেই পুণ্যেই ভীম তোমার কৃতান্তকেও ভয় করে না ।

যুধিষ্ঠির । আয়, আয় রে ভাই ! আয়, আমার বুকে একবার আয়, আমি আজ তোকে প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে রাখি ।
[ভীমকে আলিঙ্গন ।]

৩ ব্যাস । [স্বগত] আহা কি আত্মবাৎসল্যের চরম দৃশ্য রে ! এমন সদ্ভাব, এমন ঐক্য, এমন সারল্য, এমন আনুবর্তি একমাত্র পাণ্ডবগণের মধ্যেই দৃষ্ট হয় । এমন আত্মসদ্ভাবের উচ্চ আদর্শ যে আর ভবিষ্যৎ জগতে কোন দিন দেখতে পাওয়া যাবে না, সেই ছুঃখই মহাছুঃখ থেকে গেল ।

(শ্রীকৃষ্ণসহ অঙ্গুনের প্রবেশ ।)

ভীম । আয় কৃষ্ণ ! আয় অর্জুন ! তোরা একটুক্ষণ কাছে না থাকলেই ধর্মরাজের মনের অবস্থা অন্যরূপ হ'য়ে যায় । তোদের যে এত ক'রে বলি, যে দাদাকে ছেড়ে তোরা একপাও

নড়বি না, তা তোরা কিছুতেই সে কথা শুনিবি না । তুই অর্জুন !
 তুই ত' কেবল কৃষ্ণের সঙ্গে ছাড়া থাকতে পারিস্ না । কেন,
 কৃষ্ণকে ভালবাসিস্ ব'লে কি রাত্রদিনই তার সঙ্গে সঙ্গে লেগে
 থাকতে হবে না কি ? কাছে না থাকলে বুঝি আর ভালবাসা
 দেখান যায় না ? আমি ত' বুঝি, যাকে ভালবাসবো, সে যেখানে
 উচ্ছা থাক্ না কেন, তাব ছবি ত' মন ছেড়ে যেতে পারবে না ?
 আর কৃষ্ণ ! তোর ত' কোন কথাই নাই—মায়াও নাই—মমতাও
 নাই,—কারও জন্তে এক ফোঁটা চোখেব জল ফেলতেও কোন
 দিন দেখলাম না । এই যে এত বড় একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হ'য়ে
 গেল,—কত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রাণত্যাগ করলে, কিন্তু
 তুই একবারে অচল অটল, একটা দীর্ঘনিশ্বাসও একদিনের জন্ত
 পড়লো না । তা ও বিদ্যে তোর ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস
 করা আছে । যে নন্দ-যশোমতির কোলে শৈশবকাল অতিবাহিত
 হ'লো, যে ব্রজ-রাখালদের সঙ্গে গলায়-গলায় থেক্কে গোষ্ঠ-লীলা
 করলে, যে গোপীগণ কৃষ্ণ বলতে অজ্ঞান, সেই ব্রজবাসীকে ঐ
 কৃষ্ণ আবার হঠাৎ এক দিন জন্মের মত ছেড়ে মথুরায় গিয়ে
 রাজা সেজে বসলো,—তার কখনও সেই ব্রজমুখো হ'লো না ।
 এমনি নিষ্ঠুরতা দিয়ে কৃষ্ণের প্রাণ গড়া ।

কৃষ্ণ । ও কি মধ্যম দাদা ! এতদিন পরে আমি দ্বারকায়া
 চ'লে যাচ্ছি, কোথায় আপনারা দুটো মিষ্ট কথা বলবেন, তা না
 ব'লে আবও দেখছি বেশ ক'বে কড়া কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন !
 তবে দেখুন দেখি, নিষ্ঠুর আপনারা, না আমি ?

ভীম । আরে নে নে কৃষ্ণ ! কথায় তোর সঙ্গে কারও এঁটে উঠবার সাধ্য নাই । কিন্তু তা ব'লে নিষ্ঠুর তুই না আমরা, সে কথা সকলেই জানে । যাক্, সে সব পুরাতন কথা তুলে আর এখন কি হবে ? নতুবা পদে পদে তোর নিষ্ঠুরতার প্রমাণ আমি দেখিয়ে দিতে পারি । তুই ভারি চালাক, তাই কথা দিয়ে আমাদিগে ভুলিয়ে রাখিস্ ।

কৃষ্ণ । আজকার যাবার সময়েও যখন মধ্যম দাদা এই-রূপ মিথ্যা ক'রে আমাকে নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বলছেন, তখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, আমি যাতে আর কখনও হস্তিনায় না আসি, তাই এঁদের ইচ্ছা । কেন না, আমার উপর আর এখন সে স্নেহ-মমতা কারও নাই । সেইজন্য এইরূপ ক'রে আজ আমাকে বিদায় করছেন ।

যুধিষ্ঠির । ও কি কৃষ্ণ ! ও কি কথা ভাই ? তোকে আমরা বিদায় দিতে যাচ্ছি, এ কথা ব'লে অভিমান কবছিস্ কেন কৃষ্ণ ? বৃকোদরের কথায় কি সত্য সত্যই রাগ করলি কৃষ্ণ ? বৃকোদর তোকে কত ভালবাসে, তা কি তুই জানিস্ না ভাই ? বৃকোদরের স্নেহ ভালবাসার বস্তু যদি কিছু থাকে তা হ'লে সে এক তুই কৃষ্ণ ! তোকে ভালবাসে ব'লেই ত' তোর উপর অমন রাগ দেখাতে পারে ? আপনার না ভেবে পর ভাবলে কি তার উপর অমন কথায় কথায় রাগ প্রকাশ করতে পারে ?

ভীম । তা আমার কথায় কৃষ্ণ যদি রাগ ক'রে থাকে, তবে করুক না দাদা ! তার জন্য আর অত তোয়ামোদ করবার

প্রয়োজন কি ? আর এখানে না এসে যদি ও দ্বারকায় গিয়ে
স্থখী হ'তে পারে, তবে আর আমাদের কাছে এসে ওর কাজ
নাই ।

যুধিষ্ঠির । শুনলি ভাই ! ভীষ্মের স্নেহপূর্ণ অভিমান বাক্য ?

কৃষ্ণ । আমায় ক্ষমা করুন মধ্যম দাদা ! আমি এতক্ষণ
আপনার কথার ভাব কিছুই বুঝতে পারি নাই ।

ভীষ্ম । আরে নে নে, আর ঢাকা সাজতে হবে না !
তোমার ও সব চালাকি ভীষ্ম বেশ বুঝতে পারে । ভীষ্ম ত' আর
তোমার কেউ নয় যে, ভীষ্মের কথা সহ্য করবি । অর্জুন তোমার
সখা—অর্জুন তোকে ভালবাসে,—তাই অর্জুন তোকে রথের
সারথী ক'রে রথ চালিয়ে নিয়েছিল,—তাই অর্জুনের সঙ্গে
তোমার অত গলায়-গলায় ভাব । সে আমরা বেশ বুঝি ।

কৃষ্ণ । শোন সখা ! মধ্যম দাদা কি বলছেন ।

অর্জুন । কেন মধ্যম দাদা ! ও কথা বলছ ? আমি ত'
দেখছি, আমরা হ'তেও তোমরা কৃষ্ণকে বেশী আপনার ক'রে
ফেলেছ । কেন না আমি কৃষ্ণকে এই সামান্য রথের সারথী ক'রে
রথ চালিয়ে ছিলাম, তাও আবার সকল সময় সকল ক্ষেত্রে নয়,
সে কেবল এক কুরুক্ষেত্রেই পেরেছিলাম । কিন্তু দাদা ! তোমরা
যে কৃষ্ণকে নিয়তই নিজ নিজ দেহ-রথের মধ্যে সারথী ক'রে
বঁধে রেখে দিয়েছ ; আর ত' কৃষ্ণেব কোথাও যাবার সাধ্য
নাই । সেই জোরেই ত' তুমি আজ কৃষ্ণকে বিদায় হ'তে বলছ,
কেন না তোমার সাহস আছে যে, কৃষ্ণ তোমাদের দেহ-রথ ছেড়ে

‘চ’লে যেতে পারবে না । কিন্তু আমার যে সে বল নাহি দাদা ।
তাই ত আমি কৃষ্ণকে অমন কাড় ছাড়া করতে সাহস করি না,
পাছে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় ।

কৃষ্ণ । সখা ! তুমিও দেখছি আমাকে আজ ছাড়ছো না ।

অর্জুন । তোমাকে পোলে কে সহজে ছাড়তে চায় কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ । ভাল, তবে কি আমার একবার বহুদিন পরে দ্বারকা
যেতেও ছেড়ে দেবে না ?

যুধিষ্ঠির । ভাই কৃষ্ণ ! বোধ হয় এখন আর তোমাকে
দ্বারকায় যেতে ছেড়ে দিতে পারবো না ! কেন না, আমি
জ্ঞাতিবধ জনিত পাপের শাস্তি করবার জন্য শীঘ্রই অশ্বমেধ-
যজ্ঞে রতী হ’তে ইচ্ছা করেছি,—মহর্ষি দ্বৈপায়নই আজ সেই
উপদেশ প্রদান করেছেন । সুতরাং কৃষ্ণ ! অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ
না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে কেমন করে ছেড়ে দিই ? কৃষ্ণ !
তুমিই যে আমার সর্ব-যজ্ঞময় হরি ! তোমা ভিন্ন ত আমার
সে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না ভাই !

ব্যাস । [স্বগত] এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ’য়ে পাণ্ডবদেব
কৃষ্ণের উপর যে কতদূর অধিকার, তাই দেখছিলাম । কোটী-
কল্প তপস্যার ফলেও যাকে একবার প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেই
দেব-দুর্লভ ধন কৃষ্ণকে যে পাণ্ডবেরা কি সখা-ভক্তি-ডোরেই
বঁধে ফেলেছে, তাই দেখছিলাম । ধন্য পাণ্ডব ! তোরাই
জগতে একমাত্র ধন্য ! তোদের সাধনাবলীর পরিসীমা কল্পনা-
তীত ! তোদের তপস্যার সীমা মানব বুদ্ধির অগোচর ! আজ

তোদের সংস্পর্শে এসে এই ভজন-সাধনবিহীন বাসও ধন্য হ'য়ে গেল। সাধু-সংসর্গের ফল এইরূপই আশ্চর্যজনক। তাই শাস্ত্রে সাধু-সংসর্গের মাহাত্ম্য এতদূর প্রশংসিত। ধন্য, ধন্য পাণ্ডব ! তোদের সহস্রবার ধন্যবাদ দিই।

যুধিষ্ঠির। কৈ কৃষ্ণ ! কোন উত্তর কর্ছো না যে ভাই ! এই অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য যে তোমারও অভিমতের অপেক্ষা করছি কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ। মহাশয়ি বেদব্যাস যে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, তার উপর আবার কে অন্যরূপ মত প্রকাশ করতে পাবে দাদা ? এই অশ্বমেধের ব্যবস্থা ঠিক সময়োচিত ব্যবস্থাই হয়েছে। আশা করি, আপনি নিশ্চয়ই সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বিলম্বে পূর্ণ করতে পারবেন।

ভীম। তা ত' পারলাম, কিন্তু তোর দ্বারকায় যাবার কথাটা চাপা রেখে যাচ্ছি সু যে ? বলি, সে কথার উত্তর কি দিচ্ছি সু বল ?

কৃষ্ণ। আমি উপস্থিত দ্বারকায় যেতে চাই, পরে যজ্ঞ পূর্ণ-কালে এসে উপস্থিত হব।

ভীম। ঐ শুন্লে দাদা ! ঐ শুন্লি অর্জুন ! কৃষ্ণের মনে এখনও গোলযোগ আছে, নতুবা কি কৃষ্ণ জানেন না যে, পাণ্ডবেরা কোনও কার্য কৃষ্ণ ছাড়া কখনও করে না ? বিশেষতঃ এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে হ'লে সেই যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে দিগ্বিজয় করে আসতে হবে, তবে যজ্ঞ পূর্ণ হবে। এ যজ্ঞের যেটা কঠিন কার্য,

সেই দিগ্বিজয় করবার সময়েই কৃষ্ণ উপস্থিত থাকলো না, এ ত' কৃষ্ণ জেনে শুনেই আমাদেরকে অপদস্থ করতে ইচ্ছা করেছে ।

যুধিষ্ঠির । হ্যাঁ কৃষ্ণ ! বৃকোদর ত' ঠিক সত্য কথাই বলেছে । দিগ্বিজয় কালে তুমি সঙ্গে না থাকলে আমরা কার বলে দিগ্বিজয় করবো ভাই ? ভাই রে । পাণ্ডুরগণের বলবৃদ্ধি সবই যে এক তুমি কৃষ্ণ !

অর্জুন । ধর্ম্মরাজ । পৃথিবী এখন বীরশূন্য, স্মৃতরাং এ দিগ্বিজয় করতে আর আমাদের কোনও চিন্তা করবার কারণ নাই । বৃথা কৃষ্ণকে সঙ্গে রেখে কষ্ট দিতে যাই কেন ? তার চেয়ে আমার মতে কৃষ্ণ এখন দ্বারকায় গমন করুক, অনেক দিন দ্বারকাবাসী কৃষ্ণকে দেখতে পায় নাই, কৃষ্ণেরও তাদের জন্ম মন নিতান্ত উচাটন হয়েছে । তারপর যজ্ঞ পূর্ণ হবার পূর্বেই সখাকে এখানে আনলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে ।

যুধিষ্ঠির । কৃষ্ণের যা অভিরাচি হয়, তাই করুক, ওর ইচ্ছাতেই আমাদের ইচ্ছা । বল প্রাণকৃষ্ণ ! তোমার এ বিষয়ে অভিমত কি ?

কৃষ্ণ । সখা যা বললেন, আমিও তাই যুক্তিযুক্ত মনে করি ।

যুধিষ্ঠির । ভাই বৃকোদর ! তবে কৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক ।

ভীম । সকলেরই যখন সেই ইচ্ছা, আমারও তখন সেই ইচ্ছা ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়ে কি পরিণাম দাঁড়াবে, তা কিন্তু এখন বলতে পারলাম না, দাদা !

যুধিষ্ঠির । গুরুদেব । সবই ত' শুন্‌লেন, তবে এই ভাবেই কার্য্যে ব্রতী হই ?

বাস । সর্বমঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সবই মঙ্গলময় হবে । কোন চিন্তা করতে হবে না ।

যুধিষ্ঠির । তবে এখন গুরুদেব এবং কৃষ্ণ উপস্থিত থাকতে থাকতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দিন স্থির হ'ক্ ।

কৃষ্ণ । মহর্ষি দ্বৈপায়নই এর দিন স্থির ক'রে দিন ।

বাস । তুমি থাকতে আমি কেন কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ । আপনি সর্বনাশদর্শী সর্বজ্ঞ ।

বাস । আর তুমি বুঝি জান না কৃষ্ণ ? যা হ'ক, তোমার যখন ইচ্ছা, তখন আমিই দিন স্থির করে দিচ্ছি । আগামী চৈত্র পূর্ণিমার দিনই যজ্ঞে ব্রতী হবার দিন স্থির হ'লো । ঐ দিনেই ধর্ম্মরাজ অশ্বমেধে দীক্ষিত হবেন ।

কৃষ্ণ । এখন কে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হবে, তার স্থির করুন ! আমার কার্য্য সেই রাজসূয়-যজ্ঞ হতেই নির্দিষ্ট আছে, আহুত ব্রাহ্মণগণের সেবা করাই আমার কার্য্য থাকলো ।

ভীম । এটে কেমন আমার ভাল লাগে না রে কৃষ্ণ ! একে, ত তুই যদুপতি, তারপর আবার আমাদের মাথার গণি, তাকে কোনও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত দেখলে মন যেন কেমন খারাপ হয়ে যায় । আচ্ছা কৃষ্ণ ! রাজসূয়-যজ্ঞে যা করে ফেলেছি, তার আর কি হবে ! এবারকার যজ্ঞে তোর কার্য্য মহাত্মা ব্যাসদেবই স্থির করে দিন ।

ব্যাস । বৃকোদর । কৃষ্ণ ঠিক উপযুক্ত ভাবই গ্রহণ করে-
ছেন, ওঁর ঐ কার্যাই ভালরূপ অভ্যাস আছে । শুধু রাজসূয়-
যজ্ঞ ব'লে নয়, বহুপূর্ব হ'তেই কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-সেবাকার্য্য ক'রে
আসছেন, উনি ব্রাহ্মণ সেবা ক'রেই পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন ।
তার প্রমাণ ঐ চেয়ে দেখ, কৃষ্ণের বক্ষস্থল এখনও ভৃগু-পদ-
চিহ্ন ধারণ ক'রে আছে ।

ভীম । কি জানি, কৃষ্ণের খেয়ালগুলোর ভাব বুঝে উঠতে
পারি না,—যত ছোট ছোট কাজ, তাই ঐ কৃষ্ণ করতে যাবে ।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে এত বড় বড় কাজ ছিল, সে সব ছেড়ে করলে
গিয়ে কি না অর্জুনের রথের সারথীর কার্য্য । তা যা ওর
ইচ্ছা হয়, তাই করুক ; মোটের উপর খুসী থাকলেই বাঁচি ।

ব্যাস । আর উপস্থিত উৎসর্গে অশ্বরক্ষার ভার মধ্যম
পাণ্ডব ভীমসেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং কর্ণপুত্র বৃষকেতু ও
সাত্যকির উপরেই ন্যস্ত করা গেল । আর নকুল এবং সহ-
দেবকে রাষ্ট্র রক্ষার ভার প্রদান করা গেল ।

যুধিষ্ঠির । মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য ক'রে, আমরা আগামী
চৈত্র-পূর্ণিমাতেই যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হবো । এখন মধ্যাহ্নকাল
উপস্থিত, সভাভঙ্গ করা যাক্ ।

সকলে । জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়, জয় যজ্ঞপতি
শ্রীকৃষ্ণের জয়, জয় মহর্ষি বেদব্যাসের জয় ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয়া দৃশ্য ।



নিভৃত প্রদেশ ।

(সেনাপতি চণ্ডসিংহেব ছই হস্ত ধরিয়া গীতকণ্ঠে
প্রলোভন ও চাতুরীর প্রবেশ ।)

গীত ।—[নৃত্যসহ]

উভয়ে ।— আমরা দু'জন ভুবনমোহন আর ভুবনমোহিনী ।

মোরা আশার নেশা জমিয়ে দিয়ে, পেড়ে দিই ঐ চাঁদের বাণী ॥

চাতুরী ।— আমার কুটিল-নয়ন, কুটিল-বচন, কুটিল মধুর হাসি,

প্রলোভন ।—আমি হাওয়ায় ভেসে দেশ-বিদেশে বাজাই লোভের বাণী,

উভয়ে ।— মোরা ফকির ধ'রে ফকির ক'বে রাজা ক'রে দিই তথনি ॥

চাতুরী ।— আমার নাম 'চাতুরী', তাই চাতুরী নিখাই চতুর জনে,

প্রলোভন ।—আমি কুহক-স্বপন ঘোর 'প্রলোভন' বেড়াই মানব-মনে,

উভয়ে ।— আমরা দু'জন মিলে খেলা খেলে বেড়াই দিবা যামিনী ॥

[অন্তর্ধান ।

চণ্ডসিংহ । [পদচারণা করিতে করিতে]

কে যেন আমার,

দিবানিশি ধৈয়ে নিয়ে যায় ।

কে যেন আমার

রাজ্যলোভ-আশা,

অহর্নিশি হৃদয়ে জাগায় ।

বিপদসঙ্কল এ পথ হইতে
 ফিরিব ভাবিলে,
 কেবা যেন হাত ধ'রে বাধা দিতে চায় ।
 সন্দেহের তর্কজাল,
 কেবা যেন তখনি আসিয়ে
 মুহূর্তের মাঝে সব ছিন্ন ক'রে দেয় ।
 লোভের অগ্নি বাঁশী,
 দিবানিশি কাণে মোর কে যেন বাজায় ।
 ক্রমে ক্রমে,
 বহুদূর আসিয়াছি রাজ্য-প্রলোভনে,—
 ফিরিতে পারি না আর ।
 অপোগণ্ড শিশু বসে রাজার আসনে,
 চক্ষু জ্বলে দারুণ হিংসায় ।
 বল্লবাহন ।
 চক্ষুশূল তুই মোর বাজ্যের কণ্টক,—
 কতদিন চণ্ড করে বাঁচিবি বালক ।
 ছলে বলে সুকৌশলে,
 টিপিয়া মারিব তোরে মশক সমান ।
 পাপের কণ্টক তোরে করি উৎপাটন,
 মণিপুর-সিংহাসনে বসিব নিশ্চয় ।
 যে কারণে এতদিন
 ক্ষত্র হ'য়ে গন্ধর্বে সেবিনু,

যে বাজক লোভে,
 ক্ষত্র হ'য়ে কুরুক্ষেত্র ছাড়ি
 নিবির্বয় ভূজঙ্গ সম ছিনু গণিপুবে,
 সেই রাজ্য না করিয়া লাভ,
 চণ্ডসিংহ কখনও না হবে নিরস্ত ।
 বিশ্বস্ত সৈনিকগণে
 অর্থদানে কবিয়াছি বশ,
 কার্যকালে হবে তারা আমার অপক্ষ,---
 বিপক্ষের পক্ষ নহে একটি সৈনিক,
 আমার ইঙ্গিত মাত্র অপেক্ষা তাদের ।
 থাক মন্ত্রী । থাক আব শ্রবির কণ্ঠকি !
 থাক তুমি পুত্রসহ নিজে চিত্রাঙ্গদা !
 শীঘ্রই চণ্ডের কার্য্য পাইবে দেখিতে ।
 (সহস্র গীতকণ্ঠে ভজাব প্রবেশ ।)

ভজা--

গীত ।

মিছে বালির উপর গড়িস্ রে প্রাসাদ ।
 যে দিন ছড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়বে,
 সেদিন গণ্ধি রে প্রমাদ ।
 তোব ঐ ভিতের ভেতর ধরেছে নোণা,
 ওরে কড়ি বরগা বসাস্ না আব কবি বে মানা,
 যখন ধম্ খেয়ে সব খম্বে বালিব কণা,
 (তখন তোব) ফস্কে যাবে সকল মাথ ।

চণ্ডসিংহ । [দগত] কি বিপদ ! ভজা ব্যাটা সঙ্গে সঙ্গে
ফেরে !

ভজা—

[পূর্ব গীতাংশ ।]

আকাশেব গাষে পেতে ব'সে ফাঁদ,
ভাবছিস ব'সে মনে মনে ধরবি এবাব টাঁদ,
তোর সে আশার স্বপন ভাঙ্গবে এবাব টাঁদ,—
যখন নিজের ফাঁদে পড়বি বে উন্মাদ।

চণ্ডসিংহ । পাগলটা বলে কি ?

ভজা—

[পূর্ব গীতাংশ ।]

বল্‌বো কি আব শোন্‌ তোরে ভেড়ে,
বল্‌তে এলেই গোল বেধে যায় আসিস্‌ বে তেড়ে,
ঐ যে চোক্‌ বাড়িয়ে উঠলি বে চ'ড়ে,
এবার বাধাবি বিষম বিবাদ ।

[বেগে প্রস্থান ।

(চণ্ডসিংহের আক্রমণ চেষ্টা, সহসা একদল রাজ-সৈন্যের প্রবেশ
এবং তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে বন্ধন ।)

সৈন্যগণ । জয়, মণিপুরপতি কুমার বক্রবাহনের জয় ।

চণ্ডসিংহ । এ কি ! তোমরা সহসা এসে আমাকে বাঁধলে
কেন ?

১ম সৈন্য । আজ্ঞে, রাজমাতা এবং রাজকুমারের আদেশে ।
আপনি না কি রাজদ্রোহী ।

চণ্ডসিংহ । হুঁ,—আচ্ছা নিয়ে চল, কোথায় নিয়ে যাবে ?
[স্বগত] এই সৈন্যগণও অর্থলোভে আমার সাহায্যের জন্য
প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত আচরণ
করলে । আচ্ছা ! দেখি বিচার ফল কি দাঁড়ায়, তারপর
কর্তব্য স্থির করবো ।

১ম সৈন্য । তবে আশ্বিন সেনাপতি ! আজ রাত্রির মত
কারাগারে আশ্বিন, কাল রাজসভাতে আপনার বিচার হবে !

[সেনাপতিকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

মণিপুর-রাজসভা ।

(সিংহাসনে উপবিষ্ট বজ্রবাহন এবং উভয় পার্শ্বে কণ্ঠকী ও
মন্ত্রী উপবিষ্ট ।)

(গীতকণ্ঠে গন্ধর্ষবালক ও গন্ধর্ষবালিকাগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

সকলে ।— জয় জয় জয় মণিপুর-রাজকুমার ।

হেরি কি অপরূপ কুমার অলুরূপ স্নকুমার ॥

গ-বালিকাগণ ।—তব কণ্ঠে বিরাজিতা বাণী বীণাবাদিনী,

কমলা অচলা তব আলয় নিবাসিনী,

গ-বালকগণ ।— ধন্য পন্য ধন্য তুমি, পুণ্যময় তব সংসার ।

গ-বালিকাগণ ।—তব সুষমঃ-প্রভাতে, শোভিত প্রভাতে

তরুণ তপন-ভাতি,

গ-বালকগণ ।— তব গুণগান কল-কল-তান, গাহে পাখী পুলকে মাতি,

সকলে ।— থাক হে হরষে, ভারতবরষে, বরষ করুণাধার ॥

[প্রস্থান ।

বজ্রবাহন । পূজ্যপাদ তাত কণ্ঠকী । পরম শ্রদ্ধাভাজন
মন্ত্রীমহাশয় । আপনাদের পদধূলি এবং স্নেহাশীর্ষবাদ গ্রহণ
করে আমি অচ্যুতার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হই ।

[উভয়ের পদধূলি গ্রহণ ।]

কণ্ঠকী । বাবা বক্রবাহন ! তুমি প্রতিদিনই ত আমাদের প্রতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক রাজদণ্ড চালনা করছ । তোমার এইরূপ শিষ্টাচারপূর্ণ বিনয় ব্যবহারে আমরা প্রতিদিনই তোমাকে আশীর্বাদ ক'রে থাকি এবং আজও করছি, সেই সর্বমঙ্গলময় নারায়ণ তোমার সর্বদাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করুন । তুমি এই বাল্যবয়সেই যে রূপ পরম-বৈষ্ণব হয়েছ, এতে সেই বৈকুণ্ঠপতির অপার করুণাধারা তোমার মস্তকে অজস্রধাবায় পতিত হবে সন্দেহ নাই ।

মন্ত্রী । আমিও বলি কুমার ! সেই স্বর্গগত মণিপূনেন্দ্রব তোমার মাতামহের রাজত্বকাল হ'তেই আমি এই মণিপূব-রাজ্যের মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হ'য়ে আছি এবং এই মন্ত্রীর গুরুতর কর্তব্য পালন করতে করতে এই দেখ আমি এখন' পক্ষকেশ—সুবিব । কিন্তু এই বহুদিনের অভিজ্ঞতাব ফলে ভ্রয়োদর্শন জনিত যে কিছু জ্ঞানলাভ করেছি, তাতেই আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি এই শিশু-বয়সেই যে রূপ রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ ক'রে যে ভাবে রাজ্যশাসন করছ, এরূপ রাজ্যশাসন-প্রণালী অনেকানেক বৃদ্ধ ভূপতির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না । তোমার মত শিশুর কোমল মস্তিষ্কে যে সকল দুর্লভ বিষয়ের জটিলতা প্রবেশ করতে পেরেছে, তাতে আমি নিতান্তই বিস্মিত হ'য়ে উঠেছি । ধন্য কুমার ! ধন্য তোমার রাজবুদ্ধি !

বক্রবাহন । সে কেবল আপনাদেরই সুশিক্ষা প্রদানেরই ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নয় । আমি সামান্যবুদ্ধি বালক মাত্র,

আমি ছুঝছি রাজকার্যের কি জানি, কেবল আপনাই স্নেহ
ক'রে এই অযোগ্য বালককে সিংহাসনে বসিয়েছেন । আমারও
সেই একমাত্র পরম সাহস আছে যে, নিজেদের সমস্ত রোপিত
তরুণী বাতে মুকুল অবস্থাতেই বিনষ্ট হ'য়ে না যায়, সে চিন্তা—
সে উপায় আপনাই করবেনই ; নতুবা আপনাদের যে চোখে
গৌরব নষ্ট হবে ।

কঞ্চুকী । দেখ বাবা ! তুমি ত' আমাদের স্নেহ এবং আশী-
র্বাদের পাত্রই বটে, কিন্তু তথাপি তুমি তোমার এই অসামান্য
সরলতা এবং বিনয় গুণে আমাদের এই স্নেহাশীর্বাদকে যেন
আরও বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে নিয়েছ ।

মন্ত্রী । কেবল এ হতভাগ্য সেনাপতি বাতীত এ রাজ্য
মধ্যে এমন কেহই দৃষ্টিগোচর হয় না যে, এই নব-রাজকুমারের
অকল্যাণ কামনা করে ।

(গীতকণ্ঠে একদল নগরবাসীর প্রবেশ ।)

নগরবাসিগণ ।—

গীত ।

জয় হ'কু বাজা, আমবা প্রজা, কর মোদের দয়া কর ।

ছুষ্টের দমন ক'রে রাজনু, দীন-দুঃখীর দুঃখ হর ।

তুমি মোদের মা-বাপ, বাজা তুমি মোদের সব,

মোদের যা কিছু সব, আছে সেত' তোমারি বৈভব,—

তুমিই হ'ও, তুমিই কর্তা, তুমিই রাখ, তুমিই মার ।

নগরবাসিগণ । জয় জয়কার হ'কু রাজা । জয় জয়কার হ'কু ।

মন্ত্রী । কি তোমাদের অভিযোগ, প্রকাশ কর ।

১ম নগরবাসী । আজ্ঞে, আমরা চৌদ্দপুরুষ এই মণিপুর রাজ্যে চিরস্থখে বাস ক'বে আসছিলাম, কিন্তু আমাদের ভাগ্য-দোষে আর আমরা এ রাজ্যে বাস করতে পারলাম না বুঝি ।

বক্রবাহন । কি হয়েছে প্রজাগণ ?

১ম নগরবাসী । আজ্ঞে বাজা ! আমরা গরীব প্রজা, ক্ষে-
কথা প্রকাশ করতেও ভয় পাই ।

বক্রবাহন । কোন ভয় নাই তোমাদের,—যা ঘটেছে, তাই
ঠিক সত্যভাবে ব'লে যাও ।

১ম নগরবাসী । আজ্ঞে, ধর্শাবতার ! আজ তিন দিন হ'লো,
সেনাপতি মহাশয় আমাদের গোটা গাঁ জ্বালিয়ে দিয়েছেন,
আমাদের আর কিছুমাত্র নাই । আমরা একেবারে পথের
ভিখারী হয়েছি,—স্ত্রী, পুত্র, শিশু-সন্তান নিয়ে যে কোথায়
দাঁড়াবো, তার ঠিক নাই । অপরাধ—আমরা তাঁর আদেশ মত
ধর্শাবতাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাই নাই ।

বক্রবাহন । কি সর্বনাশ ! তোমাদের কারো ত' কোনও
প্রাণের অনিষ্ট হয় নাই ?

১ম নগরবাসী । আজ্ঞে না ধর্শাবতার ! প্রাণে সকলেই
বঁচে আছে, কিন্তু এইবার বুঝি না খেয়ে সকলে মারা যাই ।

বক্রবাহন । আচ্ছা ! তোমাদের কোনও চিন্তা নাই,
তোমরা আজ থেকে তোমাদের পরিবার পুত্রসহ আমার এই
রাজধানীতে এসে বাস কর । যতদিন পর্যন্ত তোমাদের বাস-

স্থান প্রস্তুত না হয়, ততদিন তোমাদের আহার এবং বাসেব কোন চিন্তা থাকবে না । মন্ত্রীমহাশয় । আপনি এক সপ্তাহের মধ্যেই এই গৃহহীন বিপন্ন প্রজাদের বাসগৃহ যাতে নির্মাণ হয়, তার ব্যবস্থা করুন । যাও নগরবাসিগণ । তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে এখনি রাজধানীতে নিয়ে এসেগে ।

নগরবাসিগণ । জয় হ'ক্ রাজা, জয় হ'ক্ । তোমার ধনে পুত্র লক্ষ্মীলাভ হ'ক্ ।

[নগরবাসিগণের প্রস্থান ।

কণ্ঠকী । দেখলে কুমার ! সেনাপতির কতদূর দূরভিসন্ধি, পূর্ব হতে সতর্ক হ'য়ে গত কল্য তাকে বন্দী না করলে ভবিষ্যতে যে কি সর্বনাশ ঘটিয়ে বসত, তা কে জানে ।

মন্ত্রী । পাপিষ্ঠ যে ভিতরে ভিতবে এতটা ষড়যন্ত্র ক'রে তুলেছিল, তা আমরা পূর্বে জানতে পারি নাই । ধূর্ত প্রজাবর্গের মধ্যে ভেদনীতির প্রবর্তন ক'রে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করবার চেষ্টায় ছিল । সমস্ত সৈন্যগণকেও না কি অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ছিল । ওঃ । কি বিশ্বাসঘাতকতা !

কণ্ঠকী । সেই সর্বদর্শী নারায়ণ সহায় আছেন, ভাবনা কি !

(শৃঙ্খলাবদ্ধ চণ্ডসিংহকে লইয়া একদল সৈনিকের প্রবেশ ।)

বক্রবাহন । সেনাপতি মহাশয় । আজ বাধা হ'য়ে এবং মণিপুর-রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনাকে বন্দী করতে হয়েছে । দেখুন, আমি সামান্য বালক মাত্র, আপনাদের বাহ-

বলের ভরসাতেই জননী আমাকে এই সিংহাসনে বসিয়েছেন, কিন্তু এ সময়ে যদি আপনারা একরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ান, তা হ'লে আমার পক্ষে এ রাজ্যভার নহন করা অসম্ভব হ'য়ে উঠে। আজ আমাকে নিতান্ত দুঃখের সহিত কর্তব্যের তঁলু-রোধে আপনার প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ প্রদান করতে হ'চ্ছে।

চণ্ডসিংহ। তা করবেন বৈ কি কুমার! এতদিন যে কঠোর শ্রম স্বীকার ক'রে আপনাকে অস্ত্রকৌশল শিক্ষা দিয়ে-ছিলাম, তারই উপযুক্ত পুরস্কার আজ প্রাপ্ত হয়েছে।

বক্রবাহন। কি করবো সেনাপতি মহাশয়! আপনি রাজদ্রোহী ব'লে প্রমাণিত, রাজদ্রোহিতার অপরাধ একজন সেনাপতির পক্ষে কত বড় গুরুতর, তা' বোধ হয় আপনাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না।

চণ্ডসিংহ। একরূপ অতর্কিত অবস্থাতে সহসা আক্রান্ত হয়েছিলাম বলেই আজ সেনাপতি চণ্ডসিংহ সামান্য শৃগালের-ন্যায় বন্দী হ'য়ে এই বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুবা চণ্ডসিংহের নিষ্কাশিত শাণিত কুপাণ আজ মণিপুর-রাজ্যে একটা রুধিরের স্রোতস্বতী বহিয়ে দিয়ে যেতো। একথা চণ্ডসিংহ এখনও নির্ভয়ে উচ্চকণ্ঠে বলছে। কিন্তু কি করবো! ২৫—সিংহ আজ কৌশলে অজ্ঞাতসারে বদ্ধ,—রুদ্ধ কেশরী আজ নিজ অস্ত্র নিজেই চর্কণ করছে। কি বলবো! একবার খোলা পাই না!—একবার এই কটি-নিবদ্ধ কোবে হস্তার্পণ করতে পাই না! একবার এই নিষ্কাশিত অসিহস্তে এই সভা মধ্যে

মুহুর্তের জন্য দাঁড়াতে পাই না,—তা চ'লে এই মুহুর্তেই
আমার পথের কণ্টক তোমাকে দূর কর্তাম ।

[উত্তেজিত ভাবে দুই হস্ত আফালন এবং তৎক্ষণাৎ সেনা । তির
মস্তকের উপর সৈনিকগণের অঙ্গ ধারণ ।]

(সহসা গীতবধে ভজা পাগলার প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

বাঘ পড়েছে এবার শক্ত কলে ।
এখন আটে ঘাটে বাধা খাছর,
মাথার উপর তলোয়ার বোলে ॥
এখন কোমরভাঙ্গা কেউটে তুমি,
গিছে কেন ফোঁস্‌ফোঁসানি,
এবার বুঝতে পেলো শেষের কালে,
পাপের ফল্টা কেমন ফলে ।
লোভের বশে আপনার মরণ,
আপনি ভেকে আন্‌লে শেষে,
তার পশ্চাতে কি হয় এমনি ক'রে,
নে আগে যদি বুঝে চলে ॥

[প্রস্থান ।

বক্রবাহন । সেনাপতি মহাশয় । রাজসভা মধ্যেও আপনার
প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহিতা সপ্রমাণ । যদিও এরূপ অপরাধের

দণ্ড তৎক্ষণাৎ তার শিরচ্ছেদ, তথাপি আপনার ভাবী সংশোধন আশায় এবং আমার অঙ্গশিক্ষক ব'লে আপনার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিয়ে, আপনাকে এই মণিপুর-রাজ্যসীমা হ'তে চির-নির্বাসন দণ্ড প্রদান করলাম । আপনি এখনি আপনার অঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে রাজ্য হ'তে প্রস্থান করুন, ভবিষ্যতে যদি আপনার চরিত্র পরিবর্তন করতে পারেন, তবে তখন আবার ইচ্ছা করলেই সমাদরের সহিত আপনাকে সেনাপতিপদ প্রদান করা যাবে । সৈনিক ! সেনাপতিকে অঙ্গশূন্য ক'রে শৃঙ্খলা মোচন ক'রে দাও এবং রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত সকলে সঙ্গে গিয়ে রেখে এস ।

[সৈনিক কর্তৃক অঙ্গগ্রহণ এবং শৃঙ্খলমোচন ।]

চণ্ডসিংহ । [অবনতমুখে কোপ-রক্তলোচনে] আচ্ছা কুমার ! আমি বিদায় হ'লাম । যদি কখনও সুযোগ ঘটে, তবে আবার অন্য মূর্তিতে দেখা করবো ।

[সেনাপতি সহ সৈন্যগণের প্রস্থান ।

বক্রবাহন । [করযোড়ে] নারায়ণ ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি, ভ্রম-প্রমাদে যদি কোন বিচার-বিভ্রাট ঘটে থাকে, তবে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা ক'রো ।

কঞ্চুকী । এ অতি সুবিচার করেছ বাবা ! সেনাপতির প্রতি যথেষ্টই দয়া প্রদর্শন করা হয়েছে । নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি দীর্ঘায়ু হও ।

মন্ত্রী । উপস্থিত বিচারে কুমারের অসাধারণ সহিষ্ণুতা এবং

ক্ষমা গুণ দর্শনে বড়ই বিস্মিত হয়েছি । কুমার ! তোমার এ
বশ শীঘ্রই সংসারে বিঘোষিত হবে ।

বজ্রবাহন । আপনাই আমার শিক্ষক । এখন সভা-
ভঙ্গ করা যাক্ ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

হস্তিনা—রাজপথ ।

(জনৈক অন্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত ধরিয়া ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ।)

ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণি ! একটু গজগমনে, একটু গজগমনে,
নইলে যে আমার কবিতা মাটি হ'য়ে যায় । কবিতা নষ্ট হ'লেই
রসভঙ্গ হ'য়ে যাবে,—রসভঙ্গ হ'লেই একবারে, “শুষ্কং কাষ্ঠং”
তা হ'লেই ব্রাহ্মণী, একদম মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ । তাই বল-
ছিলাম যে,—গজগমনে, ব্রাহ্মণি ! একটু গজগমনে ।

ব্রাহ্মণী । কি গজগমনে-গজগমনে করছ, বুঝতে পারছি না ।

ব্রাহ্মণ । আহা, ব্রাহ্মণি ! তুমি আমার গৃহিনী হ'য়ে গজ-
গমনে কি তাই বুঝতে পারলে না ? এমন কবিতার রসটুকুর
আশ্বাদ নিলে না ! শোন নাই ? “কুঞ্জবনমতিমদমত্ত গজ-
গামিনী” আহা কি কবিতা, কি কবিতা ।

ব্রাহ্মণী । চম্ভু পাথুরে রাস্তা দিয়ে, তার আবার কুঞ্জবন পেলো কোথায় ?

ব্রাহ্মণ । আ-হা-হা ! আরে তা হোক না ! পাথুরে রাস্তা হ'ক না কেন, তবুও কল্পনায় ভাব টানতে হবে । মনে কর্তে হবে যে, এটা রাস্তা নয়,—একটী দিকি সুন্দর কুঞ্জবন । পাথর-গুলোকে মনে কর্তে হবে যে, কেমন সুন্দর সুন্দর সব কুসুম-কুল আকুল হ'য়ে অলিকুলকে যেন মধুপান করাচ্ছে,—আর অলিকুল যেন মধু-সমুদ্রের কূলে একবারে দুকুল হারিয়ে কুল-কুল ক'রে বেড়াচ্ছে । আ-হা-হা ! ব্রাহ্মণি ! কি ভাব ! কি উচ্ছ্বাস ! কি শব্দ বিঘ্নাস ! আমি একেবারে মাতোয়ারা—দিশেছারা—পথছারা ! আমাকে জাপটে ধর, আমি একেবারে কবিতার সরসী-সলিলে সাঁতার খেলছি ।

ব্রাহ্মণী । এই রে ! আজ আবার সেই কবিতার বাই চ'ড়ে উঠেছে, এখন থামান দায় ।

ব্রাহ্মণ । তাই বলছি ব্রাহ্মণি ! এই কুঞ্জবনের মধ্যে একটু গজগমনে চল, তা হ'লে কবিতার ভাবটা বজায় থাকে,—নতুবা কবিতাটা মাঠে মারা যায় । আহা, কবিতা কোমল বনিতা, বুঝলে কিছু ? “কবিতা কোমল বনিতা”—অর্থাৎ কবিতা কিরূপ, না কোমল বনিতা । এই তুমি যেমন আমার কোমল বনিতা, এই কবিতাও ঠিক সেইরূপ । তারপর আরও শোন, “রসেন রসিতা” অর্থাৎ রসের দ্বারা যদি রসিতা হয়, যেমন তুমি আমার । আ-হা-হা ! কবিতা, কোমল বনিতা, রসেন রসিতা,

আর প্রয়োজন নাই, এই টুকুর মধ্যেই সমস্ত রস জ'মে আছে ।

ব্রাহ্মণী । আমি যদি তোমার কোমল বনিতাই হলাম, তবে কই, রসিকতা করলে কই ? না খেলাম একটা রসগোল্লা, না খেলাম একটা পান্ডিত্য,—তবে রস জমা দেখলে কোথা থেকে ?

ব্রাহ্মণ । ছি ! ছি ! ছি ! সবটুকু রস নষ্ট ক'রে ফেললে ।

ব্রাহ্মণী । আ মরণ ! রস কোথায় যে নষ্ট করবো ?

ব্রাহ্মণ । আরে ভাব নাও, ভাব নাও, কল্পনায় একটা রসের সরোবর সৃষ্টি ক'রে নাও । তারপর তাতে হাবুডুবু খেতে থাক, তা হ'লেই কবিতায় রস পাবে । ছ' ছ' গিনি ! অনেক সাধনা, অনেক তপস্যার কাজ,—তবে কবিতার আশ্বাদ বোঝা যায় ।

ব্রাহ্মণী । তোমার ও কবিতার আশ্বাদন ক'রে ত' আর পেট ভরে না ।

ব্রাহ্মণ । সে কি তোমার পেট ভরবার জন্য ? তা নয় ।
ব্রাহ্মণি । তা নয় । এখানে এসেছি কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ।

ব্রাহ্মণী । ও মা ! সে কি কথা বলছ ? কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য এত দূর এসেছ কি ? শেষে কি আমাকে ভাগিয়ে যাবে না কি ?

ব্রাহ্মণ । ভাসবে কেন ব্রাহ্মণী, একবারে ডুবে থাকবে ।

ব্রাহ্মণী । ও মা, কি বলে গো,—ডুবে থাকবো কিগো ?
ঐ ছাই কবিতা—কবিতা ক'রেই তোমার মাথাটা খারাপ হ'য়ে

গেছে ; একে চক্ষু নাই, তারপর মাথাটা ছিল, তাও নষ্ট করলে দেখছি ।

ব্রাহ্মণ । আরে, এ চক্ষু-চক্ষু থাকলো আর গেলো, তাতে কি ব্রাহ্মণি ? কল্পনার চক্ষু ত' যায় নি । এই যে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি । এই যে তুমি আমার কল্পনা-কাননের কুঞ্জে কুঞ্জে কেমন তোমার মৃদুল মলয়ান্দোলিত দেহযষ্টিখানি চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । পুরুবিশ্বাধরা তুমি পদপত্রদলেক্ষণা হ'য়ে, এই যে আমার মুখের দিকে কেমন চেয়ে রয়েছ । এই যে তোমার আপাদবিলম্বিনী ঘোরা কাদম্বিনী সম মূল্য বেণী কেমন তরঙ্গ তরঙ্গ সমীরণ সঙ্গে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে । এই যে তোমার মৃগরাজবিনিন্দিত মধ্যকোটি, পীনোন্নত পায়োপর-মুগলকে ধারণ করতে না পেরে যেন ত্রিভঙ্গবন্ধিমঠামে ঠমকে ঠমকে ছলে বেড়াচ্ছে । এই যে তোমার কুন্দকলিকানিভ দন্ত-পংক্তি মুকুতার স্রায় নিকম্বিক ক'রে তাগ্নুলারক্ত অধরকে জ্যোতির্ময় ক'রে তুলেছে । এই যে কেমন শ্রেণীভরা দল সগ-মনা তুমি আমার একটি আদিরসপূর্ণ কবিতা হ'য়ে আমারি সম্মুখে দোহুল্যমানে রয়েছ ; এই যে কেমন—

ব্রাহ্মণী । আরে থাম—থাম—থাম—একবারে চক্ষু লো ত' চললই ।

ব্রাহ্মণ । আ হা-হা, কি করলে ব্রাহ্মণী কি করলে, বর্ণনার উচ্ছ্বাসটা থামিয়ে দিলে । আমি যে একবারে কাব্যরসে ঢল-ঢলে হ'য়ে উঠেছিলাম ; এমন সময় কি বাধা দিতে হয় ?

ভ্রাম্মণী । তবে আর যজ্ঞি-বাড়ী গিয়ে কাজ নাই । এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা-কবিতা কর, তা হ'লেই সব হবে । ভাল জ্বালাতনেই পড়েছি দেখছি ।

ভ্রাম্মণ । ভ্রাম্মণী ! তুমি বুঝলে না,—এমন রসে মজলে না,—এমন ভাবে বিভোর হ'লে না । তা মরি মরি ! কবিতা—কবিতা—

ভ্রাম্মণী । আবার কবিতা—কবিতা । রাস্তা নাই—ঘাট নাই—কেবল কবিতা—কবিতা । লোকে দেখলে তোমাকে একটা পাগল বই আর কিছু মনে করবে না । তা তোমার চক্ষুও নাই আর লজ্জাও নাই । আমারি হয়েছে দেখছি ল্যাঠা । কেনই বা তোমাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম ? ছাই কবিতা শুন্তে শুন্তেই কাণ বালাপালা হ'য়ে গেল ।

ভ্রাম্মণ । শুনে নাও—শুনে নাও ভ্রাম্মণি । দিন গেলে আর শুন্তে পাবে না । যার রসে আজিও ভারত পরিপূর্ণ,—যে রসে আজিও তটিনী কুল-কুলরবে প্রবাহিনী,—যে রসে এখনও পিককুল পিকবধু সঙ্গে নব বসন্তের মাধুরীময় সৌন্দর্য্যে পিয়ুষধারা ঢেলে দেয়,—যে রসে এখনও শারদীয়া রজনী কৌমুদী-বসনে শোভিত হ'য়ে প্রাণে এক মধুর ভাব জাগিয়ে তোলে,—আ-হা-হা । কি সুন্দর—সেই কবিতা ।

ভ্রাম্মণী । এই নাও, আবার শুরু করলে । তোমাব পায়ে পড়ি, এখন একটু চেপে যাও । তারপর আবার বাড়ী ফেরবার সময় যত পার, কবিতার কবাব খুলে দিও ।

ব্রাহ্মণ । চল, চল ব্রাহ্মণি ! তবে, একটু গজগমনে—
তা হ'লেও আমার কবিতার আভাসটা অনেকটা থেকে যায় ।

ব্রাহ্মণী । আচ্ছা তাই হবে, এস এখন ।

ব্রাহ্মণ । চল—চল, এইরূপ গজগমনে চল । [যাইতে
যাইতে] কবিতা—কবিতা !

[উভয়ের প্রস্থান ।

শঙ্কর দৃশ্য ।

হস্তিনা—নগরপথ ।

নাগরিকাগণ ।

গীত ।

বৈঁচে থাক, বৈঁচে থাক, বৈঁচে থাক রাজা ।

ধন ধাত্রে পূর্ণ ক'রে স্নেহে রাগ প্রজা ॥

আমাদের ঐ কুরুক্ষেত্র, হবে ভবে পুণ্য ক্ষেত্র,

থাকবে না আর শত্রু গিত্র, উঠে যাবে মাজা ।

সর্বশত্রুপূর্ণকরা, হবে মোদের বসুন্ধরা,

ধন্য ধন্য হবে নৃপ ইজ্র সগ তেজা ॥

[প্রস্থান ।

অষ্ট দৃশ্য ।

হস্তিনা — যজ্ঞাগার ।

(ব্যাস ও যুধিষ্ঠির ।)

যুধিষ্ঠির । গুরুদেব ! আপনার আদেশ মত যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলি সংগৃহীত হয়েছে । নিমন্ত্রিত সকলেই যজ্ঞাগারে এসে সমবেত হচ্ছেন । এখন আশীর্বাদ করুন, যাতে যজ্ঞকার্য্য নিবিঘ্নেই সম্পন্ন করতে পারি ।

ব্যাস । কোন চিন্তা নাই ধর্ম্মরাজ ! যখন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি স্নয়ং তোমার সহায় রয়েছেন, তখন দেখবেন, সে যজ্ঞ-কার্য্য নিবিঘ্নেই সুসম্পন্ন হ'য়ে যাবে ।

যুধিষ্ঠির । সেই ভরসাতেই কেবল এই কার্য্যে ব্রতী হ'তে পেরেছি । তবে আজ যজ্ঞ দীক্ষিত হবার সময়ে কৃষ্ণ উপস্থিত থাক'লে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হ'তে পারতাম ।

(ব্যস্তভাবে সহদেবের প্রবেশ ।)

সহদেব । কৈ ; এখানেও ত' দেখতে পাচ্ছি না ! মেজ দাদা এ সময় কোথায় গেলেন !

(ভীমের প্রবেশ ।)

ভীম । কেন রে সহদেব ! কি, কি প্রয়োজন বল ?

সহদেব । বাহিরের দিকে একবার শীঘ্র চলুন, আমাদের

একটা মত্ত হস্তী হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে, মাহুত কিছতেই তাকে স্থির করতে পারছে না।

নেপাথ্য নকুল। ওরে সহদেব ! মেজ দাদাকে পেলি রে ?

(বেগে নকুলের প্রবেশ ।)

নকুল। এই যে মেজ দাদা, মত্তর, সত্তর আসুন ; ওদিকে উন্মত্ত হস্তীটার ভয়ে লোকারণ্যেব মধ্যে একটা মহা ছলুশুল বেধে গেছে। সকলে আর্তনাদ করতে করতে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে। আমরা কেউ থামাতে পাচ্ছি না, আপনি একবার শীঘ্র আসুন।

ভীম। চল্ চল্ দেখি গিয়ে।

[নকুল ও সহদেব সহ ভীমের গমন ।

যুধিষ্ঠির। তাই ত', মত্ত হস্তীর কথা শুনে যে বড়ই চিন্তিত হলাম, পাছে হস্তীর দৌরাণ্ড্য সমাগত ব্যক্তিবর্গ নিপীড়িত হন।

ব্যাস। স্বয়ং বৃকোদর যখন ঘটনাস্থলে গেছে, তখন নিশ্চয়ই হস্তীকে নিগড়বদ্ধ হ'তেই হবে।

নেপাথ্য। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

ব্যাস। ঐ শুভ্র মহারাজ ! হস্তী শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে ব'লেই জনমণ্ডল হ'তে জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

(গীতকণ্ঠে এক দল বালক ও বৃদ্ধের প্রবেশ ।)

গীত।

সকলে। আজ কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ ভাই রে।

আজ প্রেমানন্দে চল সবাই যজ্ঞ ক্ষেত্রে ঘাই রে ॥

বালকগণ । সন্দেশ খাব হাঁড়ি হাঁড়ি, লুছি বেঁধে নেব বাড়ী,
বৃদ্ধগণ । চুমুক চুমুক মাববো রাবডি, যদি একবার পাই রে ।
সকলে । জয় হোক বাজা জয় হোক তোমাব,
পূর্ণ হ'য়ে থাকুক ভাণ্ডার,
স্বখে দুঃখে গবীষ প্রজাব তুমি বই কেউ নাই রে ॥

(বেগে নকুলেব প্রবেশ ।)

নকুল । ধর্ম্মরাজ ! মেজ দাদা হস্তীকে বেঁধে ফেলেছেন,
সকলে শান্ত হয়েছো । [বালক ও বৃদ্ধগণের প্রতি] আসুন
আপনাবা সকলে, আপনাদেব বিশ্রাম-স্থান দেখিয়ে দিইগে ।

[বালক ও বৃদ্ধদর্শসহ নকুলেব প্রস্থান ।

(অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । গুরুদেব ! নমি পদাম্বুজে । [প্রণাম ।]

ধর্ম্মবাজ ! প্রণমে অর্জুন । [প্রণাম ।]

ব্যাস । বৎস ! তোমাদের আশীর্ব্বাদ করতে হ'লে
কেবল এই আশীর্ব্বাদই মনে পড়ে যে—

“জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রানাং যেযাং পক্ষে জনাৰ্দ্দিন ।”

যুধিষ্ঠির । আমার আশীর্ব্বাদ ত' নূতন কিছুই নাই ;
জীবনে সবণে কৃষ্ণে মতি অচলা থাক ।

অর্জুন । অনুমতি করুন মহর্ষে । আর অনুমতি করুন
ধর্ম্মরাজ ! মাতৃচরণ বন্দনা ক'রে এবং মাতৃদেবীর চরণধূলি
নিয়ে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত হইগে ।

ব্যাস ও যুধিষ্ঠির । যাও ।

(ব্যাণ্ডভাবে বেগে ভীমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ দূরে সহদেবেব প্রবেশ ।)

সহদেব । মেজ দাদা —ও মেজ দাদা ।

ভীম । রাখ্ রাখ্, ধর্ম্মরাজের কাছে যাচ্ছি, পেছু ডাকিস্ না ।

[সহদেবেব প্রস্থান ।

ভীম । [নিকটে আসিয়া] এই যে অর্জুন, একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। তবে দিন গুরুদেব ! দিন ধর্ম্মরাজ ! অর্জুনের সঙ্গে যজ্ঞার্থে বক্ষার্থে যাত্রা করতে অনুমতি দিন ।

ব্যাস । শিবাস্তে পশ্চানঃ সম্ভু ।

ভীম । অর্জুন ! মায়েব পদধূলি নিয়ে এসেছি।

অর্জুন । এই যাচ্ছি । ধর্ম্মরাজের অনুমতি নিতে এসেছিলাম ।

ভীম । আরে বোকা ! মায়েব পদধূলি গ্রহণ করবি, তার আবার ধর্ম্মরাজের অনুমতিব অপেক্ষা কেন ? যে পদধূলি দিয়ে স্বহস্তে ধর্ম্মরাজের রাজমুকুট গড়ে দিয়েছি, যে পদধূলি পাবার জন্য স্বয়ং তোর কৃষ্ণই পরিত্যাগ করতে পাবে না, সেই মাতৃ-পদধূলি নিতে অপর কারও অনুমতির অপেক্ষা কবে না । যা—যা, এখন শীঘ্র যা, আসবার সময় বুকে ঠুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিস । আমি এই খানেই তোদের অপেক্ষায় থাকলাম ।

ব্যাস । [স্বগত] ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হ'লে যত গুণ গুণের প্রয়োজন, সে সব গুণই একাধারে পাণ্ডবগণ মধ্যে বিদ্যমান । যেমন কৃষ্ণে বিশ্বাস—তেমনি ভ্রাতৃসন্তান—তেমনি

আবার মাতৃভক্তি । এত গুণের অধিকারী না হ'লে স্বয়ং নারায়ণ এসে এদের সঙ্গ গ্রহণ করবেন কেন ।

অর্জুন । তবে আমি অন্তঃপুরে চললাম । [কিকিৎসন ।]

ভীম । হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন । আশীর্বাদ নিয়ে আসবার সময় মাকে আর একবার ব'লে আসিস্ যে তুমি ভীমকে আজ যা ব'লে আশীর্বাদ করেছ, একমাত্র সেই আশীর্বাদের জোরেই তোমার ভীম আজ ত্রৈলোক্যে আর কাকেও ভয় করে না । সেই পদধূলিরূপ অক্ষর কবচ ভীমেব অঙ্গ থাকতে কার সাধ্য যে তোমার ভীমের অঙ্গ অঙ্গবিদ্ধ করে ? এই কথাটা তুই মাকে একটু ভাল ক'বে বুঝিয়ে বলে আসিস্ । তা হ'লে আমার ভাবনা হ'তে মা কতকটা নিশ্চিত হ'তে পারবেন । কারণ—মায়ের এক আমাকে নিয়েই বেশী ভাবনা । কেন না আমি তাঁর মূর্থপুত্র এবং বিষম ক্রোধী । সাধারণতঃ মায়ের স্বভাবই হ'চ্ছে, পুত্রগণের মধ্যে যে পুত্রটী সর্বাপেক্ষা মূর্থ এবং ক্রোধপরায়ণ, তাঁর জন্যই সর্বদা দুশ্চিন্তা করা, পাছে কখন কি বিপদ ঘটিয়ে বসে । আমার জন্যও সেইরূপ ভাবনা, পাছে কখন কি বিপদ ঘটিয়ে বসি । সেই জন্যই অর্জুন ! তোকে বারবার ব'লে দিচ্ছি, মাকে বিশেষরূপে আশ্বস্ত ক'রে আসিস্ । এখন যা অর্জুন ! আর বিলম্ব করিস্ না ।

অর্জুন । যে আশ্বে ।

[প্রস্থান ।]

ব্যাস । বৃকোদর ! তুমি যে কথা বললে, বর্তমান সংসারের অবস্থা সেইরূপই বটে । কিন্তু যথার্থ মূর্খ সে নয়, যে সরল প্রাণের অকপট ভাবগুলি অনর্গলচিত্তে সাধারণের কাছে ব্যক্ত করতে পারে । যথার্থ মূর্খ সে নয় বৃকোদর ! যে প্রাণের একান্ত ভক্তি এবং অবিচল বিশ্বাসকে শ্রীকৃষ্ণের উপর স্থাপন করে নিশ্চিন্তমনে স্থিতি থাকতে পারে । যথার্থ মূর্খ সে নয় মধ্যম পাণ্ডব ! যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃ-গণের জন্য প্রাণত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না । আমি যথার্থই মূর্খবলি তাদের, যারা নিয়ত কুট বুদ্ধি পরিচালিত হ'য়ে সংসারে অলীক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ হৃদয়কে কপটতার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত রেখে সাধারণের নিকট বাহ্য সারল্য প্রদর্শন করতে চায় । আমি মূর্খ অজ্ঞান বলি তাদের, যারা বিষয়-আসব পানে প্রমত্তমনে কৃষ্ণকে মানবমাত্র জ্ঞান ক'রে তাঁর কার্যকলাপকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করতে চায় । আমি মূর্খ এবং অন্ধ বলি তাদের, যারা দিব্যদৃষ্টিবিহীন হ'য়ে ভোগ-ঐশ্বর্যকেই জীবনের একমাত্র উপভোগ্য ব'লে দর্শন ক'রে পরামার্থপদ অনুসন্ধান করতে চায় না । তাই বলছিলাম বৎস বৃকোদর ! তুমি যদি মূর্খ, তবে প্রকৃত পণ্ডিত বলবো কাকে ? সংসারে সরলতার আদর্শ তুমি,—তুমিই ধন্য ; জগতে কর্তব্যের প্রধান সেবক তুমি,—তুমিই ধন্য ।

ভীম । আপনার আশীর্ব্বাদে মাতৃভক্তি অচলা হোক ।

ব্যাস । আর ধর্ম্মবাজ ! যথার্থই তুমি এক জন ভাগ্যবান ।

এমন জ্যেষ্ঠানুরক্ত ভ্রাতৃগণ যে লাভ করতে পারে, সংসারে তার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ আর কে আছে ? যে শান্তি-বটরূপী শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে তোমার ধর্ম-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তারই শ্যাম ছায়াতলে ব'সে তোমার প্রাণ মন নিয়ত শীতল করুছ, আবার তোমারি আশ্রয়ে এসে কত দীন দরিদ্র প্রতি-পালিত হ'চ্ছে । ধর্মরাজ ! মানবজীবন ধারণ ক'রে এ হ'তে আর কি সুখ সম্ভোগ করা যেতে পারে ? যে গৃহে স্রুংগ অন-পূর্ণা কুণ্ঠীদেবীরূপে বিরাজমানা, যুগ্মমতী লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতী-স্বরূপা জ্যোতিষী এবং সুভদ্রাদেবী যে গৃহে শোভাসংবর্দ্ধন করছেন, সেই গৃহেব রক্ষাভার আবার যখন তুমি নিজেই ধর্ম-রাজরূপে গ্রহণ করেছ, তখন সেই পুণ্যময় গৃহ কখন অশান্তির আশ্রয় হ'তে পারে না । ধর্মরাজ ! আজ তোমার সৌভাগ্য দর্শন ক'রে আমার প্রাণে একটা অভূতপূর্ব আশার বীণা বেজে উঠেছে । আমি শীঘ্রই একখানি মহাকাব্য প্রণয়ন ক'রে সেই আশা পূর্ণ করবো । পাণ্ডবচরিত্র কীর্ত্তনই সেই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এবং সেই কাব্য পাঠে ভবিষ্যৎ ভারত পরমানন্দ অনুভব করবে । ধর্মরাজ ! সেই মহাকাব্যের নাম হবে শ্রীমহাভারত ।

যুধিষ্ঠির । হে পাণ্ডুবংশের হিতৈষী মহাপুরুষ ! আপনার আশীর্বাদ এবং স্নেহলাভ ক'রে আর সেই আমাদের সম্পদ বিপদের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদেই এই পাণ্ডুবংশ এখনও ভারত-মাতার বক্ষে স্থান লাভ ক'রে আছে । নতুবা পাণ্ডবগণ চির-

দিনই অন্য সহায় সম্পদশূন্য প্রবল দুঃখের তরঙ্গে ভেসে
ভেসেই বেড়িয়েছে । এখন আমার সর্ববাস্তুঃকরণে ঐ শ্রীচরণে
এই মাত্র প্রার্থনা, যাতে চিরদিন দীনচীন পাণ্ডব সেই শ্রীকৃষ্ণের
কৃপা এবং আপনার ঐ স্নেহাশীষবাদ লাভ ক'রে যেতে পারে ।
ঐ যে অর্জুন বৃষকেতুকে সঙ্গ ক'রে আসছে ।

(বৃষকেতু সহ অর্জুনেব প্রবেশ ।)

বৃষকেতু । [ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া] নড়
কাকা ! আমি মেজ কাকার সঙ্গে অশ্ব রক্ষাব জন্য যাত্রা করছি,
আমাকে অনুমতি দিন ।

যুধিষ্ঠির । তুমি যে নিতান্ত ছেলে মানুষ বৃষকেতু ! তুমি
কি তত কষ্ট সহ্য ক'রে যেতে পারবে বাবা ? বিশেষতঃ যদি
কোন স্থানে যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয়, তা হ'লে যে আরও
আশঙ্কার বিষয় বৎস !

বৃষকেতু । কেন কাকা ! আমি যুদ্ধ করতে শিখি নাই ?
আমি মহাবীর কর্ণের পুত্র, আমি কি যুদ্ধকে ভয় করি ? বাবা
আমাকে খেলার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতেন, আবার
এখন মেজ কাকার কাছে গদাচালনা শিখে নিয়েছি,—
মেজ কাকার কাছে ছু'হাতে বাণ ছোড়া শিখে ফেলেছি,—আর
নকুল ছোট কাকার কাছে ঘোড়া চালান—হাতী চালান, এসব
অভ্যাস ক'রে নিয়েছি,—আর শ্রীকৃষ্ণ আমার কাছে রথ চালানও
শেখা হ'য়ে গেছে । তবে আর আমার যুদ্ধ করতে ভয় কি ?

যুধিষ্ঠির । বেশ করেছ বাবা । আচ্ছা তুমি তোমার কাকাদের সঙ্গে অশ্ব রক্ষার জন্য যাবে ।

বৃষকেতু । হ্যাঁ মেজ কাকা ! সেজ কাকা ! বড় কাকা আমাকে তোমাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা বল যে আমাকে ধোড়ার সঙ্গে ছেড়ে দেবে ?

ভীম । দেব বউ কি ? এখন থেকে না শিখলে সাহস বাড়বে কেন ?

বৃষকেতু । মেজ কাকা বেশ, আমাকে মানা করেন না ।

যুধিষ্ঠির । ভ্রাতঃ ভীম ! ভ্রাতঃ অর্জুন ! কয়টি কথা ব'লে দিই, মনে রাখিস্ । দেখ, জীবনে কখনও দাদা থাকতে তাঁকে দাদা ব'লে ডাকতে পাই নাই । তোরা যেমন বাল্যকাল হতেই আমাকে দাদা দাদা ব'লে তাদের প্রাণ শীতল করছিস্, কিন্তু এ হতভাগ্য যুধিষ্ঠির সে অমৃতময় আশ্বাদন লাভে চিরদিনই বঞ্চিত থাকলো । যে দিন প্রথম গুন্ডলম যে সেই অমিত বল-শালী মহাবীর কর্ণ ই আমাদের কুলতিলক জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং আমাদেরই হস্তে আবার মেই মহাআর জীবনান্ত ঘটেছে, সেই-দিন হ'তেই যে এক অনুতাপের অনল এই দক্ষ হৃদয়ে বেজে উঠেছে,—অত্যাপি সে অনল নির্বাপিত হয় নাই ; পোষ হয় এতদিন অনুশোচনার অনলে পুড়ে কবে ভস্ম হ'য়ে যেতাম । কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, ঐ একমাত্র বৃষকেতুব চাঁদমুখ দেখে আর ঐ বৃষকেতুর শীতল অঙ্গ বক্ষে ক'রে এখনও জীবন ধারণ ক'রে আছি । আমি দিবানিশি ঐ বৃষকেতুর কোমল মুখেই

যেন সেই মহাবীরের মুখচ্ছবি দেখতে পাই। ঐ ক্ষুদ্র বাছ
ছুখানিতেই সেই বিশালবাহু কর্ণের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই,—
ঐ শিশুবক্ষেই যেন সেই মহাপ্রাণ কর্ণের দৃঢ় বক্ষের প্রতিবিম্ব
দর্শন ক'রে থাকি। আমার মনে হয়, যেন সেই মহাভোজী
মহাআর আত্মা পাণ্ডব-স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে ঐ বালক বুয়কেতুর
আকৃতি ধারণ ক'রে আমাদের সম্মুখেই নিয়ত বিরাজ করছেন।
তাই বলছিলাম, ভাই রে! দেখিস্, যেন সেই মহামতি কর্ণের
প্রতিবিম্ব, পাণ্ডবের নয়নানন্দ, আর এই হতভাগ্য যুধিষ্ঠিরের
একমাত্র জুড়াবার অবলম্বন ঐ বুয়কেতুধনকে কখনও নয়নের
অন্তরালে রেখে নিশ্চিত থাকিস্ না। আরও মনে রাখিস্ যে,
ঐ বুয়কেতুই সেই কর্ণের একমাত্র শেষ চিহ্ন,—উপস্থিত পাণ্ডব
গণেরও শেষ কুলপ্রদীপ এবং ভবিষ্যৎ আশা। প্রাণাধিক
অভিমন্যুর শোকানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাণ করবার জন্যই ভগবান
ঐ বুয়কেতুকেই এনে পাণ্ডববক্ষে স্থাপন ক'রে দিয়েছেন।
তাই তোদের বারম্বার সাবধান এবং সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, দেখিস্
যেন তিলমাত্র অসাবধানতার ফলে পাণ্ডববংশের শেষ শান্তি-
টুকু নষ্ট ক'রে ফেলিস্ না ভাই!

ভীম। ধর্ম্মরাজ! এত মায়া, এত মমতাও কি তোমার ঐ
প্রাণটার মধ্যে লুকান রয়েছে? দাদা! আজীবনটা কেবল ভাই
ভাই ক'রে আমাদের জন্যই তোমার কোন শান্তি হ'লো না।
তারপর আবার ভায়ের ছেলে আছে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন
আছে, কেবল আত্মীয় স্বজনই বলছি কেন,—শত্রু মিত্র তাদের

সন্তান সন্ততি, এ সবালের জন্যই তোমার চক্ষুকে কখনও জল-
শূন্য হ'তে দেখতে পেলাম না । দাদা ! যদি তোমার মত
দাদাকে কখনও ভগবান মিলিয়ে না দিতেন, তা হ'লে এতদিন
কবে এই ভীমার্জুন, নকুল, সহদেবের অস্তিত্ব এ সংসার হ'তে
বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো । এক তোমার গ্রায় স্নেহময় দাদার স্নেহরস
পান ক'রেই আমরা বেঁচে আছি দাদা ! আমরা জানি এবং
বিশ্বাস আছে যে, আমরা যত কেনই মহাপাপী হই না,
ঐ এক ধর্মতরুর ধর্মচ্ছায়া স্পর্শে আমরা নিষ্পাপ হ'তে পার-
বই । দাদা ! দাদা গো ! আ-হা-হা ! কি আনন্দ ! কি শান্তি !
আমি স্বর্গ চাই না—বৈকুণ্ঠ চাই না,—কেবল দাদা ! তোমার
ভীমকে এই আশীর্বাদ ক'রো, যদি মৃত্যুর পর আবার মানুষ
হ'য়ে সংসারে আসতে হয়, তা হ'লে দাদা ! যেন তোমার মত
দাদাকে দাদা ব'লে ডাকতে পাই ।

অর্জুন । মধ্যম দাদা ! চলুন, এখন সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে
যায় যে ।

ভীম । অর্জুন রে ! সব ভুলে যাই ভাই ! দাদার কাছে
এলে এ ভীমের আর কিছুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না ! সব জ্ঞান-
বুদ্ধি আমার দাদা যেন চুষুকের মতন আকমণ ক'রে নিয়ে যায় ।
যে মন নিয়ে কাজ করবো, সে মনও যে ঐ দাদার পায়ে সঁপে
দিয়েছি । ভীমের মনপ্রাণও যে এই ভীমকে ছেড়ে ঐ দাদার
কাছে থাকতেই ভালবাসে ; তাই দাদার কাছ থেকে সহজে
আর আসতে চায় না ।

যুধিষ্ঠির । বৃকোদর ! যাও ভাই ! শুভ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় । আয় বাবা বৃষকেতু ! একবার আয়—আমার এই তপ্ত বক্ষে একবার এসে তুষার-ধারা ঢেলে দিয়ে যা । [বৃষকেতুকে বক্ষে ধরিয়া] নয়নরঞ্জন ! আজ চক্ষুর অন্তরাল হচ্ছিন্সু ভেবে, হৃদয় যে কেঁদে উঠছে বাপ্ ! প্রাণারাম ! আবার কবে এসে এইরূপ ক'রে আমার এই ক্ষত বক্ষের তীব্রবেদনা দূর ক'রে দিবি বাপ্ ?

বৃষকেতু । কেন দুঃখ করছেন বড় কাকা ! আপনার আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই আমরা ফিরে আসবো কাকা ! আপনার কোল ছেড়ে যেতে আজ আমারও যেন কান্না পাচ্ছে কাকা ! কিন্তু তবুও যাব,—আমার বড় ইচ্ছে ; যদি কোনও খানে আমাদের যুদ্ধ বাধে, তা হ'লে আমি খুব ক'রে সাধ মিটিয়ে যুদ্ধ কবে নেব ।

যুধিষ্ঠির । ভীমার্জুন রে ! নে ভাই, আমার স্নেহ-সমুদ্রের সিক্তিত রক্তটীকে আজ হাতে ক'রে তোদের হাতে মঁপে দিচ্ছি । কিন্তু ভাই ! আবার আমার এই রক্তটীকে এনে এগ্নি ক'রে আমার বক্ষে রক্ষা করিস্ । আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই । তবুও বলি, যদি কখনও কোন সঙ্কটে পতিত হ'স্, তা হ'লে যেন সেই সঙ্কটহারী, আমাদের বিপদের বন্ধু কৃষ্ণকে ডাক্তে ডুলে যাস্ নি । মনে রাখিস্, যেন সেই শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময়ে আমাদের বিপদের তরঙ্গ মধ্যে ফেলে পরীক্ষা ক'রে থাকেন ।

অর্জুন । দাদা ! কৃষ্ণ আমাদের যতই পরীক্ষা করুক না

কেন, তথাপি এ বিশ্বাস আমাদের খুবই আছে যে, কখন আমরা-
দের বিপদের মুখে পতিত দেখে উদ্ধার না করে কিছুতেই স্থির
থাকতে পারবেন না । আপনি এখন নিশ্চিতমনে যজ্ঞকার্যে
মনোযোগ দিন । নকুল, সহদেব রইল, তারা সর্বদাই আপনার
আদেশ পালন করবে, তবে এখন আমরা বিদায় হই ।
বহির্দ্বারে আমাদের সৈন্যসামন্ত যজ্ঞাশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে ।
চলুন মধ্যম দাদা !

ভীম । সকলে একবার উচ্চকণ্ঠে বল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের
জয় ।

সকলে । জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।

ভীম । আর কাউকে ভয় করি না ।

[অগ্রে ভীম, তৎপশ্চাৎ অর্জুন ও ব্যকেক্তুর প্রস্থান ।

যুধিষ্ঠির । চলুন মহর্ষে ! দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আমরা ভীমা-
র্জুনের অনুগমন করি ।

ব্যাস । এস ধর্মরাজ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মণিপুর—রাজ-উদ্যান ।

(একগাছি মালা লইয়া শোভার প্রবেশ ।)

শোভা ।—

গীত ।

জানি না কোথা হ'তে কেনন ক'রে ভেসে এসেছি ।

যুগের ঘোরে কা'র সাথে গো কোথা যেন চলেছি ॥

কে যেন হাতটী ধ'রে, নিরে এল সঙ্গে ক'রে,

সে যে হাওয়ার সাথে মিশে থাকে,

কখনা কথা কত ডেকে দেখেছি ।

তার পরশে হৃদয় ফোটে, আঁখির আধার নাহি ছোটে,

তারে চিনি নাকো তবু তারে আমার যা কিছু সব দিয়েছি ॥

(বজ্রবাহনের প্রবেশ ।)

বজ্রবাহন । ওকি ! চুপ্‌টী ক'রে একধারে অমন ভাবে
দাঁড়িয়ে আছ কেন শোভা ?

শোভা । আমি এই মালাটী গাঁথতে এসেছিলাম, এখনি
চ'লে যাচ্ছি ।

বজ্রবাহন । তোমাকে চ'লে যেতে কে বলেছে শোভা ?

শোভা । না, আমি যাই । আমি অন্যায় করেছি ।

[গমনোত্তর ।

বক্রবাহন । ওকি ! সত্য সত্যই যে চ'লে যাচ্ছ, দাঁড়াও শোভা ! যেও না, কি হয়েছে শুনি ।

শোভা । আপনি যে এখন রাজা । আপনার কাছে আসতে নাই ।

বক্রবাহন । ওকি শোভা ! আজ তুমি আমাকে আপনি ব'লে কথা বলছ কেন ?

শোভা । আপনি যে এখন রাজা ।

বক্রবাহন । সে যখন সিংহাসনে ব'সে রাজ-কার্য্য করুনো, তখন আমি রাজা । আর এখন যে আমি, তোমার সেই খেলার সাথী । তবে কি তোমার সঙ্গে এখন আগেকার মতন ব'সে ব'সে খেলা করি না ব'লে সেই অভিমানে এই সব কথা বলছ শোভা ? কই, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

শোভা । না ।

বক্রবাহন । শুধু একটী ছোট না ব'লেই চুপ ক'রে থাকলে ? কি করেছি তবে আমি শোভা ? আমাকে বল, আমি এখনি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । সব সময়েই প্রায় রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকি ব'লে তোমার সঙ্গে বসে তেমনি ধারা খেলতে পাই না, ক'দিন তুমিও আমার কাছে যাও নাই, তাই এই উদ্ভানে আজ বেড়াতে এলাম, যদি তোমাকে এখানে দেখতে পাই ।

শোভা । আপনি আসবেন জান্লে, আমি এখানে আজ আস্তাম না ।

বক্রবাহন । আবার আপনি ?

শোভা । রাজার সন্মান, রাজার সকল সময়েই পাওয়া উচিত ।

বক্রবাহন । আজ তোমার সব কথাই যেন কেমন এক নূতন ভাবে ভরা । যাক্ এখন বল, আমি এখানে আসবো জান্লে কেন তুমি আসতে না ?

শোভা । নাই বা শুনলেন ।

বক্রবাহন । কেন আমি যে রাজা, আমার আশ্রয় যে তোমাকে পালন করতেই হবে । বল এখন ।

শোভা । [অবনতমুখে স্থিতি ।]

বক্রবাহন । মুখ নীচু ক'রে থাকলে কেন শোভা ? নিশ্চয়ই কোন কাৰণ ঘটেছে ।

শোভা । দেখুন, আমি মাতৃপিতৃহীনা অনাথা বালিকা । আপনাদেবই আশ্রয়ে শৈশব হ'তেই লালিত হ'য়ে আস্ছি । রাণীমা আমাকে কন্যার অধিক আদর করেন । জীবনে পিতামাতা কেমন, তা কখনো দেখি নাই, জ্ঞান হ'য়ে অবশি রাণীমাকেই মা ব'লে জানি । আপনাতে আমাতে প্রভেদ কি, তা তখন জান্তাম না । আপনি রাজা,—আর আমি যে এক জন সামান্য দরিদ্র প্রজাকন্যা মাত্র, তা তখন বুঝ্তাম না । তাই সেই শৈশবের ধূলাখেলা এক সঙ্গেই খেলে বেড়িয়েছি । আবার

যখন থেকে আমি নিজের ভাগ্য-পরিচয় জানতে পেরেছি, তখন থেকেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনি কে আর আমি কে । শুনেছি, রাজা দেবতা,—আপনি সেই দেবতা ; আমি আপনার ভক্ত প্রজা, তাই রাজার কাছে প্রজার যে ভাবে বলা উচিত, সেই ভাবেই এখন বলতে আরম্ভ করেছি ।

বক্রবাহন । শোভা ! আজ তোমার কথা শুনে বড়ই বিস্মিত হলাম । তোমার কাছে কখনও এ ভাবের কথা শুনে হবে, তা কখনও আশা করি নাই শোভা ! আমি তোমাকে সেই ছেলে বেলাতেও যে ভাবে ভালবেসেছি, এখনও ঠিক তেমনি বেসে থাকি এবং আমার ধারণা এই ছিল যে, তুমিও আমাকে সেই ভাবেই এখনও ভালবেসে থাক । তোমার মন যে এত বদলে গেছে, তা ত' আমি ভাবতে পারি নাই শোভা ! শোভা ! তবে কি তুমি আর আমাকে ভালবাস না ?

শোভা । রাজাকে প্রজার যেমন ক'বে ভক্তি করা উচিত, তাই করতে চেষ্টা করি ।

বক্রবাহন । তা হ'লে বল যে, ভালবাস না ?

শোভা । রাজার উপর প্রজার সে অধিকার আছে কি না, তা আপনিই বিবেচনা ক'রে দেখুন না কেন ।

বক্রবাহন । আমি যদি তোমাকে প্রজা ব'লে না ভাবি ?

শোভা । আপনি রাজা, আপনি না ভাবতে পারেন, কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য থাকা উচিত ।

বক্রবাহন । তুমি কি সেই শোভা ! যে শোভা, আমি

কাছে না। এলে কেঁদে কেঁদে আকুল হ'য়ে যেত, একি সেই শোভা তুমি ? যে শোভা আমার খেলার সাথী সেজে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতো, আজ কি তুমি সেই শোভা দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা কইছ ? শোভা ! তুমি এরই মধ্যে এত কথা শিখলে কোথা থেকে ? সেই ধূলিধূসরিতা বালিকা তুমি, আজ এমন প্রবীণা সেজে বসলে কেমন ক'রে ? সংসারে এইরূপ ক'রে কি সবই বদলে যাবে শোভা ? আগেকার কিছই কি আর পরে দেখতে পাওয়া যাবে না ! কেবল একটা স্মৃতির বান্ধাব রেখে শৈশবের সবই কি তোমার ক্রমে ক্রমে আমার কাছে ভিন্ন মূর্তিতে এসে দেখা দেবে ? শৈশবের সেই অকপট সরল ভাব, সেই মধুময় স্নেহ-ভালবাসা, সবই কি আশ্বে আশ্বে এই-রূপ সাজের তারার মত কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যাবে ? তবে এ কি সংসার ! তবে এ কি প্রহেলিকা ! তবে এ কি ইন্দ্ৰজাল ! তবে এ কি মানুষ জীবন ! এমন সংসারে তবে স্থখ কি ! এমন জীবন তবে মানুষ কেন কামনা কবে ।

[প্রস্থান ।

শোভা । মুখরার কথা শুনে অভিমান ক'রে চ'লে গেলে কুমার ! কিন্তু কেন যে আজ মুখরা সেজে তোমার প্রাণে ব্যথা দিলাম, তার যথার্থ কারণ তোমার কাছে প্রকাশ করলাম না ; পারি ত' চির দিন গোপনে রেখে দেব । সত্যই ত' আমি দীন-হীনা অনাথা বালিকা, সত্যই ত' আমি কোনও স্রোতের শৈবালের মত ভেসে ভেসে উপস্থিত হয়েছি । আমি কে যে,

তোমাকে ভালবাসতে পারি ? আমি কে যে তোমার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারি ? শৈশবের কথা, খেলাধুলার কথা, অনেক দিন যে চলে গেছে । এখন তুমি রাজাসনে বসেছ ; আমি কোন্ সাহসে গিয়ে তোমার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি ? তুমি পূর্ব স্মৃতিকে পূর্ব ভাবকে এখনও টেনে রাখতে চাও, কিন্তু আমি তাকে দূর পথে সরিয়ে ফেলে যেতে চাই । কেন না তুমি পুরুষ, তাতে রাজা : তোমার শত দোষ থাকলেও তা কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু আমি নারী, তাতে দরিদ্র প্রজা, আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটি লোকে সহস্রচক্ষে চেয়ে দেখবে । আরও, তুমি সরল ধার্মিক এবং নারায়ণপরায়ণ ; তোমার মনকে তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থির ক'রে ব'সে আছ ; কিন্তু আমি চঞ্চল বালিকা, আমার চঞ্চল মন আমার বশে থাকতে চায় না । তাই বুঝতে পেরেই রাণীমা বোধ হয় আমাকে তোমা হ'তে পৃথক রাখতে এতদূর চেষ্টা করছেন । আমি বালিকা হ'লেও নারীর কুটিলতায় অভ্যস্ত, তাই রাণীমার মনের কথা বুঝতে পারি । কিন্তু তুমি পুরুষ, তাই সে সব কিছুই বুঝতে পার না বা বুঝবার চেষ্টা কব না,—আর ভগ-
বান বোধ হয় দয়া ক'রেই নিজের অবস্থা বুঝবার শক্তি আমাকে এই বালিকা বয়সেই প্রদান করেছেন । তাই আমি পূর্ব হ'তেই তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করছি । তাই আমি আজ জেনে শুনেই মুখরা মেজে তোমার সরল প্রাণে ব্যথা দিয়েছি । তার জন্য আমি তোমা অপেক্ষা কম কষ্ট সহ্য করছি না । কিন্তু

সে যত কষ্টই হ'ক—যত যন্ত্রণাই হ'ক—সব এই ক্ষুদ্র হৃদয়েই
ভিতবেই ঢেকে রাখবো। আমি অনাথা বালিকা—আমার
আবার ব্যথাব বেদনা কি ? আমাদের জন্মই ত ভগবান দ্বংখ,
কষ্ট সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সহ্য করতে হবে বলেই ত'
শৈশবে আমাকে মাতৃ-পিতৃহীন করে রেখেছেন, তবু আর
কেন সহ্য করব না ! [চক্ষে অশ্রু দিয়া বোদন ।]

(বীবে বীবে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।)

চিত্রাঙ্গদা । শোভা ! মা !

শোভা । [সহসা চমকিত হইয়া চক্ষু মুছিবাব চেষ্টা ।]

চিত্রাঙ্গদা । কেন লুকাচ্ছ মা ! তুমি কাঁদছ ?

শোভা । [চিত্রাঙ্গদার পা ধরিয়া] মা ! মা ! আমাকে
ক্ষমা কর মা ! আমি আর কখনও এখানে আসব না ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন শোভা ! আমি কি তোমাকে এখানে
আসতে মানা করেছি ?

শোভা । এখানে কুমার আসবেন, তা আমি আগে জান্-
তাম না, তাই এসেছিলাম যা ।

চিত্রাঙ্গদা । [চক্ষু মুছাইয়া] তা আর কি হয়েছে ? এখন
যাও মা ! অন্তঃপুরে যাও ।

[শোভার প্রস্থান ।

চিত্রাঙ্গদা । বুদ্ধিমতী শোভা কয়দিনেই আমার মনের ভাব
বুঝে ফেলেছে । স্পষ্ট করে বললে শোভা শুনে প্রাণে আরও
ব্যথা পেতো । আহা ! নিরাশ্রয়া বালিকা, অজ্ঞান অবস্থা হ'তেই

আমারি কোলে পালিতা ; নিজ কন্যার মতই আমি শোভাকে ভালবাসি । আবার শোভা আমার বক্রবাহনের শৈশব খেলার সহচরী । দুইজনে দুইজনকে যথেষ্ট ভালবাসে । এতদিন যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটেছিল । এখন আমি আবার পরস্পরের সেই অগাধ ভালবাসার স্রোতসুখে এসে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি । বক্রবাহন এবং শোভাতে যাতে দেখা শুনা পর্যাস্ত না হয়, আমাকে তার জন্ত চেষ্টা করতে হ'চ্ছে । কেন না উভয়েই এখন শৈশবের সীমা অতিক্রম ক'বে এসেছে । যাতে সেই শৈশবের ভালবাসা ক্রমে প্রণয়রূপে পরিণত না হয়, সেই দিকে আমার সর্বদাষ্ট লক্ষ্য । কারণ আমার বক্রবাহন একে বালক, তাতে সেই বালকের মস্তকে রাজত্বের বিষম গুরুভার স্থাপ্ত । এ সময়ে যদি নারীপ্রোমে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে বালক কিছুতেই নিজ কর্তব্য স্থির রেখে স্থিরচিত্তে রাজকার্য্য সম্পন্ন করতে পারবে না । আবার শোভাও যদি স্ত্রীমূলভ চপলতায় নিজ অবস্থা বিস্মৃত হ'য়ে বক্রবাহনের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, তা হ'লে তার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই কষ্টদায়ক হবে । কেন না বক্রবাহনের সঙ্গে শোভার পরিণয় অসম্ভব । সুতরাং এই সব বিষয় লক্ষ্য ক'রে উভয়েরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত, উভয়ের শৈশবভালবাসা প্রণয়রূপে পরিণত হবার পূর্বেই যাতে ছিন্ন হ'য়ে যায়, তাই করা আমার একান্ত কর্তব্য । কিন্তু উভয়েই দালবুদ্ধিতে হয় ত' আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কতই দুঃখ অনুভব করবে । কিন্তু কি করবো, অন্য উপায় যে

নাই । বজ্রবাহনকে এখনও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই, কিন্তু দেখছি শীঘ্রই বলতে হবে, নতুবা শোভাকেই এই বিচ্ছিন্ন হবার হেতু মনে ক'রে বৃথা শোভার প্রতি অভিমান প্রকাশ করবে । আগি আজ অন্তরাল হ'তে উভয়ের কথাবার্তায় যা বুঝতে পারলাম, তাতে বজ্রবাহনেরই দেখলাম শোভার উপর সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হয়েছে । যাই, এখন মিটি কথায় শোভার মনদুঃখ দূর ক'রে দিইগে । ঐ যে সখীরা এই দিকে আসছে ।

[প্রস্থান ।

(গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব-বালিকাগণের প্রবেশ ।)

গন্ধর্ব-বালিকাগণ ।—

গীত ।—[নৃত্যসহ] .

ফুলের বাস ছড়িয়ে দেছে, সাজের মূছল বায় ।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাস্তা মেঘ জড়িয়ে গেছে আকাশের গায় ॥
পাণীকুল বাঁকে বাঁকে, উড়ে যায় লো থাকে থাকে,
স্থিতি মামা বসলো পাটে, দিন ফুরায়ো যায় ।
হাসে ফুল আকুল প্রাণে, গায় অনিকুল মধুর তানে,
চকোরী ঐ চকোর সনে ব্যাকুল হ'য়ে ধায় ॥

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নিভৃত পথ ।

(কালাচাঁদ ।)

কালাচাঁদ ।—

গীত ।

পাবে যাবি কৈগো তোরা আয় গো ছুটে আয় ।
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'লো রবি ডুবে যায় ।
এখন নিরুপ বেলা ক'ন না খেলা,
করিস্ না রে অবহেলা,
নিয়ে আগি পাবের ভেলা, ভাসি ভবের দবিয়ায় ।

(গীতকণ্ঠে বেগে ভজা পাগলাব প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

ওরে কে ডাক্‌নি বে পাবের তরী আন ।
পারে যাবাব তরে আমার কৈদে উঠ্ছে প্রাণ ॥
কোনু সকালে এসে এ পাবে, ব'সে আছি যেতে ঐ পাবে,
ভাবছি মনে কে নেয় পারে, হ'য়ে যায় রে দিন অবসান ।
পাবের কড়ি নাইকো আমার, কিসে তবে হব গো পার,
দয়া ক'রে যদি একবার তোমার তরীতে দাও স্থান ॥

ভজা । কৈগা মাঝি ! কোথা থেকে পারের যাবি, পারের যাবি ব'লে চীৎকার করছিলে ?

কালার্টাদ । তুমি বুঝি আমার সেই গান্টা শুনে, কাউকে মাঝি মনে ক'রে পারের যাবার জন্য ছুটে এগেছ ? তুমি কি পাগল না কি ? এখানে নদীই বা কোথায় আর তরাই বা কোথায় ?

ভজা । বটে । আমি হ'লাম পাগল ? এ্যা ! আচ্ছা ছোক'বা ত' দেখতে পাচ্ছি ।

কালার্টাদ । পাগল না হ'লে কি এখানে পারের জন্য ছুটে এস ?

ভজা । এখানে আস'বো না ত' কোথায় যাব তবে ? খেয়া রইল এখানে, মাঝি রইল এখানে, তবে পার হ'ব গিয়ে আর একখানে,—বা-রে ছেলে ! আমার আমাকে পাগল বলা হচ্ছে !

কালার্টাদ । তবে পার হও না দেখি ।

ভজা । হ'ব না ত' কি ব'সে থাক'বো ? যখন নৌকা আর মাঝির দেখা পেয়েছি, তখন ঠিক পার হ'য়ে তবে ছাড়'বো । হ্যাঁ, এর নাম ভজা পাগলা,—এ আর কেউ নয় ।

কালার্টাদ । তোমার নদীটে আমার দেখিয়ে দিতে পার ?

ভজা । কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তোমার চোখ নাই ?

কালার্টাদ । না হয় তোমার সেই নদীটার নামটাই এক-বার বল ?

ভজা । কেন ভবনদীর নাম কখনও শোন নাই ? হরদম

দেখি, সেই নদীতে নৌকা নিয়ে বেয়ে বেড়াচ্ছ, আর তার নামটা জান না ? ন্যাকা আর কি । যাক্, এখন চালাকি রেখে পার ক'রে দাও ; সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না ?

কালার্টাদ । আমার নৌকা কোথায় যে তোমায় পার করবে ? মজা ত' দেখছি মন্দ নয় ।

ভজা । কি, তোমার নৌকা নাই ? মিথ্যা কথা । আলবৎ পার করতে হবে ।

কালার্টাদ । কোথায় নৌকা আমার, দেখিয়ে দাও দেখি ।

ভজা । দেখিয়ে দেব তবে ! দেখ, আগে থেকে ব'লে রাখছি, দেখিয়ে দিলে কিন্তু তখন আর চালাকি করতে পারবে না । একখানা নয়, — একেবারে দু'খানা তরী দেখিয়ে দেব । এবার চাঁদ । ভজা পাগ্লার হাতে পড়েছ, ধাক্কা দিয়ে যেতে পারবে না ।

কালার্টাদ । কৈ ? দু'খানা তরী কোথায় ? দেখিয়ে দিলে না ?

ভজা । [কালার্টাদের পা দু'খানি দেখাইয়া] ঐ যে দু'খানা একেবারে জোড়াভাবেই ভেসে বেড়াচ্ছে ।

কালার্টাদ । ও তরীতে আমি সকলকে পার করি না ।

ভজা । পাব করবে তার আবার এ তরী ও তরী কি ? পার করাই যখন পেশা, তখন ও কথা বললে কে শোনে ?

কালার্টাদ । না গো না, ও তরীতে আমি রাজা-রাজ্জী দেখে পার করি ।

ভজা । রাজা-রাজ্জারা আবার করে তোমার কাছে খেয়ায় পার হ'তে এসে থাকে ?

কালচাঁদ । থাকে 'গো থাকে । আমার কতকগুলি বাধা খদ্দের আছে, তাদের জন্যই ঐ তরী দু'খানি রেখে দিয়েছি ।

ভজা । বলি তুমি ক'দিন হ'তে এই মাঝিগিরি করছো হে ছোকরা ?

কালচাঁদ । সে য'দিন থেকে ছোক না, তাতে তোমার দরকার কি ?

ভজা । তবে চালাকি করছ যে বড় । বাজা যতদিন নিজেকে রাজা ব'লে অভিমান করে, ততদিন কি সে তোমার মত কেলে-মাঝির কাছে এসে খেয়ায় চ'ড়ে পার হ'তে যায় হে ছোকরা ? আমাদের মত গরীব দুঃখী না হ'লে, এমন ক'বে এসে পারের তরে খেয়াঘাটে পড়ে থাকে না ।

কালচাঁদ । আচ্ছা পার ক'রে দিলে 'কি দেবে, আগে চুক্তি কর ।

ভজা । একটা কাণা কড়িও আমার ট'্যাকে নাই ।

কালচাঁদ । তবে কোন্ সাহসে পারে যেতে চাইছ ?

ভজা । সাহস আমার ষোল আনা'ই আছে ।

কালচাঁদ । বল কি গো ?

ভজা । খাঁটী'ই বলছি ।

কালচাঁদ । জোর নাকি ?

ভজা । আলবৎ ।

কালচাঁদ । এখানে তোমার সে গায়ের জোর খাটবে না ।

ভজা । তোমার মত ছোকরার কাছে আবার গায়ের জোব দেখাব কি ?

কালচাঁদ । তবে আবার কিসের জোর দেখাবে ?

ভজা । কেন মনের জোর ।

কালচাঁদ । তুমি দেখছি না ছোড়াবান্দা ।

ভজা । তা নইলে কি জোর দেখাতে আসি । এখন তরী তোমার কুলে নিয়ে এস, আমি একবার ঐ তরীর তলাটা পরীক্ষা ক'রে দেখে নেবো, ঢেউয়ের দ্বা সইবে কি না ।

কালচাঁদ । তবে এই দেখ ।

[পদতল দেখাইয়া দৌড়িয়া প্রস্থান ।

ভজা । [পদতল নিরীক্ষণ করিয়া] ছল ক'রে আজ তরীর তল দেখিয়েই পার না ক'রে তরী নিয়ে পালিয়ে গেলে ? আচ্ছা ! যাও আজ, আবার একদিন তোমায় দেখবো । যখন তরীর খোঁজ পেয়েছি, আর তোমাব নূতন আড্ডার খবরও জেনেছি, তখন তুমি যাবে কোথা চাঁদ । যে দিন তোমাকে গিয়ে ধরবো, সেই দিন বুঝে নেব তুমি কেমন মাঝি,—পার না ক'রে পার কি না ।

গীত ।

দেখবো তুমি কেমন মাঝি ।

আমার মাথে খাটবে নাকো দগবাজী ॥

পার তোমাকে করতেই হবে, মিছে কেন ঘোষাও তবে,

চেপে ধরবো যেদিন, বুঝবে সেদিন, শক্ত কেমন ভজা পাজী ।

অঘোর বলে আগেই এবার, যখন তবী চেপে বস্বে তোমান,
(তখন) দায়ে প'ড়ে কাল ধ'রে,
ভবের পারে নিস্তে নিঃশেষ হবে রাজী ॥

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

গঙ্গাতীরস্থ মহাশয়ানা ।

(প্রেতগণের আবির্ভাব ।)

প্রেতগণ ।—

গীত ।

হো হো হো হো, হি হি হি হি ।
তাথেয়া তাথেয়া থিয়া থিয়া থিঃ ।
চৌ চৌ চৌ চৌ, চিকিম্ চিকিম্ চাঁ,
সৌ সৌ সৌ সৌ, সিকিম্ সিকিম্ সঁ,
লক্ লক্ লক্ লক্, লকাং লকাং লক্,
ধক্ ধক্ ধক্ ধক্, ধকাং ধকাং ধক্,
লিহি লিহি লিহি লিহি, চিহি মিহি হিঃ ।

[অন্তর্ধান ।

(শোকোন্মত্তা জাহ্নবীর প্রবেশ ।)

জাহ্নবী । ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই আর ।
ওই চিতা-বহি তার উঠিছে আকাশে,

ওই ভস্ম-ধূম তার উড়িছে বাতাসে,
 ওই ভীষ্ম-অস্ত্র পুড়ে হয়েছে অঙ্গার,—
 ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই আর ।
 ওই মহা-কুরুক্ষেত্র ভীষণ শাশান,
 শকুনি গৃধ্রিনী ওই ওড়ে বা'কে বা'কে,
 শৃগাল কুক্কর ওই করিছে চীৎকার,—
 ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই আর ।
 ওই শোন জগতের হাহাকার সহ
 পাণ্ডবের জয়ধ্বনি ধ্বনিছে অম্বরে,
 ওই পার্থ রণক্ষেত্রে করে মহামার,—
 ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই, ভীষ্ম নাই আর ।
 আরে আরে পার্থ তুই এখনো জীবিত !
 এখনো স্তম্ভদ্রাশিরে জ্বলিছে সিংদূর !
 জাহ্নবীর অভিষাপ জ্বলন্ত অনল,
 সে অনলে ভীষ্মহস্তার নাহি অব্যাহতি,—
 দ্রুতাহতি সম পার্থ হবি পূর্ণাহতি ।

(উদ্যাদিনী উল্লুপীর প্রবেশ ।)

উল্লুপী । এখানেও আবার সেই বজ্রধ্বনি ! এখানেও
 আবার সেই অনল গর্জন । এখানেও সেই ভৈরবী আমার সন্ধান
 পেয়ে এসেছে । যার ভয়ে এত ক'রে চুপু-চুপু অন্ধকারের
 সঙ্গে মিশে মিশে এই ঘোর শাশানের মাঝে এসে উপস্থিত
 হয়েছি, এখানেও সেই বিভীষিকা এসে দেখা দিয়েছে । ওই

যে বান্ধসীর চোখ দুটো আঁধারের মত জ্বল্-জ্বল্ ক'রে জ্বলছে ।
ওদিকে চাইব না,—বড় ভয় কবে । ঐ চোখের আঁধারই ত'
সেদিন অভিলাপ হ'য়ে জ্বলে উঠে আমার সর্বনাশ করবার
জন্য সেই তৃতীয় পাণ্ডবের পাছে পাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ও,
কি ভীষণ ! কি ভয়ঙ্কর !

জাহ্নবী । আবার এসেছিস্ ? আমার পুত্রশোকের আঁধারে
ফুৎকার দিয়ে জালিয়ে তুলতে, রাগসি ! আবার আমার কাছে
এসেছিস্ ? ওই যে এখনও তোর সীমন্তুর সিন্দূর মুছে ফেলিস্
নি ? এখনও তোর হাতের শাখা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করিস্
নি ? তবে এলি কেন ? একেবারে বিধবার সাজে না সেজে
এখানে এখন জ্বালাতে এলি কেন ? দূর হ' ! দূর হ' ! চক্ষুশূল !

উলূপী । এ্যা । ভয়ঙ্করী তুই ! দেবী হ'য়ে দানবী মূর্তি
ধরলে কি সেও ভয়ঙ্করী হয় ! জাহ্নবীর শীতল জলে বাড়ানল
জ্বলে উঠলে কি তার উত্তাপ এত অসহ্য হয় ! বমণী বান্ধসী
হ'লে কি সে এত ভীষণ হয় । দেবতার শ্রেষ্ঠ গুণ, দয়া এবং
ক্ষমা ; সেই দয়া এবং ক্ষমা হাবিয়ে, আজ তুই কি পিশাচী
সেজেছিস্ ? বল ত' জাহ্নবি । তুই যে হিংস্র ব্যাক্ত্রীর মত
তোর সেই পুত্রহত্যার বন্ধরক্ত পান করবার জন্য উগ্ৰাস্ত্র হ'য়ে
উঠেছিস্, তবে তুই দেবী হয়েছিলি কেন ? তবে তোর পতিত-
পাবনী জাহ্নবী নাম হয়েছিল কেন ? তোর ঐ ভীম প্রতিহিংসার
অনল কি আর নির্বাপন হবে না ? সেই পুত্রহত্যার শোণিত পান
ক'বেই কি তুই নিজের পুত্রশোক ভুলবি ? আমি একে পুত্র-

শোকের পাগলিনী, তার উপর যদি পতিশোকের প্রলয়-বজ্র বুক পেতে নিতে হয়, তা' হ'লে বল দেখি রাখসি ! সে কত ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়াবে ? যে পুত্রশোক শান্ত করতে না পেরে তুই আজ নিজের দেবীত্ব তুলে গিয়ে ভয়ঙ্করী দানবীরূপে পরিণত হ'য়ে-ছিস, বল দেখি তোব সেই পুত্রশোকের জ্বালা কি এখন শত শত অর্জুনের বক্ষে নীতল করতে পারবি ? তাই বলছি জাহ্নবি ! এই পুত্রহারা উন্মাদিনী উলুগীকে সেই বৈধব্যের কর হ'তে উদ্ধার কর । তোব অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়ে তোর দয়াময়ী জাহ্নবী নামের গুণ দেখা । এই আমি তোর পদতলে পতিত হ'লাম, রক্ষা কর । [পদ ধারণ ।]

জাহ্নবী । তাই ত' ! আমি যথার্থই ত' দানবী সেজেছি । যথার্থই ত' আমি আমার দেবীর বিসর্জন দিয়ে বান্ধসী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি । যথার্থই ত' অর্জুনের বক্ষরক্ত দিয়ে আমার ভীষ্মের শোকানল নির্বাপন করতে পারবো না । তবে আমি কি ক'রে বসেছি ! আমি পুত্রশোকে পাগলিনী, কিন্তু এক অর্জুন বিনষ্ট হ'লে যে আরও কত নিরপরাধিনী রমণী পতিশোকে হাহাকার করবে । তাদের সেই হাহাকার এবং উত্তপ্ত নিশ্বাস যে আমার বুকে এসেই আঘাত করবে,—তাতে আবণ্ড অশান্তি ভোগ করতে হবে । তবে আমি কি ক'রে ফেলেছি ! দেখি চিন্তা ক'রে, কোনও উপায় আছে কি না ! [চিন্তা]

উলুগী । [উঠিয়া] এই যে এখন তোর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির পরিবার্ত্তে মধুর মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি । দেখ্ দেখি মা !

এ কেমন ! এইবার তোকে মা মা বলে ডাকতে সাধ হ'চ্ছে । এইবার তোর বুকে মাথা রেখে প্রাণের ব্যথা জানিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হ'চ্ছে । পতিতপাবনী মা আমাব । এইবার মায়েব কাজ কর, সমুদ্রের মুখের দিকে একবার করুণানয়নে চেয়ে দেখ । দারুণ অভিশাপ তোব ফিরিয়ে নে ।

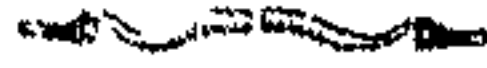
জাহ্নবী । উলুপি । আর লজ্জা দিস্ না মা । যা হবার তা হ'য়ে গেছে । যে অভিশাপ সে দিন মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, তার আব খণ্ডন হবে না । পুত্র-কবে অর্জুনের মৃত্যু হবেই ; তবে তার পুনর্জীবন প্রাপ্তির এক উপায় আছে । সে উপায় তোকে এখন বলে দেব না,—বথাসময়ে তুই আমারই নিকটে জানতে পারবি । কিন্তু সাবধান করছি, যেন অর্জুনের পুনর্জীবন সম্বন্ধীয় কোন কথা আমি যতদিন অনুমতি না দেবো, ততদিন ঘুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ করিস্ না । যা, এখন শ্মশান থেকে ঘরে ফিরে যা । আজ কেবল তুই তোব পতিভক্তির গুণেই আমার নিকট হ'তে এই আশ্বাস-বাক্য প্রাপ্ত হ'লি । আমি এখন চললাম ।

[মঞ্চর প্রস্থান ।

উলুপি । এই এক বিয়ম দুশ্চিন্তার হাত হ'তে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম । জাহ্নবীর বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না । যাই এখন, সেই ভীষণ দিনের অপেক্ষা ক'রে আজ হ'তে আমাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে হবে । জয় মা জাহ্নবী । জয় মা জাহ্নবী ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।



বনভূমি ।

(দস্যুসদা বগতিতে চণ্ডসিংহ ।)

চণ্ডসিংহ । সেনাপতি চণ্ডসিংহ আজ ভীল দস্যুপতি প্রচণ্ড চণ্ডসদার,—যার দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপে আজ পর্বত, গিরি থরহরি বিকম্পিত—সহস্র সহস্র তুর্কম ভীল দস্যুগণ যার ইঙ্গিতে আজ পরিচালিত—সহস্র সহস্র দস্যুগণের করমুত কৃপাণ আজ যাব ইঙ্গিতে নিক্ষেপিত এবং কোষবদ্ধ । যে দিন সেই মণিপুর-রাজ্য হ'তে লাজিত, বিতাড়িত এবং ভগ্নমনোরথ হ'য়ে এই ভীষণ অরণ্যে নির্বাসিত হয়েছিলাম, সেই দিন হ'তেই আমি স্বেচ্ছায় এই দস্যুপতি-পদ অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করেছি । সেইদিন হ'তেই নরহত্যা-যজ্ঞে দীক্ষিত হ'য়ে ক্রমশঃ পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত ক'রে নিয়েছি,—হৃদয়কে বজ্রাপেক্ষা দৃঢ় ক'রে গড়েছি । এখানে মেহ, দয়া, পুণ্য, ধর্ম কিছুই আর স্থান পায় না । একমাত্র 'প্রতিহিংসা-ব্রত সাধন' করবার পক্ষে যত রকম অন্তরায়—যত রকম প্রতিবন্ধক থাকুক না কেন, সে সমস্তকেই চণ্ডসদার বাম পদে দলিত ক'রে চ'লে যাবে । বজ্রবাহন । তোর যে মণিপুর-রাজ্য লোভে এক দিন

বিজ্রোহী সেজে তোর নিকটে কঠোর দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছি,—তুই মনে করিস্ না যে, চণ্ডসিংহের অন্তর হ'তে সেই প্রলোভন অন্তর্হিত হয়েছে,—ববং সেই প্রতিহিংসার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ্যলোভ আমাব আরও চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়েছে । সেই প্রতিহিংসা সাধন কর'বো ব'লেই ত' এই দস্যুগণেব মধ্যে দস্যু-সর্দারের আধিপত্য গ্রহণ কবেছি । স্বকাৰ্য্য উদ্ধারের জন্ত দস্যুগণকে বহু পরিশ্রম স্বীকার ক'রে নানা অশ্রুকোশল শিক্ষা দিয়েছি । শীঘ্রই এই চণ্ডসর্দারের শিক্ষিত দস্যুগণের রণ-নৈপুণ্য মণিপুরবাসীর প্রত্যক্ষীভূত হবে ; শীঘ্রই তোব মণিপুর বাসীর উষ্ণ শোণিতে চণ্ডসর্দার তার প্রাণের প্রবল পিপাসার শান্তি করবে । ব'ড সূযোগ পেয়ে একদিন তুই যে সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেছিলি, সেই সিংহ কখনই সেই প্রতিহিংসা সাধন না ক'রে কিছুতেই শান্ত হবে না । উঃ—কি সেই অপমান ! কি সেই লাঞ্ছনা ! কি সেই মর্যাদাভঙ্গ ! স্মৃতিপথে উদয় হ'লে যেন সর্বদাঙ্গ আমার বিছাৎ ছুটতে থাকে,—উঃ । [পদচাবণা ।]

(জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ ।)

চণ্ডসিংহ । কি সংবাদ চর ?

চর । আজ্ঞে, মণিপুর-রাজকুমার নিজ জন্মতিথি উৎসবের জন্য এই জঙ্গলে যুগশিকার করতে আসছেন । সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত অধিক পরিমাণে নাই ।

চণ্ডসিংহ । আচ্ছা স্থানান্তরে যা ।

[চরের প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । এই একটা উত্তম সুযোগ উপস্থিত । এ সুযোগ
কখনই পরিত্যাগ করা কর্তব্য নয় । [বংশীধ্বনি করণ ।]

(মহম্মদ গীতকণ্ঠে অঙ্গশস্ত্র-সুসজ্জিত একদল ভীল-দস্যব প্রবেশ ।)

ভীল-দস্যগণ ।—

গীত ।

ক্যা হুন্সুম্, ক্যা হুন্সুম্ ।
মোবা লাঠি চালাই, তলোয়াব ভাঁজাই,
লড়াই লাগাই হুডুদুসুম্ ।
মোবা আচ্ছা হুসিয়াব,
ব্যারসা তাবিফ, এয়ারসা মাকিক,
ঘুবাষ্ট হাতিয়ার,—
মোবা চোট মায়েঙ্গে, শিব তোড়েঙ্গে,
আবি দেঙ্গে মালুম্ ।

চণ্ডসিংহ । , শোন দস্যগণ ।

মণিপুর-রাজপুত্র চিরশত্রু মোর ।
সম্প্রতি সে মৃগয়া কারণ,
সৈন্যসহ আসিছে এ বনে,—
তাই তোমা সব্যাকারে করেছি আহ্বান ।
আদেশ আমার,
সৈন্যসহ রাজপুত্রে করিবে সংহার,—
কোনো রূপে একটা সৈনিক
নাহি যেন পায় পরিত্রাণ ।

যাও সব হইয়া সজ্জিত
কাতারে কাতারে, অরণ্য মাঝারে,
লতাগুচ্ছ অস্তুরালে থাক লুকাইত ।
রাজসৈন্য পশিলে অরণ্যে,
সহসা তখনি
অতর্কিত ভীমবেগে করি আক্রমণ,
কদলী-কানন সম
ভূমিতলে পাড়িবে কুপাণে ।
আজি রণে হইলে বিজয়ী,
মণিপুর-সিংহাসন হইবে আমার ।
যাও—যাও বীরগণ ।
নিভয়ে করিবে রণ বীরমদে মাতি ।

দস্যুগণ । জয় সর্দার মহারাজ কি জয়,
জয় সর্দার মহারাজ কি জয় ।

[দস্যুগণের প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । [উদ্দেশে] বক্রবাহন ! আজ চণ্ডসর্দার দস্যু-
গণ সহ প্রচণ্ডবেগে তোকে আক্রমণ করবে । ক্ষুদ্র বালক !
তোমার সাধ্য নাই যে সেই আক্রমণে বাধা প্রদান করিস্ ।
আজ ক্ষুধিত কেশরী প্রাণ ভ'রে তোমার স্তম্ভিষ্ট শোণিত-স্থধা পান
করবে । আজ চণ্ডসর্দার তার সেই প্রতিহিংসা-যজ্ঞে তোকে
পূর্ণাহুতি দিয়ে মনস্কাম পূর্ণ করবে । ক্ষুদ্র বালক ! তোমার কি
সাধ্য যে মহাবীর চণ্ডের সঙ্গে শক্রতা ক'রে অক্ষতশরীরে

মণিপুর-সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখবি । তুই জানিস্ না যে বর্বর ।
স্বৈচ্ছায় সিংহপুচ্ছ আকর্ষণ করলে তার পরিণাম ফল কি গিয়ে
দাঁড়ায় । অপগত শিশু । আজ তোর জীবনলীলার শেষ
দিন,—নতুবা সেই নিয়তি পরিচালিত হ'য়ে এই স্বদূর নিবিড়
বনে যুগয়া উৎসব করতে আসবি কেন ? যাক্, এখন আমিও
দম্ভিত হ'য়ে দস্যুগণ সহ মিলিত হইগে । [নেপথ্যে সৈন্য-
কোলাহল ।] ঐ যে রাজসৈন্যগণের কোলাহল শোনা যাচ্ছে ।
আর বিলম্ব করবো না, যাই ।

[বেগে প্রস্থান ।

(রাজসৈন্যগণের প্রবেশ ।)

সকলে । জয় মণিপুর রাজকুমারের জয়, জয় মণিপুর
রাজকুমারের জয়, জয় মণিপুর রাজকুমারের জয় ।

[তৎক্ষণাৎ “জয় চণ্ডীদেব জয়” বসিতে বলিতে বেগে ভীল-
দস্যুগণের প্রবেশ ও উভয় দলে যুদ্ধারম্ভ এবং যুদ্ধ করিতে
করিতে রাজসৈন্যগণের পশ্চাৎপদ হওন ও ভীলগণের
আক্রমণ করিতে করিতে প্রস্থান ।]

(বেগে বজ্রবাহনের প্রবেশ ।)

বজ্রবাহন । কি আশ্চর্য্য ।

বন-দস্যু করে মুহূর্তের তরে

রণে ভঙ্গ দিল সব সৈন্য মোর ।

যুগয়া উৎসব, হাহাকারে হ'লো পরিণত ।

নিবিড় বনানি, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার,

একটি সৈনিক কোথা দেখিতে না পাই ।

কোথা যাই ? কোন্ পথে যাই ?

এ আধারে পথ নাহি পাই ।

অস্ত্রহীন কালাচাঁদ দক্ষ্য-কবে পড়ি,

আছে কি জীবিত হায় কেমনে জানিব ।

(সহসা রণোন্মত্ত চণ্ডসিংহের প্রবেশ ।)

চণ্ডসিংহ । | বক্রবাহনের সম্মুখে গিয়া তববাঁধি ধরিয়।]

কোথায় যাবি আজ ?

বক্রবাহন । কে তুমি ?

চণ্ডসিংহ । তোর যম ।

বক্রবাহন । কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে ।

চণ্ডসিংহ । এখনও চিন্তে পাবিস্ নাই অন্ধ ! আমি
সেই সেনাপতি চণ্ডসিংহ ।

বক্রবাহন । আপনি এ মূর্তিতে, এখানে ?

চণ্ডসিংহ । তোর উত্তম শোণিত পান কর্বো ব'লে ।

বক্রবাহন । যারা আমার সৈন্যগণকে পরাজিত করেছে,
সেই দক্ষ্যগণ কি তবে আপনার সহচর ?

চণ্ডসিংহ । তারা আমার আজ্ঞাবহ ভীল-দক্ষ্য, আর
আমি এখন সেই দক্ষ্য-দলপতি চণ্ডসর্দার ।

বক্রবাহন । কেন সেনাপতি মহাশয় । আপনি এরূপ
মূণিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন ?

চণ্ডসিংহ । পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে, আর
মণিপুর-সিংহাসন অধিকার কর্বো ব'লে ।

বক্রবাহন । আপনার এ ঘণিত উচ্চমে বড়ই ছুঃখিত হ'লাম ।

চণ্ডসিংহ । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আজ ছুঃখিত হয়েছি, কিন্তু মনে নাই সেই দিন, যে দিন এই সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে সভা মধ্য লাঞ্চিত করেছিলি ? মনে নাই সেই দিন, যে দিন এই চণ্ডসিংহেব কটিবদ্ধ কৃপাণ অপ্সারিত ক'বে তস্করের ন্যায় আমাকে মণিপুর-রাজ্য হ'তে বিতাড়িত কবেছিলি ? সেই প্রবল প্রতিহিংসানল আজ তোবই কুধিরধারায় চির-নির্ব্বাণ কব্বো ।

বক্রবাহন । আজ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সেনাপতি চণ্ডসিংহও যখন নবহস্তা দক্ষ্যকপে পরিণত হয়েছেন, তখন সেই দক্ষ্যকে দমন ক'বে রাজ-কর্তব্য প্রতিপালন করতে মণিপুর-বীৰ বক্র-বাহনও আজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না ।

চণ্ডসিংহ । আচ্ছা, এই অস্ত্রাঘাত করি, আত্মরক্ষা কর ।
[অস্ত্রাঘাত ।]

বক্রবাহন । [অস্ত্র দ্বারা বাধা দিয়া] সেনাপতি চণ্ডসিংহের নিকটেই এ কৌশল প্রথম শিক্ষা ।

চণ্ডসিংহ । বটে রে বালক ! তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ' ।

[যুদ্ধারম্ভ]

চণ্ডসিংহ । আরে আরে ছুঃখপোষ শিশু !

কতক্ষণ মম সহ যুদ্ধে রবি স্থির ?

বক্রবাহন । যতক্ষণ একবিন্দু শোণিতের শেষ

বহিবে এই ধমনী মাঝারে,

ততক্ষণ ক্ষত্রশিশু না হবে নিরস্ত ।

চণ্ডসিংহ । তিষ্ঠ ক্ষণকাল,

পশু সম হত্যা করি তোরে । [বংশীধ্বনি]

(সহসা মারু-মারু শব্দে ভীল-দস্যগণেব প্রবেশ ও বক্রবাহনকে
বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ ।)

চণ্ডসিংহ । এইবার—এইবার ।

বক্রবাহন । পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত ।

অন্যায়—অন্যায় যুদ্ধ !

ছিঃ-ছিঃ—

অস্ত্র-গুরু সেনাপতি হ'য়ে

পশু সম আচরণ তব ?

চণ্ডসিংহ । তোমার সনে কিবা রণ-নীতি ?

পশু সম বিনাশিব তোরে ।

সৈন্যগণ ।

এক সঙ্গে চেপে পড় বালক উপরে ।

বক্রবাহন । তবে রে শৃগাল ।

[সেনাপতির বক্ষ আক্রমণ ।]

চণ্ডসিংহ । সৈন্যগণ । পৃষ্ঠদেশ কর আক্রমণ ।

(ভীল-দস্যগণ বক্রবাহনের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিল ; বক্রবাহন
পশ্চাৎ ফিরিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে, চণ্ডসিংহ
তরবারি দ্বারা বক্রবাহনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল ।)

বক্রবাহন । [পতিত হইয়া] উঃ—উঃ । নারায়ণ ।

মা । [মূর্ছ্য ।]

চণ্ডসিংহ । কি আনন্দ আজ !
 উৎপাটিত হ'লো মম পথের কণ্টক,—
 এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম ।
 চল মৈন্যাগণ !
 [বক্রবাহনকে পদাঘাত করিয়া]
 থাক পড়ি এই ভাবে,
 শৃগাল কুকুরে মাংস করুক ভক্ষণ ।

[প্রস্থান

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ “জয় চণ্ডসিদ্ধাবকি জয়” বলিতে বলিতে
 দক্ষ্যগণের প্রস্থান ।]

(বেগে কালাচাঁদের প্রবেশ ও বক্রবাহনের মস্তক কোলে লইয়া
 উপবেশন এবং সর্বাঙ্গে হস্ত সঞ্চালন ।)

কালাচাঁদ ।—

গীত ।

গা তোল গা ডোল, তাজ ধবাতল,
 কেন বল তব ধূলাতে শয়ন ।
 আর রবে না বেদনা, জুড়াবে যাতনা,
 কথা কও একবার মেলিযে নয়ন ॥
 সদা হরি পদে মন, স'পেছে যে জন,
 অকালে তার কি যায় বে জীবন,—
 ত্যজিয়ে গোলকে, আসিয়ে ভুলোকে,
 বিহরি পুলকে ভক্রেবি কারণ ।

আমি সদা বাঁধা আছি তব প্রেম-ডোরে,
আমি নিশিদিন বড় ভালবাসি তোরে,
আমি প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেম অভিলাষী,
ভালবাসি তাই প্রেমের বাঁধন ॥

বক্রবাহন । [চেতনা পাইয়া] কি শান্তির ঘুম ! যেন
কোন স্বর্গের অমিয় বাতাস আমার সর্ব্বাঙ্গে ফুর্ ফুর্ ক'রে
ব'য়ে যাচ্ছে । যেন কোন মন্দাকিনীর পূত নীকর আমার
শ্রান্ত দেহকে শীতল ক'রে দিচ্ছে । এ কোথায় আমি ! কার
কোলে শয়ন ক'রে আছি ! কার মোহন শ্যাম ছবি আমার
আজ নয়নের সম্মুখে ভাসছে !

কালচাঁদ । কেন কুসুম ! চিন্তে পাচ্ছ না ? আমি
তোমাদের সেই ভিখারী কালচাঁদ ।

বক্রবাহন । কালচাঁদ ! তুমি ? তোমার কোল এত
কোমল ? তোমার স্পর্শ এত শীতল ? কই ! আর ত'
কখন জানতে পারি নাই কালচাঁদ ।

কালচাঁদ । এখন কি বেশ সুস্থ হয়েছ ?

বক্রবাহন । কত সুস্থ, তা' তোমাকে বলতে পারি না ।
জীবনে এমন সুস্থতা কখনও অনুভব করি নাই । কালচাঁদ ।
তুমি কি মানুষ, না কোনও মহাশক্তিসম্পন্ন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ?

কালচাঁদ । মহা-সঞ্জীবন পত্রের রস পানে তুমি এইরূপ
সুস্থতা অনুভব করছ । এখন ওঠ । সৈন্য-সামন্ত ল'য়ে রাজ-
ধানীতে চল ।

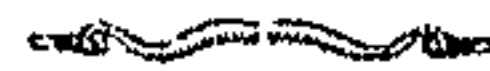
বক্রবাহন । [উঠিয়া] কোথা গেল সেই দস্যুপতি চণ্ড-
সিংহ, যার হস্তে আমি ভূতলশায়ী হয়েছিলাম ?

কালচাঁদ । সে তোমাকে মৃত মনে ক'রে দলবদ্ধ হ'য়ে
মণিপুর-রাজ্য অধিকার কর্তে অগ্রসর হয়েছে ; তুমি এখন
সত্তর গিয়ে তাকে বাধা দেবে চল ।

বক্রবাহন । চল কালচাঁদ ! শীঘ্র চল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।



নিভৃত কক্ষ ।

(শোভা আপন মনে গাহিতেছিল ।)

গীত ।

আমি আঁধারে ভেসে এসেছি,

আঁধারে মিশিয়া যাইব ।

আমার, সবে না উজল আলোক-ভাতি,

আঁখি মুদে সদা রহিব ॥

বিরলে ফুটেছি, বিরলে ঝরিব,

বিরলে বিরলে নীরবে শুখাব,

আমি, নীরব প্রাণের নীরব বেদনা,

নীরব হৃদয়ে সহিব ।

আমি, সারাটা নীরব যামিনী বসিয়া,
 আগিব নীরব রাগিনী গাহিয়া,
 আমি, নীরবতা নিয়ে পেতেছি সংসার,
 সেই নীরবতা মনে আগিব ॥

শোভা । এত চেফটা করছি মনকে ফেরাতে, কিন্তু কিছুতেই মনকে ফেরাতে পাচ্ছি না,—প্রবাহে পতিত তরীর মত একটানে ছুটে চ'লে যাচ্ছে । এত যে নিশিদিন বুঝাই, কিছুতেই ত' মন সে কথা বোঝে না । আমি ছায়াটি দেখলে যার শত হস্ত দূরে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু মন আমার আগেই গিয়ে তার কাছে প'ড়ে থাকে । আমি যার ছবিটি পর্যন্ত হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে চাই, কিন্তু মন তাকে ঢেকে রেখে ব'সে থাকে । জানি না, কেন পাপ মন এমন ক'রে আমাকে যজ্ঞণা দেয় । বিধাতা যার উপর বিরূপ, তার দশা বুঝি এইরূপই ঘটে থাকে । বিধাতা বিরূপ না হ'লে কাঙ্গালিনীর প্রাণে মাণিক লাভেব আশা হবে কেন ? অন্ধের প্রাণে আলোক দেখবাব আশা জাগবে কেন ? ছ'দিন আগে ত' বেশ ছিলাম,—কোন ব্যথা—কোন বেদনা ত' তখন অনুভব করতে পারি নাই । পৃথিবীর খোলা বাতাসে খোলা প্রাণে কেমন নৃত্য ক'রে বেড়াতাম । জগতের কোন একটা শক্তির উচ্চানে তখন ফুটেছিলাম,—সংসারের কোন একটা সারল্যময় দেবমন্দিরে যেন তখন দিবানিশি উৎসবে মেতেছিলাম,—জীবনের কোন এক শারদীয় জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যেন শৈবালের মত সরসী-সলিলে ভেসেছিলাম ;

কেন বিধাতা আমার সে শৈশবের খেলাঘর ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে
এই জ্বালাময় সংসারে এনে উপস্থিত করলে ? তুমি বয়সের
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও বৃদ্ধি ক'রে দাও, কিন্তু তাতে ত'
ছুঃখ কমে না, আরও বাড়ে,—প্রাণের পূর্ণতা ক'মে গিয়ে
প্রাণকে আকাঙ্ক্ষা, বাসনার করে জনোব মত সঁপে দেয় । কে
জানে, মানুষকে নিয়ে তুমি এমন ক'রে পুতুল খেলিয়ে বেড়িয়ে
কি সুখ পাও ? ভগবান । যার কখন যে আশা পূর্ণ হবার
সম্ভাবনা নাই, তাব প্রাণে কেন সেই ছুরাশাব নেশা জমিয়ে দিয়ে
তাকে পাগল ক'রে তোল ? নারায়ণ । তাব সেই শৈশব
সঞ্চিত শান্তিটুকু কেন কেড়ে নিয়ে তাকে ছুঃখের স্রোতে
ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যাও ? যার কেউ নাই, এ সংসারে যার
এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়ে দেবার কেউ নাই, তার প্রাণে এমন
তীব্র বেদনা দিয়ে তুমি কি পরীক্ষা কর প্রভু ? আমি অনাথা
বালিকা, পর মুখের দিকে চেয়ে' চেয়েই জীবন কাটাতে হবে ।
নিজ হৃদয়ের ব্যথা চেকে রেখে যার মুখে আনন্দ প্রকাশ
করতে হবে,—চোখের জল চোখে দেখা দেবার পূর্বেই যার
উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে সে জল শুকিয়ে ফেলেতে হবে, সেই কাঙ্গালিনী
আমি,—আমাকে আরও কাঙ্গালিনী সাজিয়ে তোমার আব
কি লাভ হবে ঠাকুর ? আমি সংসারের ধূলিকণা, সংসারের
আবর্জনা,—আমার এই উপেক্ষিত জীবনে কেন দয়াময় । এমন
ক'বে আকাঙ্ক্ষার অনল জ্বলে দিয়েছ ? দাও জগদীশ্বর । আমি
যেমন ছিলাম, আমাকে তেগ্নি ক'রে দাও,—আমার দরিদ্রের

সম্বল যা' ছিল, তাই দিয়ে তোমার বোঝা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে
যাও ।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।)

চিত্রাঙ্গদা । শোভা ! লক্ষ্মী মা আমার !

শোভা । কেন রাণী-মা !

চিত্রাঙ্গদা । একটা কথা শুনবে ?

শোভা । কেন শুনব না মা !

চিত্রাঙ্গদা । তুমি ত' বুদ্ধিমতি মেয়ে, সবই ত' বোঝা মা !

শোভা । কি করেছি মা ? [অবনতমুখী হওন ।]

চিত্রাঙ্গদা । নিজে কেন এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছ মা ?

শোভা । কই মা ! আমার ত' কোন কষ্টই নাই ।

চিত্রাঙ্গদা । কেন ভুলাচ্ছি মা ! আমি যে সবই বুঝতে
পারি । তুই দিবানিশি কি তুষের আঙনে পুড়ে যাচ্ছি, তা
কি আমার বুঝতে বাকি আছে ? কই, তোর সেই মুখভরা
হাসি এখন কোথায় ? কেন তোর সেই প্রফুল্লমুখে এখন দিন
দিন কালিমার ছায়া পড়ছে মা ? তোর সেই ঢলঢলে চোখ
ছুটী এখন সদাই জলভরা হ'য়ে ছল্ ছল্ করে কেন শোভা ?
আমি কি কিছুই দেখতে পাই না ?

শোভা । • অস্থখ করেছে মা !

চিত্রাঙ্গদা । এ যে তোর মনের অস্থখ শোভা ! এ অস্থখ
যে তুমি নিজে নিজে সার্বার চেষ্ঠা না করলে, আর কেউ
সেরে দিতে পারবে না মা !

শোভা । [চক্ষে অঞ্চল দান ।] -

চিত্রাঙ্গদা । আবার কাঁদছ ? [চক্ষু মুছাইয়া] ছিঃ শোভা ! নিজের মনকে নিজে বশে রাখতে পার না ? অভাগিনি ! এখনও এ পথ হ'তে ফেরবার সময় আছে । ফিরতে চেষ্টা কর, নইলে ভবিষ্যৎ ফল তোমার বড়ই বিষময় হ'য়ে দাঁড়াবে মা !

শোভা । কি করলে আবার সেই বালিকা হ'য়ে বেড়ান যায় মা ?

চিত্রাঙ্গদা । সে আর এ জীবনে কখনও হওয়া যায় না মা । সে শুভদিন মানুষের ভাগ্যে একবার বই আর দুইবার আসে না । না আত্মক, তা ব'লে কি স্রোতের মুখেই ভেসে চলতে হবে ? তবে ভগবান মানুষকে সংযমশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কেন ? সংযমের বলে মানুষ অগ্ন-জল পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে জীবন ধারণ করতে পারে ।

শোভা । সে সংযম তবে কেমন ক'রে শেখা যায় মা ? আমায় ব'লে দাও জননি ! আমি সেই সংযম শিখবো ।

চিত্রাঙ্গদা । নিজের মনকে বেঁধে ফেলতে পারলেই সংযম শেখা যায় শোভা । এই এখন যেমন তুমি তোমার মনের বাধ্য হ'য়ে মনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আবার যখন মন তোমার বাধ্য হ'য়ে তোমার ইচ্ছিতে চলতে থাকবে, তখনি জানবে যে সংযম শিক্ষা হয়েছে ।

শোভা । মনকে কি দিয়ে বাঁধতে পারা যায় দেবি ?

চিত্রাঙ্গদা । একমাত্র নারায়ণের পদে মনকে সমর্পণ করতে

পারুলেই মনকে বাঁধতে পারা যায় মা । যে মন তোমার তুচ্ছ মানুষের প্রেমলাভের জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে, সেই মনকে যদি সেই নারায়ণের পবিত্র প্রেমলাভের লোভে উন্মাদ ক'রে তুলতে পার, তবেই তোমার মন আর অন্য দিকে যাবার অবসর পাবে না । সে প্রেমের কাছে কি ছার তুচ্ছ মানুষের প্রেম ! সে স্বর্গীয় ভালবাসার কাছে কি ছার অপদার্থ স্বার্থময় মানুষের ভালবাসা মা । সেই প্রেমময় হরিকে একবার যে প্রেম-ডোরে বাঁধতে পেরেছে, আর ত' তার প্রাণে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষার কণ্টকে বিদ্ধ করতে পারে না মা । সেই পরম সুন্দর সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় ছবি একবার যে হৃদয়ে আঁকতে পেরেছে, আর ত' সে তার চক্ষুকে মানুষের চঞ্চল সৌন্দর্যের দিকে মুহূর্তের তরেও ফিরাতে চায় না মা । এমন সুন্দর সেই শ্যাম-রূপ মা । যার কণামাত্র সৌন্দর্য নিয়ে ঐ রবি, শশি, গ্রহ, নক্ষত্রকুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে বসেছে,—যার শ্যাম অঙ্গের এক বিন্দু আভা নিয়ে, ঐ দেখ, মা । ঐ অনন্ত আকাশ মহাসৌন্দর্যময় হ'য়ে উঠেছে,—যে নীলমাধবের এক বিন্দু নীলিমা নিয়ে, ঐ দেখ, মা । ঐ নীল-সিদ্ধি কেমন তরঙ্গ-লীলা বিস্তার ক'রে বেড়াচ্ছে । যদি রূপ দেখে ভুলতে হয়, যদি সৌন্দর্য নিয়ে মজতে হয়,—তবে সেই ভুবনমোহন নব-নটবর শ্যামসুন্দরের রূপে না ম'জে, কেন অসার মানুষের রূপে মজতে চাস্ মা ? এমন সুরধুনি জাহ্নবীসলিল ফেলে, এই কূপোদকে ডুব দিতে চাস্ মা ?

শোভা । মা । মা । তুমিই আমার যথার্থ মা । ব'লে
দাও মা । কি করলে, কোথায় গেলে, আমি সেই শ্যামসুন্দরকে
লাভ করতে পারব মা ।

চিত্রাঙ্গদা । আবার কোথায় যাবি মা ? এখানে ব'সেই
তার সন্ধান পাওয়া যায় । ঐ যে কলনাদিনী তটিনী কুল-কুল-
রবে আকুলপ্রাণে ব'য়ে যাচ্ছে,—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, তরঙ্গিনী
তোমার শ্যামসুন্দরের সন্ধান ব'লে দেবে । ঐ যে তরুগণ পুষ্প-
পল্লবে স্নশোভিত হ'য়ে যার চরণে উপহার দেবে ব'লে ফুলের
ডালি মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, তরু-
গণ তোমার প্রেমময় কৃষ্ণের সন্ধান ব'লে দেবে । তাকে পাবার
জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে হয় না মা । কেবল তোমার
মনকে অন্য দিক থেকে জোর ক'রে টেনে এনে, একবার সেই
কৃষ্ণবুলি শিথিয়ে উড়িয়ে দে মা । দেখবি, তোমার মন-পাখীই
তাকে ডেকে নিয়ে এসে উপস্থিত করবে মা ।

শোভা । আজ আমাকে এ কি মন্ত্র শিথিয়ে দিলে মা ?
আমি আজ হ'তে দিবানিশি কেবল ঐ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে মন্ত্র
জপ করবো,—আর কোন দিকে ফিরেও চাইব না ।

চিত্রাঙ্গদা । তা হ'লেই তোমার সব ব্যথা, সব কষ্ট দূর হ'য়ে
যাবে মা । আর দিবারাত্র এমন ছ-ছ ক'রে জ্বলতে হবে না ।
দেখবি মা । আবার তোমার প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে যাবে । সেই প্রেম-
ময় হরির প্রেমে হৃদয় পূর্ণ থাকলে, আর সেখানে সংসারের
আবজ্ঞনা প্রবেশ করতে পারবে না । আশীর্বাদ করি, লক্ষ্মী

মা আমার । আজ হ'তে তুমি তোমার সব ভালবাসা—সব প্রেম—তোমার যথাসর্বস্ব, সেই নারায়ণের চরণে সমর্পণ ক'বে চির-সুখিনী হ'য়ে সংসারে বাস কর । এত কথা আজ কেন বলছি মা, বুঝেছ ? তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তির জন্ম, আব এই মণিপুর-রাজ্যের মঙ্গল কামনায় । বজ্রবাহন যে এখনও তোমারি মত চঞ্চলমতি বালক ! এখনও ত' সে তার বুদ্ধিকে স্থিরভাবে পরিচালিত করতে শেখেনি মা । অথচ এই বিশাল রাজ্যেব গুরুভাব তার কোমল মস্তকে বহন করতে হ'চ্ছে । ভেবে দেখ ত' মা । কত দায়িত্বপূর্ণ সেই রাজ্যভার । তাই ভয় হয়, পাছে তোমাদের এই চঞ্চল ভালবাসা হ'তে মণিপুর-রাজ্যের কোন অনিষ্ট সংঘটন হয় ।

শোভা । না মা ! আমি আজ হ'তে রাজ্যের মঙ্গল জন্ম তোমারি প্রদত্ত মন্ত্র জপ ক'রে সব আশা জন্মের মত বিসর্জন দেবো । যদি ভাগ্যদোষে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দয়া নাই করেন, তা হ'লে জননি । এই দুঃখ-দগ্ধ তুচ্ছ জীবন অনলকুণ্ডে কিংবা সাগরের নীরে বিসর্জন দিয়ে চিরদিনের মতন রাজ্য-কণ্টক উৎপাটন ক'রে ফেলবো ।

চিত্রাঙ্গদা । ছিঃ মা ! অমন কথা বলতে নাই । কেবল একমনে সেই হরিকেই ভজন করতে শেখ । তা হ'লেই সব দিকে মঙ্গল হবে । সে আলো হৃদয়ে একবার আলুতে পারলে, সব অন্ধকার কোথায় দূর হ'য়ে যাবে । আমি এখন যাই মা !

[প্রস্থান ।

শোভা ।—

গীত ।

যা' রে দূরে যা' রে যত বাসনা ।

মরম ব্যথাবে, অত আদর ক'রে,

আর ত' মরমে বসাব না ॥

আমি ভুলে যাব সেই স্বপনের বাঁশী,

কাদিব না আর অশ্রুণীরে ভাসি,

আমি পিয়াস-নয়নে সেই মুখশশী,

বাবেক ফিরিয়ে চাহিব না ।

আমি অতীতের স্মৃতি ফেলিব মুছিয়ে,

আমি দিয়েছি যা' সব আনিব ফিরায়ে,

আমি ঘুমঘোর হ'তে উঠিব জাগিয়ে,

কবির শ্রীহবির সাধনা ॥

[প্রস্থান ।

শাশ্তি দৃশ্য ।

১৯২২

১

বনপথ ।

(বিচলিতভাবে চণ্ডসিংহের প্রবেশ ।)

চণ্ডসিংহ । হ'লো না—হ'লো না ।

সব আশা ভেঙ্গে গেল মোব ।

মণিপুর-সিংহাসন-আশা,

চূর্ণ হ'লো জনোব মতন ।

অগণন দস্যুদল মম,

এক সঙ্গে প্রাণ দিল ক্ষুদ্র শিশু-করে

কি আশ্চর্য্য না পাবি বাঁধাতে ।

অহস্তে বধিলু যাবে কবি অপ্রাধাত,

কেমনে সে বাঁচে প্রাণে পুনঃ ?

কেমনে সে যুহুর্ভেব মাঝে,

কোন্ মহাশক্তি লভি

সমবে দুঃখ মূক্তি ধাবিল সহসা ?

হেবিলাম বণকেন্দ্র মাঝে,

ভীষণ কুতাস্ত যেন ঘুরিছে বাণক ।

অপলক নেত্রদ্বয়ে ছুটিছে নিছ্যৎ,

মার মাঝে বব মুখে,

ধরি তীক্ষ্ণ অসি,

মৃগভেদে ছেদিল যম সমস্ত সৈনিক,—
 বহু কণ্ঠে প্রাণ নায়ে আসি নু ফিবিষে ।
 জীবনের বড় সাধে খটিল বিবাদ,
 চিব অবসাদ-নীরে ডুবিলু এবাব ।
 বথা আশা তরুণুলে সিকিলু সলিল,—
 বথা সে কল্যাণ-সৌধ
 বিবচিলু হৃদয়-গগনে ।
 বার্থ আশা ।
 আজ হ'তে যা বে দূর হ'য়ে ।
 প্রাণহিংসা ।
 আশ না জ্বালান তোবে এ জীবনে কভু ।
 নৃসিংহাম দৈব মোরে নিতান্ত বিমুখ,—
 দৈব প্রতিকূল যাব,
 আশা তাব নাহি পূর্ণ হয় ।
 আজীবন বণ-মদে মাত্তি,
 ধন্যধন্যে দিযে জলাঞ্জলি,
 সৌবিলু পুরুষকাৰে যে বাজ্যের লোভ,—
 সে বাজ্যে ব ছুৰ্ভেদ্য প্রাচীবে,
 দৈবের অলজ্য শক্তি আছে প্রাতিষ্ঠিত ।
 মহাপাণী আমি,
 পশুবলে হ'য়ে বলীয়ান,
 ধন্যের অমোঘ শক্তি ইচ্ছি নাশিবাবে ।

বক্রবাহন !

বুঝিলাম নহ তুমি সামান্য বালক,

অসামান্য দৈববল তব,—

শত চণ্ডসিংহ তব কি করিতে পারে ?

(সহসা গীতকণ্ঠে ভজা পাগলার প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

অন্ধ আঁখি ছুটেছে কি তোর ।

এত দিনে ভাঙ্গলো কিরে চিরদিনের ঘুমের ঘোর ।

নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লি কেমন খাটী কি না বন্ধের কল,

নিজের হাতে মারলি যারে কার বলে সে বাঁচে বল,

কালভবহারী হরি এসে তোর প্রাণে ব'সে দিতেছে জোর ।

চণ্ডসিংহ । তুই পাগল হ'লেও আজ আমি অপেক্ষা কত সুখী ।

ভজা । সেটা কি এতদিন পরে বুঝতে পেরেছ ? ওরে ।

সংসারে থেকে যে সুখী হ'তে চায়, সে তবে এই ভজার মত

পাগল হোক । পাগল নইলে আর মজা নাই রে মজা নাই ।

চণ্ডসিংহ । ভজা ! আমায় পাগল ক'রে দে,—আমি
পাগল হবো ।

ভজা । সে এখন চের দেবী ।

চণ্ডসিংহ । তোর কথা শুনে আগে রাগ কর্তাম, কিন্তু

আজ যেন তোর উপর কেমন এক অনুরাগ এসে পড়ছে ।

ভজা । বল কি চাঁদ ! এত শিগ্গির ?

চণ্ডসিংহ । এখন আমাতে আর বস্তু পশুতে প্রভেদ কি আছে ?

ভজা । এক বিন্দুও না ।

চণ্ডসিংহ । পশুগণ বনে বাস করে, আমিও সমাজ-বিতাড়িত নরপশুরূপে এই অরণ্যে বাস করি ! পশুগণ হিংস্র-প্রকৃতি, আমিও তাই,—নতুবা দস্যুসর্দার হ'লাম কিসে ?

ভজা । এই যে বাবা ! এরই মধ্যে বেশ একটু অনুতাপ দেখা দিয়েছে । এখন কিছু দিন পর্য্যন্ত ঐ আগুনে জ্বলতে থাক,—তার পর দেখা যাবে । আমি এখন বিদায় হই ।

[প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । হায় ভাগ্য !

নরকূলে লাভিয়া জনম,
আজীবন কি কৰ্ম্ম করিনু ?

পশু সম ফিরি বনে বনে,
পশুধৰ্ম্ম করেছি সাধন ।

মানব-নয়ন

না চাহে আমার পানে,
ঘৃণা ভরে চাহে অন্য দিকে,—

কিংবা হিংস্র পশু ভাবি,

সভয়ে পলায় দূরে মানব-সমাজ ।

কিবা ফল তবে এই ঘৃণিত জীবনে ?

জীবনের সব সাধ ভেসে গেল যদি,

ধরিয়া এ নরদেহ,
 নরকূলে যদি মোর না হইল স্থান,
 তরু-পত্র অন্তরালে,
 চিরদিন যদি মোর হইল বিশ্রাম,—
 তবে কেন বৃথা সে জীবন ?
 তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর
 আয় মৃত্যু আজি !
 করপুটে তোরে এবে করিরে প্রার্থনা,—
 তুই বিনা এ বদ্বনা জুড়ানে না কভু ।
 উদ্যমবিহীন—ভগ্নমনোরথ—
 সংসারতাড়িত যেই জন,
 মৃত্যু ভিন্ন অন্য গতি নাহি তার আর ।
 তবে কেন চিন্তি বৃথা ?
 করস্থিত নাগিত কুপাণে
 কণ্ঠে ছিন্ন করি এবে ।

[নিজ কণ্ঠে তরবারি বিদ্ধ করিতে উদ্যোগ ।]

(মহা গীতকণ্ঠে কলহ ও চাতুরীর প্রবেশ ।)

উভয়ে । [চণ্ডসিংহের হস্ত ধরিয়া]

গীত ।

ছি ছি ছি, কর কি কর কি শানিক ।

মোরা হেগে মরি, তোমার রকম হেরি,

আরে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ॥

দেখ না চাঁদের ষাণ্ডার, রয়েছে খোলা তোমার,

ছাড়িয়ে এমন সোনার সংসার,

যাওয়াটা তোমার হবেই বল কি ঠিক ।

দেখাবো তোমারে সোনার স্বপন,

জুড়াবে তোমার হৃদয়-বেদন,

তব তরে ঐ রাজ-সিংহাসন

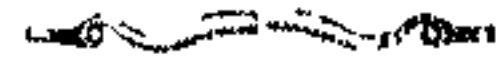
উজ্জলি কেমন করে ঝিক্ ঝিক্ ॥

[গীতান্তে উভয়ের প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । এ্যা ! তাই না কি ? এ সংসারটা তা হ'লে
খুব আনন্দেরই স্থান না কি ? আবার ব'লে গেল,—রাজ-
সিংহাসন আমারই জন্য ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে । তা কি সত্য না কি ?
আবার যেন উদ্ভম, উৎসাহ এসে তাড়িতের ন্যায় আমার হৃদয়
অধিকার ক'রে বসলো । এই যে আবার আশা—তৃষ্ণা—ভরসা
সবই নূতন মোহিনী নৃত্তিতে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালো !
এই যে আবার আমার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ
শোণিতস্রোত প্রবাহিত হ'তে থাকলো । এই যে আবার
আমার কটিনিবন্ধ কোষগুপ্ত তরবারি বক্রবাহনের উষ্ণ রুধির
পান করবার জন্য বান্ বান্ শব্দে বেজে উঠলো । এই যে
পুনরায় সেই নিব্বাণোগ্রাস্থ প্রতিহিংসা-বহি আবার দ্বিগুণ
রূপে জ্ব'লে উঠলো ! তবে আর কেন ? এখন যাঁবো !
বক্রবাহন ! সাবধান !

[বেগে উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।

১৭৯৬৬৬৬

গণিপুর—পাণ্ডব-শিবির-প্রান্তর ।

(ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী ।)

গীত ।—[নৃত্যসহ]

উভয়ে ।— আমরা দু'জন কাটি ঘোড়ার ঘাস ।

ঘোড়ার দানা জুগিয়ে বেড়াই এমনি ক'বে বাব মাগ ।

ঘেসেড়া ।— আমি যখন কান্তে ধবি,

ঘেসেড়ানী ।—আগিও তখন মুচ্কে হেমে নখনা বাণ মাঝি,—

ঘেসেড়া ।— তাই ত' হাতে ব্যথা লাগে না,

ঘেসেড়ানী ।—তাই ত' মাণিক এক পলকে কেটে ফেলিস্ ঘাসেব বাণ ।

ঘেসেড়া ।— তুই আমার বল্জেন্ধবা মাগ,

ঘেসেড়ানী ।—তুই আমাব সাত পুরুষের নাগব মাণিক কবিস্ নাক'বাণ,—

উভয়ে ।— আমরা পীবিত ক'রে বেড়াই চ'বে মিটিয়ে প্রাণেব আশ ॥

ঘেসেড়া । আচ্ছা বল্জেন্ধবা রে ঘেসেড়ানি ! এই পাণ্ডব-
দের সঙ্গে সঙ্গে যত যত মূলুক দেখে এলাম, তার মধ্যে
কোন মূলুকটা তোর প্রাণে বেশ লাগছে ?

ঘেসেড়ানী । এই মূলুকটাই যেন আমার প্রাণে বেশ লেগেছে । চাবিদিকে কেমন সবুজ রঙের পাহাড়,—বার্ বার্ ক'রে বাব্বা থেকে কেমন জলের ধারা বার্ছে,—রাঙ্গা রাঙ্গা পাখীগুলো কেমন এক নতুন সুরে গান করছে,—ময়দানে আবার কচি কচি লক্কলকে ঘাসগুলো কেমন গজিয়ে রয়েছে ।

ঘেসেড়া । এটা কোন্ দেশ জানিস্ ? এটাকে বলে মণিপুর ।

ঘেসেড়ানী । এ পুরীতে বুঝি খুব মণি পাওয়া যায় ? তাই এ রাজ্যের নাম বুঝি মণিপুর হয়েছে ? এ রাজ্যতেও আবার সেই মত মেয়ে রাজা রাজত্ব করে না ? মাগো ! সেই পিরিমিলের দেশের কথা মনে হ'লে এখনও পোটের পিলে চমকে ওঠে । মাগীর কি পেরতাপ গো !

ঘেসেড়া । আর শুনেছিস্ ? এই রাজ্যের যে রাজা, সে আমাদের সেজ কর্তাব ছেলে ।

ঘেসেড়ানী । বলিস্ কিরে ? এই বুন্দো দেশে ?

ঘেসেড়া । হ্যাঁ বে ।

ঘেসেড়ানী । তা হ'লে ত' দেখছি, এখানে কিছুদিন কাটাতে হবে । কেন না অনেক দিন পরে পোয়ে কি এরা সেজ কত্তাকে শিগ্গির ছেড়ে দেবে ? কত পিঠে পায়ের ক'রে জামাইকে খাওয়াবে ।

ঘেসেড়া । এদেশের মাগীগুলো কেমন সুন্দর দেখেছিস্ ? তার জন্মিই বুঝি লোভ সামলাতে না পেরে সেজ কত্তা মোদের এই বুন্দো দেশে এসে বিয়ে ক'রে ফেলেছে রে ।

ঘেসেড়ানী । তুইও একটা ক'রে যা না তবে ?

ঘেসেড়া । তুই যদি কিছু না বলিস্ ত', আর একটার
যোগাড় দেখা যাক্ ।

ঘেসেড়ানী । বটে রে মুখপোড়া ।

ঘেসেড়া । কেনে রে মুখপুড়ি ?

ঘেসেড়ানী । আবার বিয়ে ?

ঘেসেড়া । পোলে একটা ক'রে ফেলি । মাইরি বলছি—
মাগীগুলো বুনো হ'লেও আচ্ছা সুন্দর কিন্তু,—যেন আকাশের
পরী উড়ে এসে এই দেশে বাস করছে ।

গীত ।— [নৃত্যসহ]

ঘেসেড়ানী ।—মুখপোড়া ঘেসেড়া ডাকরা, আকসা করিস্ নে ।

ঘেসেড়া ।— আমার বিয়ে করবার বাই বরেন্ছে আর রাগ্তে পারিস্ নে ॥

ঘেসেড়ানী ।—বলিস্ কিরে অলপোয়ে,

ঘেসেড়া ।— সত্যি বলছি করবো বিয়ে,

ঘেসেড়ানী ।—তবেই দেব গলায় দড়ি,

ঘেসেড়া ।— না রে না তোরা পায়ে পড়ি,

ঘেসেড়ানী—খুব গরদার, বিয়ের নাম আর মুখে আনিস্ নে ।

ঘেসেড়া ।— তোরা পীরিতেই মজে আছি, মাইরি প্রাণ তাকি জানিস্ নে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগরপথ।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম নাগরিক। বল কি দাদা! ঘোড়া ধ'রে ফেলেছে?

২য় নাগরিক। বুঝলে কি না—একবারে আস্তানায় নিয়ে বুঝলে কি না—বেঁধে ফেলেছে ভায়া।

১ম নাগরিক। তা হ'লে যে বাপে ব্যাটার যুদ্ধ বেধে যাবে।

২য় নাগরিক। বুঝলে কি না—তা ত' যাবেই।

১ম নাগরিক। কাণ্ডটা তা হ'লে কিরূপ হ'লো? বাপ ছেলের গায়ে বাণ ছুড়বে, আবার ছেলে বাপের গায়ে বাণ ছুড়বে,—মজা ত' দেখছি তবে মন্দ হবে না।

২য় নাগরিক। বুঝলে কি না—ওদের প্রাণে কি আর মায়া মমতা আছে? বুঝলে কি না—ওদের সবি মানায়। নইলে পরে বুঝলে কি না—লব কুশের যুদ্ধ হ'ল কি ক'রে? বুঝলে কি না—বড় লোকের ও সব এক একটা কায়দা।

১ম নাগরিক। আর শুনেছ? অর্জুনের সঙ্গে না কি তার একটা ভাই এসেছে, তার গদাটা না কি পঁচিশ যোজন লম্বা, আর সেই অর্জুনের ভাই মহাশয় না কি পাহাড়ে হাতীগুলো ধ'রে ধ'রে গিলে খায়।

২য় নাগরিক । আরে বুঝলে কি না—তার নাম হ'লো।
গিয়ে ভীমসেন, বুঝলে কি না—তার মাথাটা গিয়ে ঐ আকাশে
ঠেকেছে, নাকের নিখামে বুঝলে কি না বড় বড় পাহাড়গুলো—
বুঝলে কি না—শত ক্রোশ পথে গিয়ে উড়ে পড়ে । সে যদি
একবার হাঁ করে, তা হ'লে বুঝলে কি না—হাতী ত' হাতী,
বুঝলে কি না—এই মণিপুর রাজ্যটা একবারে—বুঝলে কি
না—তার পেটের ভিতর বুঝলে কি না ঢুকে যেতে পারে ।

১ম নাগরিক । ওরে বাপরে ! বল কি দাদা ? তা হ'লেই
ত' দফা রফা করেছে আর কি ? আর যুদ্ধ ক'রে তাদের জয়
লাভ করতে হবে না, একবারে এই রাজ্যসমেত বদনের মধ্যে
ঢুকিয়ে দেবে ।

২য় নাগরিক । বুঝলে কি না—সেই জন্মেই ত' বুঝলে
কি না ঐ ভাইটিকে অর্জুন মারো ক'রে বুঝলে কি না—
নিরে এসেছে ।

১ম নাগরিক । তবে ত' দাদা । এ দেশ ছেড়ে পালাতে
হ'চ্ছে । নইলে কবে কোন্ সময়ে ভীম মহাশয় হাঁ ক'রে
বসবে, আর অগ্নি তা'র পেটে গিয়ে ঢুকতে হবে ।

২য় নাগরিক । তা বুঝলে কি না—আমি ত বুঝলে কি
না—আজই সব নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে—বুঝলে কি না—এক
বারে কাশী যাত্রা করবো ।

১ম নাগরিক । আমাদের রাজকুমার ত' তবে ঘোড়া ধ'রে
ভাল কাজ করেন নি ।

২য় নাগরিক । বুঝলে কি না—বালক-বুদ্ধি, বুঝলে কি না—এখনও ত' পরিণত নয় নি ।

১ম নাগরিক । তাই ত' রেদাদা ! শুনে যে আমার অন্ত-
রাগা শুকিয়ে খটখটে হ'য়ে গেল । উপায় কি করা যায় ?
গৃহিনী যে একবারে দশমেসে গর্ভবতী,—কখন ব্যথা জেগে বসে,
তার ঠিক কি ? একবারে দেখছি, ভরায় নমঃ—তলায় নমঃ
হ'তে হবে । এভাবে সব নিয়ে টিয়ে পালাইবা কি ক'রে ?

২য় নাগরিক । বুঝলে কি না—একেবারে অরাজক কাণ্ড ।
বুঝলে কি না—আর এ রাজ্য টেকে না । এখনও যদি বুঝলে কি
না—ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তা হ'লেই বুঝলে
কি না—সব দিক রক্ষা হয়,—নতুবা বুঝলে কি না, ঐ যা বলেছ
ভায়া । বুঝলে কি না—একবারে ভরায় নমঃ—তলায় নমঃ ।
বুঝলে কি না—চল, এখন রাজবাড়ী মুখো যাওয়া যাক ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয়া দৃশ্য ।

মন্ত্রণাকক্ষ ।

(বক্রবাহন, মন্ত্রী ও কঙ্কী ।)

কঙ্কী । আমার মতে কাজ ভাল করা হয় নাই কুমার !
একে পাণ্ডবগণ বর্ত্তমানে পৃথিবীর সম্রাট, তার উপর আমার
তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ তোমার পিতা । সেই পার্থই আবার এই
যজ্ঞাশ্ব রক্ষা কার্যে নিযুক্ত, এম্বলে তুমি তাঁর পুত্র হ'য়ে পিতার
প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নিতান্ত বাল-বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ বৎস !

মন্ত্রী । যে পাণ্ডবগণ কুমারকে সহায় ক'রে বিশাল কোরব-
বাহিনীকে একবিংশতি দিনের মধ্যে সমূলে বিধ্বস্ত ক'রে নিজ
বিজয়পতাকা উড্ডীন করতে পেরেছে,—যে অর্জুন কুমারকে মাত্র
সারথী ক'রে বিশ্বের অদ্বিতীয় বীর ভীষ্মকে বধ করতে পেরেছেন,
এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, মহাবীর কর্ণকেও যে অর্জুন ভূতল-
শায়ী করতে সমর্থ হয়েছেন, সেই অসাধারণ বীর গান্ধীবীর সঙ্গে
এই অশ্বহরণ ব্যাপার ল'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করলে কখনও কি
বিন্দুমাত্রও মঙ্গলের আশা করতে পার কুমার ? আবার যে
বৃকোদর সহস্র সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ ক'রে কিছুদিন পূর্বে
বিপুল কোরব-বাহিনীকে পদাবনের ন্যায় দলিত মথিত ক'রে
জয়শ্রী লাভ করেছেন, সেই মহাবীর ভীমসেনও যখন এই

যজ্ঞাশ্বের রক্ষক হ'য়ে মণিপুরে সমাগত, তখন কুমার ! তোমার এই যজ্ঞাশ্বহরণ নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য হয়েছে ।

বক্রবাহন । জানি আমি, পাণ্ডবগৌরব এবং পাণ্ডবশক্তি আজকাল জগতে কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এবং সেই পাণ্ডব সহ রণ উপস্থিত হ'লে এই ক্ষুদ্র মণিপুর-রাজ্য যে ভূগের ন্যায় কুৎকারেই উড়ে যাবে, তাও আমি জানি ; কিন্তু কপ্তকী-দেব ! কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় ! তাই ব'লে কি পাণ্ডবাস্থ সগর্বে মণিপুর-রাজ্য মধ্য দিয়ে নির্বিন্দে চ'লে যাবে, আর মণিপুরপতি বক্রবাহন নিজেকে দুর্বল বালক মনে ক'রে সেই পাণ্ডব-গর্ব-চিহ্ন অবাহত অশ্বগতিকে প্রতিরোধ না ক'রে কাপুর্যের মত সিংহাসনতলে লুপ্তায়িত থাকবে ? এই কি আপনাদেরও অভি-মত ? হউক না পাণ্ডবগণ জগতের অজেয়,—হউক না পার্থ মহারথী আমার পিতা,—তা ব'লে কি মণিপুরকুমার তার স্বর্গ-গত মাতামহের সিংহাসনকে কলঙ্কিত ক'রে নিশ্চিন্তমনে ব'সে থাকবে ? তবে আপনারা এই অযোগ্য বালককে এত সমাদর ক'রে কেন মণিপুর-সিংহাসনে বসিয়েছিলেন ?

কপ্তকী । বৎস ! বালশূলভ চাপল্যের বশীভূত হ'য়ে যেকপ উদ্ভেজনা প্রকাশ করছ, এতে ত' তোমার সেই মণিপুর-সিংহাসনের গৌরব কিছুমাত্র রক্ষিত হবার সম্ভাবনা দেখছি না । মৃত অশ্ব পরিত্যাগ না করলে পাণ্ডবসহ তোমার যুদ্ধ অনিবার্য, কিন্তু সেই যুদ্ধের ফল যদি তোমার পক্ষে আশা প্রদই না হয়, তা হ'লে কি জেনে শুনে সেই মণিপুর-গৌরবকে তুমি নষ্ট করতে

চেষ্টা করছ না ? আর পার্থ যখন তোমার পিতা, তখন সেই পিতার নিকট পুত্রের অবনত হওয়াকে একমাত্র বিনয় প্রদর্শন ভিন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই অন্তরূপ ধারণা করবেন না ।

মন্ত্রী । হাঁ কুমার ! রাজনীতিবিশারদ বৃদ্ধ কঙ্ককীদেব তোমাকে যে কথা বলছেন, তা ত' কিছুমাত্র অগ্ৰাধা বলেননি । পিতার নিকট পুত্রের আবার অমর্যাদা কি ? বরং সেই পিতার গৌরব রক্ষা করাই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য । না করলে সেই পিতার প্রতিই অমর্যাদা প্রকাশ করা হয় । তাই বলছি কুমার ! সর্বত্র প্রচার হবার পূর্বেই সেই যজ্ঞাশ্ব পাণ্ডবকে ফিরিয়ে দিয়ে মহারথী পার্থকে পিতৃ উপযোগী সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনয় বাক্য দ্বারা যাতে তাঁর তুষ্টিসাধন হয়, তাই এখন তোমার কর্তব্য ব'লে মনে করি ।

কঙ্ককী । আর একথা কি রাজমাতা শুন্তে পেয়েছেন ?
বক্রবাহন । না দেব ! আমি জননী'র কাছে এখনও সে কথা বলি নাই ।

কঙ্ককী । আরও ভুল ক'রে ফেলেছ কুমার ! অশ্ববন্ধন করবার পূর্বে একবার তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা তোমার সম্পূর্ণ কর্তব্য ছিল । তিনি শুন্লে কখনই তোমাকে এ কার্যে অনুমতি প্রদান করতেন না ।

বক্রবাহন । আমার ধারণা কিন্তু অন্তরূপ ।

কঙ্ককী । তুমি কি বলতে চাও যে, রাজমাতা এই অশ্ব ধৃত করতে তোমাকে নিষেধ করতেন না ?

বক্রবাহন । তাহী আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসেই আমি পাণ্ডব-বন্ধন করতে আদেশ দিয়েছিলাম । কারণ আমি জানি, জননী দেবী—মহা-তেজস্বিনী,—মণিপুর-সাম্রাজ্য-গৌরব রক্ষার জন্য তিনি পতি পুত্র কিছুরই মমতা করেন না ।

কপুক্ষী । তা হ'লেও সে এ ক্ষেত্রে নয় । পাণ্ডব-যজ্ঞাশ্রম যদি তোমার রাজ্য দিয়ে নির্বাহেই চ'লে যেতো, তা হ'লেই বা মণিপুর-রাজকুমারের এমন কি গৌরব নষ্ট হ'তো ? আর বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে এমন কে নৃপতি আছে যে পাণ্ডবের অধীনতা স্বীকার না করেছে ? বরং এখন যাতে সেই পাণ্ডব সঙ্গে সম্ভাব রেখে কার্য করা যায়, তাই করাই উচিত । কেন না—এখনও মণিপুর রাজ্য নিষ্কটক নয়,—গৃহশত্রু সেনাপতি চণ্ডসিংহ এখনও জীবিত আছে । ভেবে দেখ ত',—সেদিন সেই চণ্ডসিংহের করে তোমাকে বন মধ্যে কিরূপ ভাবে মূর্ছিত হ'তে হয়েছিল । যদি সেই পাপিষ্ঠ তোমাকে মৃত মনে না ক'রে সেই মূর্ছাবস্থাতেই আরও অস্ত্রাঘাত করতো, তা হ'লে তখন কি সর্বনাশ উপস্থিত হ'তো ? পরে নারায়ণের কৃপায় পুনরায় সেই নরাধম চণ্ড তোমার করে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেছে, কে জানে আবার সেই পাপমতি কোন যড়যন্ত্রজাল বিস্তার করছে কি না ?

বক্রবাহন । তবে উপস্থিত কর্তব্য আপনারা কি বিবেচনা করেন ?

কপুক্ষী । মন্ত্রী মহাশয় যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করলেন,

আমিও সেই পরামর্শ প্রদান করি। কোনও অনর্থ ঘটবার পূর্বেই পাণ্ডব অশ্ব পাণ্ডবকেই অর্পণ করাই কর্তব্য।

বক্রবাহন। ক্ষত্রবীর পার্থ পিতা। তাতে কি আমায় দূষিত মনে করবেন না ?

কপ্তকী। তা কেন মনে করবেন কুমার ? বরং তোমার দর্শনে পরম আনন্দিত হবারই কথা। তুমি যে তাঁর পরিচালিত যজ্ঞাশ্ব ধৃত ক'রে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করবার ইচ্ছা করেছ, তাতেই তোমার প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে এখন যদি গেই অশ্ব তাঁকে প্রত্যর্পণ ক'রে নিজ অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়, তবেই তাঁর অশ্রদ্ধার কারণ কেন দূর করা যাবে না ? তুমি যত দোষই কর, তবুও তিনি তোমার পিতা, তোমাকে ক্ষমা না ক'রে পারবেনই না। সুতরাং কুমার। তুমি এখনি অশ্বসহ পিতৃচরণ বন্দনা করতে গমন কর। তা হ'লেই সব দিক রক্ষা হবে।

বক্রবাহন। একবার জননীকে কি অভিমত জানলে ভাল হয় না ?

কপ্তকী। তাঁকে পূর্বে যখন কিছুই জানান হয় নাই, তখন আর এখন কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে প্রথমতঃ সেই যজ্ঞাশ্ব পাণ্ডবকে অর্পণ কর। তার পর সমস্ত ঘটনা রাজ-মাতার নিকটে অকপটে ব্যক্ত ক'রে তাঁর কাছে তোমার বালকোচিত চপলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রো, তা হ'লেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

মন্ত্রী । এই যুক্তিই সার যুক্তি কুমার । তুমি এখনি পিতৃদর্শনের জন্ত প্রস্তুত হওগে ।

বক্রবাহন । [স্মৃগত] সকলেরই যখন একমত, তখন বালক আমি, আমাকেও সেই মতে কার্য্য করতে হবে । কিন্তু জানি না, এ কার্য্যের ফল পরিণামে অমৃতময় হবে না বিষময় হ'য়ে দাঁড়াবে । জীবনে কখন পিতৃদর্শন করি নাই, পিতৃপদ তীর্থে যাবার সুযোগ আর কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই । তবে কি পিতা আমাকে দেখা দেবার জন্তই আজ এই মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন ? নতুবা পুত্রবল পরীক্ষা করতে যজ্ঞাশ্ব নিয়ে পিতা কখনই এ পথে আসতেন না । আর যদি তাই হয়,— পুত্রশক্তি পরীক্ষা করাই পিতার উদ্দেশ্যই হয়,—তবে আমার এই অশ্ব প্রত্যর্পণরূপ কাপুরত্ব দর্শনে কি তিনি আমাকে আর স্নেহের চক্ষে দেখে তাঁর সেই স্নেহময় বক্ষে টেনে নেবেন ? কি জানি, মনের মধ্যে নানারূপ সংশয় উপস্থিত হ'চ্ছে । কোন্টো আমার এখন স্থির কর্তব্য, তা যেন বুঝতে পারছি না । কে জানে, ভাগ্যে আর কি আছে ? আমি আমার আশৈশব সঞ্চিত আশাকে নিয়ে পিতার চরণ পূজা করতে উপস্থিত হবো, কে জানে সেখানে গিয়ে পিতার কোন্ মূর্তি দর্শন করতে হবে ? যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে,—পিতৃদর্শন সাধ প্রাণে যেন অসম্বরণীয় হ'য়ে উঠেছে । যাই তবে, অশ্বসহ পিতৃদর্শনেই যাই । [প্রকাশ্যে] তবে চলুন সকলে ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

পাগুব-শিবির ।

(অর্জুন পদচাবণা করিতেছিলেন ।)

অর্জুন । শুভ্র তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের এই অপূর্ব উপত্যকা এক দিন তীর্থযাত্রী আমাকে যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে টেনে এনেছিল । সে আজ বহু দিনের কথা । সেই বিলুপ্ত-প্রায় স্মৃতি আজ আবার আমার হৃদয়ক্ষেত্রে যেন জেগে উঠেছে । মনে পড়ে বিধাতার এক লাভণ্যময়ী মানস-প্রতিমা এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে মণিপুরকুঞ্জে ব'সে এক দিন আমারি কণ্ঠে তার বিরচিত বরমালা অর্পণ করেছিল । মুগ্ধ আঁখি ভ'রে বহু দিন পর্যন্ত সেই বরবর্ণিনীর রূপ-সুধা পান করেছিলাম । বিদায়-কালে একটা অক্ষুটবাকু দেবশিশুকে সেই বিরহকাতরা গন্ধর্ব্ব-কুমারীর কোলে দিয়ে ছুই হস্তে অশ্রুমাঞ্জন করতে করতে বিদায় গ্রহণ করেছিলাম । সেই ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী শিশুই আজ বজ্রবাহন নামে এই মণিপুর-সিংহাসন আলো ক'রে বসেছে । ষোড়শ বর্ষ অতীত প্রায়, দৈব-দুর্বিপাকে আর এক দিনের জন্মও সেই স্ত্রী-পুত্র মুখ-দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই । আজ ঘটনা-চক্রে সেই ধবল উপত্যকাপ্রদেশে প্রায় উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের মুখদর্শনের প্রবল ইচ্ছাপথে লজ্জা এবং মান এসে

প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । যাদের মুখে পিতৃসম্বোধন শুনে
এত দিন শ্রবণ পরিভ্রাণ্তি করেছি, তাদের ত' স্বহস্তেই আমি
এক এক ক'রে সোঁ কৌরব-সমর-সাগরের অতল সলিলে
জন্মের মত বিসর্জন দিয়ে চ'লে এসেছি । একমাত্র এই মণি-
পুরেশ্বর বক্রবাহন ভিন্ন ত' আর কেহই আমাকে পিতা ব'লে
সম্বোধন করবার নাই । ভাগ্যক্রমে সেই কাল-যুদ্ধকালে কুমার
বক্রবাহন আমার সেখানে উপস্থিত হয় নাই, তা হ'লে আজ
এই মণিপু্রে বক্রবাহনেরও নাম শুন্তে পেতাম না । হায়,
পুত্রশোক কি ভীষণ ! হৃদয়ের পরতে পরতে যে পুত্রশোকের
তুষানল জ্বলে রেখেছি, সেই অনলেই আমাকে দিবানিশি
তিল তিল ক'রে ভস্ম ক'রে ফেলেছে । হায় ! এ যন্ত্রণা নির্বাণের
বুঝি আর কোনও উপায় নাই ।

(ভীম, বৃষকেতু ও সাত্যকির প্রবেশ ।)

ভীম । এই যে অর্জুন ! তুই ত' এখানে বেশ নিশ্চিন্ত-
মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিস, কিন্তু ওদিকে যে মহা-বিভ্রাট উপস্থিত ।

অর্জুন । কিসের বিভ্রাট দাদা ?

ভীম । এখানেও যে আমাদের যজ্ঞাশ্ব ধ্বংস করেছে ।

অর্জুন । করাই ত' সম্ভব ।

ভীম । না, না করাই সম্ভব । আরে এটা যে মণিপু-
র-রাজ্য ।

অর্জুন । মণিপু-রাজ্য ব'লেই ত' সম্ভব মনে করেছি দাদা ।

ভীম । বল ত' দেখি, এখানকার রাজা কে ?

অর্জুন । চিত্রাঙ্গদা-কুমার কুমার বক্রবাহন ।

ভীম । কেন, তার পিতার নামটা বুঝি মুখে আনতে পার্লি না ?

অর্জুন । যদি যথার্থই জেনে থাকেন যে মণিপূবকুমার আমাদের অশ্ব ধৃত করেছে, তা হ'লে আমিও তার পিতৃপরিচয় দিতে পারি । ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির এবং মহাবীর বৃকোদরের কনিষ্ঠ সহোদর পার্থই সেই বীরপুত্র বক্রবাহনের পিতা ।

ভীম । আমি বেশ বুঝতে পারছি না, অর্জুন ! বক্রবাহন তোর পুত্র হ'য়ে পাণ্ডবাস্থ ধৃত করেছে ব'লেই কি তুই ক্রোধ বা অভিমানে এ কথা বলছিস্ ? তা যদি ব'লে থাকিস্, তা হ'লে তোর এ ক্ষেত্রে ক্রোধ বা অভিমান করা উচিত হয় নাই অর্জুন ! কারণ বক্রবাহন শুনেছি নিতান্ত বালক এবং এই অনার্য্য প্রদেশেই আজন্ম প্রতিপালিত । অশ্বমেধের অশ্ব ধৃত করলে যে কি অগ্নায় করা হয়, তা বোধ হয় সে বালক কিছু-মাত্রই জানে না । হয় ত' একটা দলিক আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বালকবুদ্ধিতে আমাদের যজ্ঞাস্থ ধৃত ক'রে ফেলেছে । এখন যদি এই অশ্ব ধৃত করবার গুরুত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লেই সে তৎক্ষণাৎ অশ্ব ছেড়ে দেবে সন্দেহ নাই ।

অর্জুন । তা যদি দেয়, তা হ'লেই বুঝবো যে, সে কখনই পাণ্ডুবংশজাত অর্জুন-ঔরসে জন্মগ্রহণ করে নাই ।

ভীম । তবে কি তুই তার অশ্ব ধৃত করাটাকেই উচিত ব'লে মনে করিস্ ?

অৰ্জুন । নিশ্চয়ই ।

ভীম । তা হ'লে তোর সঙ্গে যুদ্ধ কর্তেও বোধ হয় তুই প্রস্তুত আছিস্ ?

অৰ্জুন । যদি অশ্ব ফিবিয়া না দেয়, তা হ'লে ত' যুদ্ধ কর্তেই হবে দাদা !

ভীম । পিতা পুত্রে যুদ্ধ করবি ?

অৰ্জুন । ক্ষত্রিয়বংশে কি সেরূপ উদাহরণ নিতান্তই দুর্লভ দাদা ?

ভীম । তোর অন্তরমুখে তা হ'লে সে বালক কতক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়াবে ?

অৰ্জুন । না দাঁড়াতে পারে ত' উত্তম বীরগতি লাভ করবে ।

ভীম । আর তুই তা হ'লে কোন্ গতি লাভ করবি রে অৰ্জুন ? চিরে দেখ্ ত' একবার তোর বুকের মধ্যে কতগুলো পুত্রশোকের অনলকুণ্ড মাজিয়ে রেখেছিস্ ? আর সেখানে স্থান আছে কি না, চেয়ে দেখ্ ত' অৰ্জুন । পিতৃ-সম্বোধন কি তোর কাণে এতই কঠোর হ'য়ে বাজে যে, যাতে সেই কঠোর সম্বোধন আর জীবনে কখনও না শুনতে হয়, তার জন্য এই মণিপুর পর্য্যন্ত ধেয়ে এসেছিস্ । কি জানি, কোন্ ভাগ্যবলে মণিপুরকুমার এত দিন তোর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই,—তা হ'লে কবে ধূম্রাঙ্গের জায় তাকে ভ্রম্য ক'রে আর একটা অনলকুণ্ড বুকের মধ্যে জ্বলে দিয়ে নিশ্চিত হ'তে পারতিস্ ।

তা হ'লে আর কখনও পিতা ডাক্তার শুনবার সম্ভাবনাও থাকতো না। কেননা এই শেষ; আর তোর মত কঠিন পিতাকে পিতা ব'লে ডাক্তার কেহই থাকলো না। এত দিন যে পূজনাশ-যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলি, এইবার তার পূর্ণাঙ্গুতি দিয়ে যজ্ঞ শেষ ক'রে ফেল। আর পারিস্ যদি, তা হ'লে সেই সঙ্গে সঙ্গে তোদের এই অপদার্থ ভীমকেও সেই যজ্ঞে পূর্ণাঙ্গুতি দিয়ে ফেল, আমি আর তোর এই সব নিষ্ঠুর অভিনয় দেখে সহ্য করতে পারি না। ওরে এক অভিমন্ত্যর শোকেই ভীমের পাখাণ বুকটা ফেটে চৌচির হ'য়ে রয়েছে, তার পর যদি আবার কিছু হয় রে অর্জুন। তা হ'লে আর আমি পেরে উঠবো না রে পেরে উঠবো না। তাই বলছি রে অর্জুন। এখন হ'তে ক্ষান্ত হ', আর সাধ করে আগুন জ্বালাস্ নে ভাই।

অর্জুন। মধ্যম দাদা। আপনি যে অবশ্যস্তাবী যুদ্ধাশঙ্কা মনে ক'রে কুমার বক্রবাহনের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে মনো-দুঃখ প্রকাশ করছেন, কিন্তু দাদা। বলুন দেখি, এই যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে আমি যদি ঔদাসীন্য় অবলম্বন ক'রে আপনাদের সহিত নিরস্ত থাকি, তা হ'লে কিরূপে সেই যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার ক'রে ধর্ম-রাজের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ করব? সামান্য পুত্রের মমতায় কি আপনি আমাকে এখন ধর্মরাজের কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে আদেশ করেন? মধ্যম দাদা। আমি যে ধর্মরাজ এবং পাণ্ডা-লীর দুঃখ মোচন করবার জন্য, প্রাণপুতুলী কুমার অভিমন্ত্যকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে স্বহস্তে এই হৃদপিণ্ড উৎপাটন ক'রে

ফেলতে পেরেছি । গো ইলাবন্তকে বন্ধের অস্থির মত ভেঙ্গে ফেলে কাল-সমরে অকাতরে ডালি দিয়ে নিশ্চলভাবে এখনও বেঁচে আছি,—যে ঘটোৎকচকে চক্ষের সমক্ষেই সেই বিশাল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জনোর মত হারিয়ে ফেলে স্থিরবক্ষে এখনও জীবন ধারণ ক'রে আছি,—যে পঞ্চ পাণ্ডবকুমারগণকে অতি নৃশংসভাবে অশ্বখামার হস্তে বিধ্বস্ত হ'তে দেখেও বজ্রের শ্রায় কঠিন হ'য়ে এখনও জীবিত আছি, তখন—তখন—মধ্যম দাদা ! আমাদের এই নিষ্ঠুর বন্ধকে বিচূর্ণ করতে পারে, এমন কোন্ বজ্র বজ্রধর ইন্দ্রের কাছে আছে ?

ভীম । ওরে অর্জুন । কি করলি ভাই ? যে পুত্র শোকের কপাটগুলো ভীম হৃদয় মধ্যে এতদিন বদ্ধ ক'রে রেখেছিল, আজ তুই এক এক ক'রে সেই সমস্ত কপাটগুলি খুলে ফেলে দিলি ভাই । ওরে বাপ্ অভিমন্যু রে । কোথায় তুই ? ও-হো-হো । [রোদন ।]

অর্জুন । [হস্ত ধরিয়া] মধ্যম দাদা ! স্থির হোন্ । যে ধৈর্যের কঠিন ডুরিতে আশৈশব হৃদয় বেঁধে রাখতে শিক্ষা করেছেন, সে ডুরী এতদিনে ছিন্ন ক'রে ফেলবেন না । পাণ্ডবের নৃশংসতা-ব্রতের এখনও যে শেষ উদযাপন বাকী আছে দাদা । এখনও অনেক সহিতে হবে—অনেক দেখতে হবে ।

ভীম । না আমি আর পারবো না । তোরা পারিস্ ব'সে ব'সে দেখ্ আর সহ্য কর । কিন্তু ভীম আজ তোদের কাছে চিরবিদায় নিচ্ছে, তাকে তোরা ছেড়ে দে ।

অর্জুন । কোথায় যাবেন দাদা ?

ভীম । কোথায় যাব জানিস্ ? যেখানে গেলে আর পাণ্ডবের নিষ্ঠুরতা দেখতে হবে না । গাথিবী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখবো, এমন দেশ যদি কোথাও দেখতে পাই, তবে সেইখানে গিয়ে বাস করবো । দাদাকে তুই বলিস্ অর্জুন । ভীম যাত্রাকালে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছিল যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ ক'রে তোমাকে একবার সুখী হ'তে দেখবে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা ভীম পূর্ণ না ক'রেই চিরবিদায় গ্রহণ করেছে ।

অর্জুন । সে কি মধ্যম দাদা ! আজ হিমাচলকে এমন ভাবে চঞ্চল হ'তে দেখছি কেন ? আপনার ন্যায় বীরহৃদয় যদি এই সামান্য কারণে বিচলিত হ'য়ে উঠে, তা হ'লে আমাদের দশা কি হবে দাদা ? যে ধর্মরাজকে সুখী করবার জন্য আপনি আজীবন কত ক্লেশ সহ্য ক'রে আসছেন, আজ সেই ধর্মরাজকে জ্ঞাতিবধ জনিত মহাপাপ হ'তে মুক্ত না ক'রে কোথায় যেতে ইচ্ছা করছেন দাদা ? আজীবন ধর্মরাজের স্নেহে পরিপুষ্ট হয়ে শেষে কি তার প্রতিদান দিতে আত্মভক্ত বৃকোদর এইরূপই মনস্থ করেছেন ? তা হ'লে আর শুধু আপনিই কেন, আমরা সকলেই আবার সেই ধর্মরাজকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বনবাসে নিয়ে যাই,—আর আমাদের রাজ-সিংহাসনে কাজ নাষ্ট ।

ভীম । না রে অর্জুন । যেতে পারবো না । তাদের ছেড়ে—ধর্মরাজকে ছেড়ে ভীম স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবে না । বরং শত শত স্বর্গ, শত শত বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তাদের নিয়ে পর্ণ-

কুটীরেও বাস ক'রে স্থখ পাবো । ভাই রে ! এখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করলে উভয় কুল বজায় থাকে, তার কোন উপায় হয় কি না—সেই চিন্তা ক'রে দেখ ।

অর্জুন । দুই দিক স্থির রাখা এ ক্ষেত্রে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না দাদা । যে দিকে হয় এক দিকের একটা মহা সর্বনাশ উপস্থিত হবেই ।

ভীম । এই জন্যই তখন সেই কৃষ্ণকে দ্বারকায় যেতে দিতে আমি অমত প্রকাশ করেছিলাম । আজ কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত থাকলে ঠিক একটা না একটা উপায় বের ক'রে ফেলতই ।

বৃষকেতু । মেজ কাকা । এই মণিপুরেও তবে আমার এক ভাই আছে ? তার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আমিই কিন্তু তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো । কুরুক্ষেত্রে তোমরা আমার বাবার সঙ্গে ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ করেছিলে, এখানে আমি আর বক্রবাহন দাদাও তেমনি ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ করবো ।

ভীম । হাঁ বৃষকেতু । আমাদের সঙ্গে থাকলে আর কোন শিক্ষা পাস্ না পাস্, ভাইয়ে-ভাইয়ে পিতা-পুত্রে কেমন ক'রে যুদ্ধ করতে হয়, সে জ্ঞান বেশ লাভ করতে পারবি ।

(অনৈক দূতের প্রবেশ ।)

দূত । [অর্জুনের প্রতি] মণিপুর-রাজকুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন ।

ভীম । দেখ, যদি কোনও একটা মিটমিট করতে এসে থাকে ।

অর্জুন । দূত । তুমি অতি সম্রমের সহিত মণিপুর-রাজ-
কুমারকে এখানে নিয়ে এস ।

দূত । যে আজ্ঞা ।

ভীম । দেখ্ অর্জুন । একটু ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে,
যদি কোন উপায় নির্দ্ধারণ কব্তে পারিস্ ।

অর্জুন । [স্বগত] কে জানে বক্রবাহনকে আজ কি
ভাবে সম্ভাষণ কর্তে হয় ! অপরিমিত পুত্রস্নেহ আজ কে
জানে কিরূপে প্রদর্শন কর্তে হয় ।

(দূতসহ বক্রবাহনের প্রবেশ ।)

দূত । [অর্জুনকে দেখাইয়া] ইনিই সেই তৃতীয় পাণ্ডব
পার্থ ।

বক্রবাহন । পিতা । হতভাগ্য বক্রবাহনের প্রণাম গ্রহণ
করন্ । [প্রণাম ।]

অর্জুন । ইনি মধ্যম পাণ্ডব যুধোদর, তঁকেও প্রণাম কর ।

বক্রবাহন । চিরদাস বক্রবাহনকে আশীর্ব্বাদ করুন ।

[ভীমকে প্রণাম ।]

ভীম । দীর্ঘজীবন লাভ কর বৎস !

বক্রবাহন । পিতা । বুঝ্তে না পেরে যজ্ঞ-অশ্ব ধৃত
করেছিলাম, বালকের সে অপরাধ ক্ষমা করুন ।

অর্জুন । তোমার এর্থন এখানে উপস্থিত হবার
উদ্দেশ্য কি ?

বজ্রবাহন । পিতৃচরণে বন্দনা, আর যজ্ঞ-অশ্ব ফিরিয়ে দিতে ।

অৰ্জুন । কাকে তুমি পিতা ব'লে পূজা কর্তে এসেছ ?

বজ্রবাহন । যাকে এ জীবনে আর কখনও চক্ষে দেখি নাই,—যাকে জীবনে আর কখনও পূজা করবার ভাগ্য ঘটে নাই,—যাব কলিত মূর্তি এত দিন হৃদয় পটে অঙ্কিত ক'রে যার পাদপদ্ম মনে মনে ধ্যান ক'রে আসছি,—সেই ভীষ্মবিজয়ী কৃষ্ণসখা মহাত্মা পার্থকেই আজ প্রথম এই পিতা ব'লে সম্বোধন করেছি ।

অৰ্জুন । অতি শৈশবকাল হ'তেই দেখছি, চাটুবিদ্যায় মণিপুরকুমার বিশেষ অভ্যস্ত ।

বজ্রবাহন । পিতার যথার্থ গুণ কীর্তন করা পুত্রের নিকট চাটুবাচ্য হয় না পিতা ।

অৰ্জুন । কেন ? পিতৃ-সম্বোধন কর্তে কি মণিপুরপতি এতই অভ্যস্ত যে তার পাত্রাপাত্র নির্ধারণেরও কোন অবসর ঘটে নাই ?

বজ্রবাহন । [স্বগত] এ কি ! পিতৃ-মুখে স্নেহের পরি-বর্তে এ কি তিরস্কার শুনে হ'লো ! [প্রকাশ্যে] কেন পিতা ! পিতাকে পিতা ব'লে ডাকবো, তার পাত্রাপাত্রের কথা কি বলছেন, বুঝতে পারলাম না যে !

অৰ্জুন । আমাকে পিতৃ-সম্বোধন করবার স্পর্ধা এখনও তোমার আছে মণিপুররাজ ?

বক্রবাহন । সে স্পর্ধা চিরদিনই থাকবে পিতা ।

অর্জুন । কি নির্লজ্জ ।

বক্রবাহন । পিতা । ক্ষমা ভিক্ষা চাই, না বুঝতে পেরে
অশ্ব ধরেছিলাম ।

অর্জুন । এখন আবার সেই ভ্রম সংশোধন ক'বে নিতে
এসেছ বুঝি নির্বোধ ?

বক্রবাহন । পিতা । জীবনে এই প্রথম পিতৃদর্শন,—এই
প্রথম পিতৃ সংশোধন । মূর্থ পুত্রকে মিষ্ট বাক্যের পরিবর্তে রুষ্ট
বাক্য প্রয়োগ ক'রে তার প্রাণে কেন ব্যথা দিচ্ছেন পিতা ?

অর্জুন । পুনরায় ঐ সংশোধন । তোমার ধৃষ্টতা নিতান্তই
অমার্জনীয় ।

বক্রবাহন । কি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য ক'রে ধৃষ্টতা
প্রকাশ করেছি পিতা ? অধম পুত্রকে সেটী বুঝিয়ে দিন, এ
অধম চিরদিনই এই অনার্য্য প্রদেশের রীতিনীতিতেই অভ্যস্ত ।

অর্জুন । আচ্ছা । প্রথমতঃ যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেছিলে কেন
মণিপুররাজ ?

বক্রবাহন । স্বর্গগত মাতামহের গৌরব শ্রবণ ক'রে বিনা
যুদ্ধে ফিরিয়ে দেবো না ব'লে ?

অর্জুন । তারপর যুদ্ধ না ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছ
কেন রাজকুমার ?

বক্রবাহন । অনায়াস মনে করেছি ব'লে ।

অর্জুন । কি অনায়াস মনে করলে ?

বক্রবাহন । স্মরণ পিতৃদেব যে অশ্বের রক্ষক, সে অশ্বকে ধৃত করা আমার কখনই উচিত নয়, এই মনে করেছিলাম । তার জন্য সহস্রবার করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি পিতা ।

অৰ্জুন । পুনরায় সাবধান করছি মণিপুররাজ ! ঐ সম্বোধন পরিত্যাগ ক'রে কথা বল । অৰ্জুনের ঔরসে তোমার মত নির্লজ্জ কাপুরুষের কখনও জন্ম হ'তে পারে না । অৰ্জুনের পুত্র ব'লে স্পর্ধা করবার ইচ্ছা থাকলে সে কখনও অশ্বকে ধৃত ক'রে পুনরায় গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে দন্তে তণ ল'য়ে নির্লজ্জের ন্যায় সর্বসমক্ষে ফিরিয়ে দিতে আসতো না । অৰ্জুন-সন্তান হ'লে সে আজ তার মণিপু-রাজ্যের গোবর বক্ষা কব-বার জন্য একপ যুগিত উদ্যম ত্যাগ ক'রে বণক্ষেত্রে অন্য মূর্তিতে এসে তার পিতার সঙ্গে বীর-সন্তায়ণ করতো । সে তখন নিশ্চয়ই মনে করতো যে, এ-ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের মধুর সন্তায়ণ একপ বাক্য দ্বারা না হ'য়ে রণক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা হওয়াই বীরোচিত কার্য । অৰ্জুনপুত্র হ'লে কি সে কখনও একপ নীচের ন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইকপ অবমাননা সহ্য করতে পারতো ? তার বেশ ক'বে বুঝে দেখা উচিত ছিল যে, পাণ্ডব বংশধর বীর অৰ্জুন যদি আজ তার স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখবার জন্যই মণিপু-রে আগমন করতো, তা হ'লে সে তার যজ্ঞাশ্বকে কখনই একপ স্পর্ধার সঙ্গে মণিপু-রাজ্য ছেড়ে দিত না ।

বক্রবাহন । ক্ষমা করুন অর্থাৎ ! আর না,—আমার ভ্রম-সংশোধন হয়েছে । কিন্তু মহাবীর পার্থের এ-কথা মনে করা

উচিত ছিল যে বক্রবাহন কখনও প্রাণেব মমতায় আজ এই ধৃত অশ্ব ফিরিয়ে দিতে আসে নাই । ' সে তার এ কার্য্যকে পুজোচিত কার্য্য মনে করেই এসেছে ।

অজ্জুন । [সক্রোধে] জারজোচিত মনে ক'বে এসেছি ।

বক্রবাহন । সতীপুত্র বক্রবাহনকে এমন নীচ ভাষায় তিরস্কাব ক'রে আজ একমাএ পিতৃহের মর্যাদা রক্ষা কব্তে পার্থকেই পবিত্রাণ পেতে দেখতে হ'লো ।

অজ্জুন । তোমার মত সৈরিনীপুত্রের কাছে পার্থ তার পিতৃহের মর্যাদা দেখতেও অন্তবেব সহিত ঘৃণা বোধ কবে ।

বক্রবাহন । উঃ—ব্রহ্মাণ্ড ফেটে গেল । আর সহ্য কব্তে পাবছি না,—হৃদপিণ্ড ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে । পিতা । পিতা । সহস্র তিরস্কার ককন,—সহস্রবার এই পাপ-মস্তকে পদাঘাত ককন,—কিন্তু এই ভিক্ষা চাই, পুত্র সমক্ষে মাতৃ-নিন্দা আব মুখে উচ্চারণ করবেন না । পতি-কান্দালিনী চিব-দুঃখিনী পতিব্রতা মা আমার এ কথা শুন্লে কখনই এই ভীষণ আঘাত সহ্য কব্তে পারবেন না । পিতা । পায়ে ধরি, [পদধারণ] সহস্র অপবাধ ক্ষমা ক'বে একবার সদয় হ'ন ।

অজ্জুন । কি আশ্চর্য্য ! কিছুতেই ঘৃণা বোধ নাই । এমন নিঘৃণ নরাদম আর জগতে কয় জন আছে ?

বক্রবাহন । পিতার নিকটে পুত্রের আবার ঘৃণা লজ্জা কি ?

অজ্জুন । সত্যকি ! তোমরা এই জাবজকে আমার নিকট হ'তে স্থানান্তরিত কর্তে পার ?

বক্রবাহন । আবার ।—আবার সেই বজ্রাঘাত । উ-হু-হুঃ—

অর্জুন । দূর হ'রে বেশ্যার নন্দন ! [পদাঘাত]

বক্রবাহন । [ছুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতি ।]

ভীম । কবলি কি—কবলি কি অর্জুন ? পুত্র-অঙ্গে
পদাঘাত কবলি ?

অর্জুন । কে পুত্র ? আমি পুনর্বার বলছি, ও কখনই
আমার পুত্র নয়,—ও জারজ ।

বক্রবাহন । | কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া । | এখনও একটা মহাবজ্র
এসে আমার মস্তকে পতিত হ'লো না ? এখনও ব্রহ্মাণ্ডটা
ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে গেল না ?—এখনও
একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠে পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে
ভস্ম ক'বে দিয়ে গেল না?—জগতের পুত্রেরা কি এখনও নিজ
নিজ পিতৃহত্যা করবার জন্য তাদের করস্থিত কুপাণ উন্নত
ক'বে চারিদিক থেকে ধেয়ে যাচ্ছে না ? ওহো হো ! অসহ !—
অসহ ! আচ্ছা তাই হবে তৃতীয় পাণ্ডুর ! বণক্ষেত্রেই পব-
স্পর্শের সম্বন্ধ নির্ণয় হবে । আজ দূর হ'তে প্রণাম ক'রে
বিদায় হচ্ছি,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রইল যে, যখন নিকটে
যাবার উপযুক্ত হ'তে পাববো,—যখন পুত্রত্বের দাবী কব্বাব
অধিকার প্রাপ্ত হবো,—তখন—তখন আর ঐ মহাবীর পাণ্ডব
অস্তিত্ব সংসারে কেউ দেখতে পাবে না । না বারণ ! তোমার
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !

[ছুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া প্রস্থান ।]

অর্জুন । [স্বগত] ঐরূপ স্পর্ধা-ঐত্তিকেকেও আমি শত-বার ধন্যবাদ দিই । যাও পুত্র ! মনে মনে আশীর্ব্বাদ করি, অর্জুনপুত্র ব'লে পরিচয় দিবার উপযুক্ত হও,—বীরপুত্র অভিমন্যুর অভাব তোমা হ'তে পূর্ণ হ'ক । তীব্র তিরস্কারে বড় ব্যথা দিয়ে আজ তোমাকে বিদায় করলাম,—এক বিন্দুও পিতৃ-স্নেহ এ নিষ্ঠুর পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লে না । কিন্তু কি জন্য আজ এরূপ আচরণ করলাম, তা' তুমি বালক,—এখন বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু যথাসময়ে বুঝতে পারবে । তোমাকে উত্তেজিত ক'রে রণক্ষেত্রে নামিয়ে তোমার বীরত্ব জগতে ঘোষিত করবো ব'লেই আজ পিতৃ-স্নেহধারা ফল্গুধারার ন্যায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গুপ্ত বেখে তোমার প্রতি মৌখিক ককর্ষ ভাব প্রদর্শন করেছি মাত্র ।

ভীম । আর ভাব'ছিস কি অর্জুন ? পুত্র-সন্তাষণ করা ত' হ'লো ? এখন চল্, পুত্র বধ করবার জন্য কোন্ অমোঘ শর-গুলি বেছে বেছে বেখেছিস্, সেগুলিকে শাণিয়ে নিবি চল্ ।

| গস্তীরভাবে স্থিতি ।

সাত্যকী । | অর্জুনের প্রতি কবজোড়ে] যদি অভয় প্রদান করেন, তবে একটা কথা নিবেদন করি ।

ভীম । না—না,—আর কিছু নিবেদন করতে হবে না ।

অর্জুন । চলুন, সকলে রণশয্যায় সজ্জিত হইগে ।

[অগ্রে গস্তীরভাবে ভীম এবং পশ্চাৎ অবনতমুখে সকলেব প্রস্থান ।

শাপক দৃশ্য ।

নিভৃত পথ ।

(গীতকণ্ঠে ভজা পাগুলাব প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

এবাব তারে ধবা হ'লো কই ।

চপি চপি ধরতে এসে শেষে ক'বে ফেললাম হৈ চৈ ॥

দেখতে দেখতে বাকী দিন ত' ফুরিয়ে এলো,

কেবল গুণ্ডগোলে ঘুরে ঘুরে পণ্ড্রাম হ'লো,

এখন কারে ল'য়ে যাই রে ফিরে,

(আমার) সাথী নাই যে সেই বই ।

আম্বাব সময় সঙ্গে আমার ছিল বটে সে,

নইলে মায়ের নুকে সুধার ভাণ্ড দেখিয়ে দিল কে,

দীন অধোর যাবার কালে আবার সঙ্গে যাবেও ঐ ॥

(হাত্মমুখে কালাচাঁদের প্রবেশ ।)

কালাচাঁদ । কেমন ? পার হ'লে না ?

ভজা । না, আর কখনও যেতে পার হ'তে যাচ্ছি না ।

কালাচাঁদ । এত অভিমান হ'য়ে বসলো কেন ?

ভজা । আরে যাও যাও, আর ত্যাক্রাপানা ভাল লাগে
না,—তোমাকে বেশ চেনা গেছে ।

কালার্টাদ । ট্যাঁকে পয়সা নেই, অথচ পার হবার সাধ ।
আচ্ছা মজা ত' ।

ভজা । ট্যাঁকে কড়ি থাকলে আর তোমার পেছু পেছু
ঘুরতো কোন্ শালা ? পয়সার লোভে নিজেই তখন পার
করতে পথ পেতে না ।

কালার্টাদ । সেটা বোঝো যখন, তখন আব কেন গোল
ক'রে বেড়াও ?

ভজা । আর গোল ক'রে বেড়াচ্ছি না, এবার একবারে
চুপ্ চাপ্ ক'রেই আছি । দেখি, পারের কড়ি যোগাড় করতে
পারি কি না ।

কালার্টাদ । বাস, মিটে গেল,—আমিও তখন পার ক'রে
দেব ।

ভজা । পেশাদারের কাছে একটুও যে দয়া মায়া থাকে
না, সেটা এতদিন বুঝতে পারি নাই ।

কালার্টাদ । কে বলেছে যে, দয়া-মায়া থাকে না ? তবে
জান কি,—পেশাদারে লোকে চিনে দয়ামায়া দেখায় । যারা
ট্যাঁকে পয়সা রেখে বিনা পয়সায় কাজ আদায় করতে চায়,
তারা সে দয়ামায়া কারো কাছেই পায় না ।

ভজা । আমাকে কি তুমি তাই ঠাউরেছ না কি ?

কালার্টাদ । নিশ্চয়ই,—তুমি মনে কর, তুমি খুব সেয়ানা
বুঝি ?

ভজা । আচ্ছা বেয়াড়া ছোকরা ত' দেখছি । ট্যাঁকের

খবরও রাখে, বোধ হয় হাতটান বিছোটাও আছে । এর কাছে থেকে স'রে পড়াই ভাল । | কিঞ্চিৎ গমন ও পশ্চাৎ কাল-
টাঁদেরও গমন । | কি হে ছোকরা ! পেছু নিলে যে বড় ?

কালটাঁদ । ট্যাঁকের সন্ধান পেয়েছি যে ।

ভজা । চুরি করবার মতলব না কি ?

কালটাঁদ । আপনা হ'তে না দাও ত' শেষটা সেই
রাস্তাই ধরতে হবে ।

ভজা । তা হ'লে চুরি-বিছোও বেশ শেখা আছে ?

কালটাঁদ । ও সেই গোড়া থেকেই অভ্যাস ক'রে
আসছি । এর জন্ত মা কত মেরেছে—ধরেছে—শেষে বেঁধে
পর্যন্ত রেখেছে,—তবুও ছাড়াতে পারে নি ।

ভজা । আমার ট্যাঁকে যদি পয়সা আছে জান, তবে
আমায় পার করুছ না কেন ?

কালটাঁদ । তোমার পারোবার সময় এখনও হয় নি,—
আরও দিন কতক বাকী আছে ।

ভজা । কেন বল দেখি ?

কালটাঁদ । মেয়েটাকে ফেলে যাবে কোথা ? সেও যে
আজকাল পার চনার জন্ত বড় পাগল হ'য়ে উঠেছে ।

ভজা । মেয়ে । মেয়ের খবর তুমি জানলে কি ক'বে ?

কালটাঁদ । আরে এক বাড়ীতে যে থাকি । তোমার মেয়ের
নাম ত' শোভা ? শোভাকে যে রানী ছেলেবেলা থেকে মানুষ
করেছেন । আমি যে রাজবাড়ীর বাঁধা মাঝি, আমি কি না জানি ?

ভজা । তা সে যে আমার মেয়ে, সে কথা তোমায় কে বললে ? শোভা ত' সে কথা জানে না ।

কালার্টাদ । আরে কি পাগল ! তোমাকে যে আমি ঢের দিন থেকে চিনে আসছি, সেই যে দিন তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র * এক সঙ্গে ম'রে গেল দেখে সেই শোকে পাগলের মত হ'য়ে দুধের মেয়েটাকে বাজবাড়ীর দরজায় রেখে বিবাহী হ'য়ে বেরুলে, সেই দিন থেকেই আমি তোমার খবর রাখতে আরম্ভ করেছি ।

ভজা । সে যে বহু দিনের কথা । তখন যে তুমি জন্মাও নাই ।

কালার্টাদ । আমি এইরূপ অজন্মভাবেই চিরকাল কাটিয়ে দিচ্ছি । আমাকে কচি খোকাটা দেখলে কি হয়, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের খবর ব'লে দিতে পারি,—হুঁ ।

ভজা । তা বুঝতে পেরেছি, তুমি একটা ভুঁইফোড় ছেলে । তারপর মেয়ের কথা কি বলছিলে বল ত' ?

কালার্টাদ । আর বলাবলি বেশী কি । একবারে বাপ্ বেটা দু'জনকেই এক সঙ্গে পার ক'রে দেব আর কি । তার জন্যই ত' তোমাকে কয়দিন সবুঁর করতে বলছি । এই কাল থেকে যুদ্ধটা বেধে যাবে, তারপর সেই যুদ্ধ না মিটেতে মিটেতেই তোমাদের বাপ-বেটাকে নৌকায় তুলুনো আর কি ।

ভজা । আরে তুমি দেখছি ছোকরা ! বড়ই মুশ্কিল কাণ্ড ক'রে ফেলবে । কোথা থেকে আবার আজ একটা মেয়ের খবর দিয়ে বসলে ! তোমার রকম দেখে ত' ভয় হয়, পাছে

আবার সেই ছেঁড়া বাঁধনে গেরো এঁটে দাও । তুমি দেখ, এক কাজ কর,—আমার ট'্যাকে এই যা কিছু আছে, তাই নিয়ে আজই আমাকে পার ক'রে দাও, কেন মিছে সেই ছেঁড়া লতার মধ্যে জড়িয়ে রাখতে চাও ?

কালচাঁদ । ওগো ! সে হবে না, সেই এক সঙ্গেই পার করবো ।

ভজা । আর ছাই এত খবরও ছোকরা তুমি রাখ ?

কালচাঁদ ।—

গীত ।

ওগো আমি সব গবব বাথি ।

যে যা করে এ সম্মারে, আমি সবই দেখে থাকি ॥

গভীর জলে যে মাছ চলে,

তাবে টেনে ওঠাই বেড়া-জালে,

আবার হাওয়ায় ভেসে গগনতলে কঁটের খেলা দেখি ;

আমি আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠি,

আবার মানুষ হ'য়ে ধরি মাটি,

আমি পঞ্চভূতের সঙ্গে বটি প্রপঞ্চকে দিয়ে ফাঁকি ॥

[প্রস্থান ।

ভজা । চিনেও ফেলেছি, সঙ্গে সঙ্গে বেঁধেও ফেলেছি ।
যুড়ির মত যেখানে ইচ্ছে উড়ে বেড়াও না কেন, স্নাতো হাতে রেখেছি,—টান দিলেই হাতে এসে পড়তেই হবে । যাই এখন মাঝি যখন নিজের মুখেই ব'লে গেল যে কয়দিন পরেই পার

কব্বে, তখন দেখি এ কয়দিনে আরও কিছু সম্বল ক'বে নিতে পারি কি না ।

[পঞ্চান

শেষ দৃশ্য ।

পূজা-গৃহ ।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।)

চিত্রাঙ্গদা । হৃদয়াক্ষিত পতিদেবতা আজ বহু দিন পরে মণিপুবে উপস্থিত হয়েছেন । দাসীকে তাব পদপূজা করবার সৌভাগ্য দেবেন কি না কে জানে ? শুন্লাম, যজ্ঞাশ্ববক্ষক হয়েই না কি মণিপুবে এসেছেন । এই অপ্রত্যাশিত আগমনের কাবণ কি তবে পুত্রমুখ দর্শন করা—না, পুত্রবল পরীক্ষা করা ? এখনও কিছু ব্রূতে পাবছি না । এদিকে বক্রবাহনও না কি সেই যজ্ঞাশ্বকে স্পর্শকার সঙ্গে ধৃত করেছে । ক্ষুদ্র বালাক যে এরূপ ভয়শূন্য হ'য়ে ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় বেখে পিতৃসমাপে নিজ নির্ভীকতার পবিচয় প্রদান করতে পেরেছে, তাই শুনে আজ আমি যথার্থই বীরপুত্রের জননী ব'লে গোবব মনে কবছি । বোধ হয় এ কার্য্যে আমি নিষেধ করতে পারি, এই কথা ভেবেই বক্রবাহন আমাকে এখনও কিছু বলতে আসে নাই । কিন্তু এক দিকে যেমন পুত্রের বীরত্ব-গরিমা মনে ক'রে আনন্দে মেতে

উঠছি, আবার যখন মনে করছি যে এই কার্যের পরিণাম-ফল পিতা-পুত্র যুদ্ধ, তখন যে বুক কঁপে উঠছে ! যুদ্ধ-বিদায়কালে পুত্রকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কব্ব । এক দিকে পতি আর এক দিকে পুত্র, কোন দিকেই ত' অমঙ্গল কামনা কব্বতে পারছি না । যদি যুদ্ধ বাধে, তা হ'লে তার পরিণাম ফল যে আমার পক্ষে কি ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে, সে কথা চিন্তা কর্ত্তেও যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । কিন্তু আমিই বা সে জন্য এত ভাবছি কেন ? যিনি আজ ইচ্ছা ক'রেই এই সমস্তা বাধিয়েছেন, তিনি কি নিজের জন্য কিংবা পুত্রের জন্য কোনও চিন্তা কব্ববেন না ? কেবল কি নিজ পুত্রের বীরত্ব পরীক্ষা কব্বাব একটা ক্ষণিক উৎসাহমাত্রে প্রলুব্ধ হ'য়ে মহাত্মা পাথের ন্যায় ধীর এবং বীর কখনও পরিণাম-দৃষ্টিহীন হ'য়ে কার্য্য করবেন,—তা ত' কখনই মনে হয় না । আমাব প্রধান আতঙ্কেব কারণ হ'চ্ছে সেই উন্মাদিনী উলুগীব প্রলাপ নিঃসৃত জাহুবীব অভিশাপ-বাণী । এত দিন সে অভিশাপের কথা উন্মাদিনীব প্রলাপ মনে ক'বে একরূপ বিস্মৃত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ যেন সেই বিস্মৃত অভিশাপ-বাণী বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় আমার কর্ণে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে । পিতা-পুত্র যুদ্ধের বিশেষ সম্ভাবনা, কার্য্যকারণ তা হলে ঠিকই উপস্থিত । কে জানে অভাগিনীর অদৃষ্টে কি আছে । সেই নাবায়ণের মনে যা আছে তাই হবে । আমি ভেবে তাব কি উপায় কর্ত্তে পারি ? রুথা চিন্তা ত্যাগ ক'বে আজ সেই মঙ্গলময় হরিকে একমনে

ডাকি, তাঁর রাঙ্গা পায়ে আজ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি,—তা হ'লে তিনিই মঙ্গল করবেন ।

(দীবে দীপের কালাচাঁদের প্রবেশ ।)

কালচাঁদ । হ্যাঁ দিদি । তুমি আমায় এখান ডাকছিলে ?

চিত্রাঙ্গদা । কই ? তোমায় ত' ডাকি নাই কালচাঁদ !

কালচাঁদ । তবে বুঝি আমার শোন্বাব ভুল হয়েছে দিদি ! বাঃ ! বেশ ফুলগুলি তুলে এনেছ ত' দিদি ! ও ফুলগুলি আমায় দাও না দিদি । আমি মালা গাঁথে গলায় পরবো ।

চিত্রাঙ্গদা । আগে নাবায়ণের পূজা হ'য়ে যাক, তারপরে তুমি নিয়ে এখান ।

কালচাঁদ । এঃ—পূজো করা ফুল নিয়ে আমি কি করবো তাতে গন্ধমন্ধ কিছুই থাকে না ।

চিত্রাঙ্গদা । না কালচাঁদ ! অমন কথা বলতে নাই । নারায়ণ পূজা না হ'লে কি এ ফুল দেওয়া যায় ?

কালচাঁদ । আচ্ছা দিদি ! তবে তুমি পূজা কর, আমি ব'সে ব'সে দেখি ।

[চিত্রাঙ্গদার ধ্যানস্থভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং কালাচাঁদের সম্মুখে

ঝাড়াইয়া পুষ্পাঞ্জলি নিজ চরণে গ্রহণ ।]

কালচাঁদ ।—

গীত ।

দে রে দে রে প্রাণের উপহার ।

আমায় প্রাণ দিয়ে যে ভালবাসে,

আমি সদা বাঁধা থাকি রে তার ।

আমি চাহি না তুলসী-চন্দন,
আমি চাহি না কুসুম-ভূষণ,
কেবল সরল প্রাণে বাগ্ না ভাল,
তাতেই পূজা হয় বে আমার ।

চিত্রাঙ্গদা । [চাহিয়া বিস্মিতভাবে] একি কালাচাঁদ ?
কালাচাঁদ । কি দিদি ?

চিত্রাঙ্গদা । এ তুমি করেছ কি ?

কালাচাঁদ । কেন—কি করেছি ?

চিত্রাঙ্গদা । আমি কৃষ্ণচরণ উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করেছি, সে পুষ্পাঞ্জলি তোমার পায়ে কেন ?

কালাচাঁদ । তা ত' আমি কিছু জানি না দিদি । তুমি বুঝি
চোক বুজে না দেখে ফুল-চন্দন কোথায় দিতে কোথায় দিয়ে
ফেলেছ ।

চিত্রাঙ্গদা । [স্তম্ভিত] নারায়ণ । একি লীলা তোমার
ঠাকুর ? এ কি কোন শুভ লক্ষণ না অশুভ লক্ষণ,—তাও ত'
বুঝতে পারছি না কৃষ্ণ । একে ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কায় বড়ই
শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছি, তারপর আবার তোমাকে পূজা করতে
গিয়ে এইরূপ বিপন্ন উপস্থিত হ'লো । কি হবে তবে কৃষ্ণ ? যজ্ঞাস্থ
ধ'রে পাণ্ডব সঙ্গে বিসম্বাদ বাধিয়েছে ব'লে কি বক্রবাহন তোমার
কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছে ? কেননা তুমি পাণ্ডবহিতৈষী এবং
তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের প্রিয় সখা । কিন্তু বালক বক্রবাহনও ত'
সেই পার্থপুত্র এবং তোমার পরম ভক্ত, তবে তার উপরেই বা

ককণাবর্ষণ না ক’রে পাব্বে কিরাপে ? পিতা পুত্র দুই পক্ষই যখন তোমার প্রিয়, তখন তুমি কিছুতেই ত’ এক পক্ষ আশ্রয় ক’বে থাকতে পাব্বে না কুমার ? আবার দুই পক্ষেরও এক সঙ্গে জয় বা পরাজয় ঘটানও অসম্ভব, তবে এ মহাসমস্যার কেমন ক’রে মীমাংসা ক’বে চলি ? আমি যে ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছি না ঠাকুর । বক্রবাহনকে যদি অশ্ব ফিরিয়ে দিতে বলি, তা হ’লেও ত’ আমার পিতৃ-গৌরব রক্ষা হয় না এবং ক্ষত্রিয়-সমাজ বক্রবাহনকে নিতান্ত কাপুরুষ ব’লে টিটকারী দেবে । আমি তা ত’ সহ্য করতে পাব্বে না । পার্থপুত্র বক্রবাহন যে কখনও ক্ষত্রিয়সমাজে হেটমুণ্ডে গিয়ে নিজ পিতৃপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ ক’বে, এ চিন্তা যে চিত্রাঙ্গদার মৃত্যু হ’তেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক । এখন কি উপায় করলে দুই দিক রক্ষা পায়, তাই কব কুমার ! তুমি ভিন্ন সে উপায়সূত্র আর কেহই আবিষ্কার করতে পার্বে না । এ সঙ্কটে এক তুমি ভিন্ন ভরসা নাই । তোমার কাছে যখন একূল ওকূল দুই কূলই সমান, তখন হে দুকূল-ভরসানাবায়ণ ! যাতে একূল ওকূল দুকূল রক্ষা পায়, তাই কর ।

কালচাঁদ । দিদি ! আজ অত ক’রে কি ভাবছ গা ?

চিত্রাঙ্গদা । তুমি বালক, তুমি আমার চিন্তার কথা শুনে কি করবে কালচাঁদ ?

কালচাঁদ । যদি কিছু করতে পারি ।

চিত্রাঙ্গদা । এক কুমার ভিন্ন আর কেহই আমাকে এ চিন্তার হাত হ’তে উদ্ধার করতে পার্বে না কালচাঁদ ।

কালচাঁদ । তা আমিও ত' এক কৃষ্ণ দিদি ।

চিত্রাঙ্গদা । ছিঃ কালচাঁদ এমন কথা বলতে নাই ।

কালচাঁদ । কেন দিদি । আমি কি মিছে কথা বললাম ? আমি যে বৈষ্ণব-বাবাজীদের মুখে শুনেছি,—শাস্ত্রে বলেছে যে, কৃষ্ণ এই জগৎময়,—আবণ্ড বলেছেন, যেখানে জীব সেখানেই কৃষ্ণ । তবে বল দেখি দিদি । আমি কৃষ্ণ না হলাম কিসে ?

চিত্রাঙ্গদা । কালচাঁদ । কে তুমি বালক ? তোমার সর্বদাশে ও কি জ্যোতিঃ দর্শন ক'বেছ ? কে তুমি জ্যোতির্শ্রয় মহাপুরুষ এত দিন কালচাঁদরূপে আমাদের অন্ধ চক্ষুকে মুগ্ধ ক'বে রেখেছ ? [সহসা কালচাঁদের অন্তর্দ্বান ।] আজ এমন অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখছি কেন ? কৃষ্ণ । মাঝাময় । এ সব তবে কি তোমারি মায়া ?

(কাপিতে কাপিতে বজ্রবাহনের প্রবেশ ।)

বজ্রবাহন । [প্রবেশ পথ হুইতে] মা । মা । মা ।

[রোদন ।]

চিত্রাঙ্গদা । ওক বজ্রবাহন । কঁাদছ কেন বাপ্ ? কে তোমাকে কাদানো বাপ্ ? কোন্‌ ছুঁখে, কোন্‌ কয়েট তুমি এমন ক'রে কঁাদছ যাছ ? [চক্ষু মুছিয়া দিলেন ।]

বজ্রবাহন । মাগো ! এ ছুঁখ-কয়েটের মোচন হবে না মা ।

চিত্রাঙ্গদা । কি হয়েছে আগে বল বাপ্ ।

বজ্রবাহন । মাগো । কি বলবো আর । সে কথা মুখে

জানতে পারছি না,—সে কথা রসনায় উচ্চারণ করতে পারছি না। ও-হো-হো! সে কি মর্মান্তিক বাণী মা!

চিত্রাঙ্গদা। মায়ের প্রাণ কেন অস্থির করছি সু বাপ? বল—শীঘ্র কি হয়েছে বল।

বক্রবাহন। শুনলে যে তুমি সহ্য করতে পারবে না মা! আমি তোমাকে না জানিয়ে পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেছিলাম, শেষে যখন শুনলাম যে পিতাই সেই অশ্বের রক্ষক হ'য়ে অশ্ব সম্মুখে মণিপুরে এসেছেন, তখন আমি কণ্ঠকৌ এবং মঞ্জী মহাশয়ের পরামর্শে সেই ধৃত অশ্ব ফিরিয়ে দেব ব'লে এবং পিতার চরণ বন্দনা করবো ব'লে আজ সেই অশ্ব নিয়ে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলাম।

চিত্রাঙ্গদা। [ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে] কি! কি বললি! ধৃত অশ্ব ফিরিয়ে দিতে? কাপুরুষ পুত্র।

বক্রবাহন। কাপুরুষতার জ্ঞান নয় মা। পিতৃ-গৌরব ভঙ্গ ভয়ে। তারপর শেষ পর্য্যন্ত শোন জননি! অশ্বসহ উপস্থিত হ'য়ে অশ্ব ধরেছি ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে পিতৃচরণ বন্দনা করলাম। তখন পিতা আমার মনের ভাব বুঝতে না পেরে, অশ্ব ফিরাতে গিয়েছি এইমাত্র শুনে ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে সেই সভা মধ্যে আমাকে বারংবার কাপুরুষ এবং—মাগো! পিতার সেই শেষ বক্তবাণী যেন এখনও তোমার কাছে উচ্চারণ করতে রসনা কেঁপে উঠছে। মাগো! কি বলবো, সেই নিষ্ঠুর পিতার সেই নিষ্ঠুর রসনা হ'তে যে তীব্র বিষ উদগীরিত হয়েছে,

সে বিষের জ্বালায় আজ ব্রহ্মাণ্ড পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে ।
মাগো । সেই পাণ্ডুপুত্র পার্থ সেই সর্বজন সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে
আমাকে কুলটাপুত্র ব'লে পদাঘাত ক'রে সেই সভা হ'তে
তাড়িয়ে দিয়েছে । [অবনতভাবে স্থিতি ।]

চিত্রাঙ্গদা । [সক্রোধে] আর তুই সেই কথা শুনে বুঝি
প্রাণের ভয়ে কঁদতে কঁদতে মায়ের অঞ্চলতলে লুকাতে এসে-
ছিস্ ? নির্ভজ্ঞ পুত্র ! তুই এখনি আমার সম্মুখ হ'তে দূর
হ'য়ে যা ।

বক্রবাহন । মা ! মা ! রক্ষা কর মা ! আমি তোর কুপুত্র ।

চিত্রাঙ্গদা । সহস্রবার ! তোর মত কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ
ক'রে চিত্রাঙ্গদা আজ সহস্র বশিষ্ঠকদংশন সহ করছে ।

বক্রবাহন । মা ! মাগো ! অবস্থা বুঝে আমার সকল
অপরাধ ক্ষমা কর । আমি যে আজ বড় আশা ক'রে তোমার
কাছে সাহসনা পাবো ব'লে ছুটে এসেছি মা ! পিতৃ-বাক্যবিষে
জর্জরিত হৃদয়ে শান্তি পাবো ব'লে যে মা ! তোমার কোলে
ছুটে এসেছি । কিন্তু হতভাগ্যের ভাগ্যদোষে আজ মা ! তুমিও
আমার প্রতি বিরূপ হ'লে ? পিতা পরিত্যাগ করেছেন,—
তুমিও যদি ত্যাগ কর, তবে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াব মা ?
এ মর্শাস্তিক যন্ত্রণায় আর কে সাহসনা দেবে মা ।

চিত্রাঙ্গদা । আরে আরে বর্বর সন্তান ! তোকে আবার
সাহসনা ? যদি আমার কাছে সাহসনা পাবার আশা কর্তিস্, তা
হ'লে কাপুরুষের ছায়া অশ্রু ফিরিয়ে দিয়ে আস্তিস্ না । আমার

কাছে মাঝনা পাবার প্রত্যাশা করলে আজ যে রসনা হ'তে মাতৃনিন্দা শুনতে পেয়েছিলি, সে রসনাকে তৎক্ষণাৎ কর্তন ক'রে ফেলে দিতিস্ । মূর্থ পুত্র ! নিবেরাধ সন্তান ! তুই কেন এসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জন্মেছিলি ? তোর মত কুসন্তানকে কেন আমি সেই সূতিকাগৃহে গলা টিপে মেরে ফেললাম না ? কেন তখন তোর পক্ষে আমার স্ত্রী বিধি হয় নি ? হতভাগ্য ! তুই কোন্ সাহসে চিত্রাঙ্গদার নিকট হ'তে মাতৃস্নেহ লাভ করতে এসেছিস্ ? যদি দেখতে পেতাম যে তুই তোর মাতৃনিন্দাকারীর বক্ষশোণিত দিয়ে আজ পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রেততর্পণ সমাধা ক'রে মায়ের কাছে এসেছিস্, তা হ'লে আজ মাতৃ-আশীর্ব্বাদ এবং মাতৃস্নেহ অপরিমিতরূপে লাভ করতে পারতিস্ ।

বক্রবাহন । মা ! মা ! ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে নিজ পতির অকল্যাণ মুখে আনছিচ্ ? তুই যে মা পতিব্রতা সতী ।

চিত্রাঙ্গদা । নিবেরাধ পুত্র ! আমি তোর কর্তব্য কি, তাই দেখিয়ে দিছি । মাতৃনিন্দা শুনলে পুত্রের কি করা উচিত, তাই বুঝিয়ে দিছি । আমি যতই পতিব্রতা হই না কেন, সে চিন্তা ক'রে তোর কর্তব্য তুই নষ্ট করুনি কেন ? ভীকু সন্তান ! ক্ষত্রিয়-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ ক'রে ক্ষত্রিয়ের আচরণ জানিস্ না ? সাধে কি সেই মহাবীর পার্থ তোকে পুত্র ব'লে স্বীকার করতে যুগা বোধ করেছেন ! সাধে কি সেই ক্ষত্রিয়-নন্দন পার্থ তোকে কুলটাপুত্র ব'লে তীক্ষ্ণ তিরস্কার করেছেন !

নরাধম বর্বর ! আজ আমিও বলছি, তুই কখনই এই চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস্ নাই । চিত্রাঙ্গদার পুত্র হ'লে সে তার আত্মসম্মান বুঝতে পারতো,—চিত্রাঙ্গদার সন্তান হ'লে সে আজ প্রাণপাত ক'রেও তার স্বর্গীয় মাতামহের গৌরব রক্ষা করতো,—চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত হ'লে সে কখনই তার মাতৃ-নিন্দাকারীকে অক্ষত রেখে নিজ প্রাণ ল'য়ে তক্ষরের ঘায় অস্ত্রপুরে পালিয়ে আসতো না । সে তা হ'লে নিশ্চয়ই সেই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে চিরপ্রচলিত পিতা-পুত্রের যুদ্ধ-ইতিহাসকে একটা নূতন—অসম্ভব ঘটনা বলে মনে করতো না । আমি কেন যে এমন কাপুরুষকে মণিপুর-সিংহাসনে বসিয়েছিলাম, তা বুঝতে পারছি না ।

বক্রবাহন । আর না জননি ! যথেষ্ট হয়েছে । আজ মাতৃ-ভক্তি এই দুর্বল হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে আমাকে পিতৃ-হত্যার জন্য উত্তেজিত ক'রে তুলেছে । আজ অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে গিয়ে যে কলঙ্ক-কালি মুখে লেপন ক'রে এসেছি, আবার আমি সেই পিতৃবন্ধ-রুধিরধারায় আমার সেই কলঙ্ক-কালি ধোঁত করবো । দাও মা ! হৃদয়ে ভক্তি দাও—দেহে বল দাও,—তোমার পুত্র আজ পিতৃমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হ'তে যাবে, সেই যজ্ঞ পূর্ণ ক'রে এসে আবার তোমার বন্দনা করবে ।

চিত্রাঙ্গদা । যা কাপুরুষ ! যা বর্বর ! তাই যা । যদি এই অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে আসতে পারিস্,—যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে আসতে পারিস্,—তবেই তোকে পুত্র ব'লে কোলে টেনে নেব,—তবেই জানুবো তুই অর্জুনপুত্র চিত্রাঙ্গদার

চিত্রাঙ্গদা

[চতুর্থ অঙ্ক ।

গর্ভজাত সন্তান । নতুবা—নতুবা রে কুলপাংশুল মূৰ্খ !
চিত্রাঙ্গদা এ জীবনে আর তোর মুখ দর্শনও করবে না ।

[বেগে প্রস্থান ।

বক্রবাহন । সাক্ষী থাক চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রসকল ।
সাক্ষী থাক তরু লতা স্থাবর জঙ্গম ।
পিতৃ-হত্যা । মহাযজ্ঞে হবো স্মদীক্ষিত ।
আয় ! আয় ! দানব প্রকৃতি !
আয়—আয় পৈশাচিক বল !
ধেয়ে আয় সর্প ! হিংসা লয়ে,
ছুটে আয় মহাপাপরাশি !
ঘিরে ফেল নরক আধারে,
মহানন্দে প্রেতগণ দে রে করতালি,—
পিতৃ-বধ-যজ্ঞে যায় পার্থের নন্দন ।

[বেগে গমনোদ্দেশ্যে ।

(মহিমা উল্লসিবে প্রবেশ ।)

উল্লসী । [বক্রবাহনের সম্মুখে গিয়া বাধা দিয়া] কোথা
চল্লি রে উন্মত্ত বালক ?

বক্রবাহন । কে তুমি ? উল্লসী জননি ? দাও মা । পদ-
ধূলি দাও ! আশীর্ব্বাদ কর,—পিতৃ-হত্যা করবার শক্তি
সঞ্চয় ক'রে নিই । [পদধূলি গ্রহণ ।]

উল্লসী । নির্বোধ পুত্র । এ যুক্তি তোকে কে দিয়েছে ?
এমন মহাপাপে লিপ্ত হ'তে তোকে কে শিক্ষা দিয়েছে ?

বজ্রবাহন । সংশয় জাগিয়ে দিও না জননি । তা হ'লে পারবো না । ধম্মাধর্মের কথা উত্থাপন ক'রো না মাতা । তা হ'লে হাত কাঁপবে,—শিথিল মুষ্টি হ'তে শরাসন খসে পড়ে যাবে । মাতৃ-আশীর্ব্বাদে আজ আমি পশুবল সংগ্রহ করেছি, তুমি আমার সে পাশব বলকে নষ্ট ক'রে দিও না । যাও জননি । পথ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাও । আমি ধৈর্যে যাব, পাশব শক্তিতে আমি উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি ।

উলূপী । আগে মাতৃহত্যা কর, শেষে পিতৃহত্যা করতে যাস, নতুবা সে বৈধব্য এনে দিলে সহ্য করতে পারবো না । উন্মাদিনী জাহ্নবীর অভিশাপ-বাণী ভুলে গেছিস্‌ কুমার ?

বজ্রবাহন । এতদিন ভুলেই গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আজ আবার তোমারই কথায় স্মরণ হ'য়ে গেল । তা হ'লে ত' আরও নিঃসন্দেহ—আবও নিশ্চিত ।

উলূপী । পিতৃবধের জন্য এতই উন্মত্ত হয়েছিস্‌ ভ্রাতৃ ।

বজ্রবাহন । হাঁ মা । এত বিলম্ব হ'তো না । যখন সেই পার্থমুখ হ'তে মাতৃ-নিন্দা নির্গত হয়েছিল, তখন সেই পার্থমুখ দ্বিখণ্ড কর্তাম,—কেবল মাতৃ-আজ্ঞার প্রতীক্ষায় এবং মাতৃ-বৈধব্য মনে ক'রে তখন বহুকষ্টে নিরস্ত ছিলাম । কিন্তু আজ মাতৃ-আজ্ঞা পেয়েছি,—মাতৃ-উত্তেজনার তীব্র মাদকে বিশেষ-ভাবে উত্তেজিত হয়েছি,—এইবার সেই মনের গ্লানি দূর করবো ।

উলূপী । বুঝেছি,—রাক্ষসী চিত্রাঙ্গদা তোকে উত্তেজিত করেছে,—দানবী মায়ের কাছে আজ্ঞা পেয়ে পিতৃবধের তরল

মদিরা-নেশাতে প্রমত্ত হ'য়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে-
 ছিস্ ! হা হতভাগ্য ! জীবনে যে পিতৃপদ সেবান ভাগ্য তোর
 এতদিন নিতান্ত দুর্লভ ছিল, আজ সেই, পরম তীর্থ পিতৃচরণ
 নিজ গৃহে ব'সে প্রাপ্ত হ'য়েও তার সেবা না ক'বে আজ পিতৃ-
 হত্যা সাধনে অস্ত্র ধারণ করেছিস্ ! হা নাবকী পুত্র ! পিতৃ-
 মুখে মাতৃ-নিন্দা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়েছিস্, কিন্তু সেই মাতা হ'তেও
 পিতা পরম গুরু ! পরশুরাম কি একমাত্র পিতৃ-আজ্ঞাতেই মাতৃ-
 শিরশ্ছেদ করেছিল না ? হাঁরে অজ্ঞান ! তুই এ ধর্ম্ম শিখলি
 কোথায় ? পুত্রের নিকট পিতা যে স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চ । তুই
 সেই স্বর্গাদপি উচ্চ পিতাকে হত্যা ক'রে নরকের রুদ্ধ কবাট
 আজ স্বহস্তে উদঘাটিত ক'রে রাখছিস্ ? হাঁ রে মূর্থ ! তোকে
 এ ধর্ম্মোপদেশ কে প্রদান করলে ? শুধু কেবল পরমদেবতা
 পিতৃহত্যা করানয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহত্যার পাতকও তোকে
 ভোগ করতে হবে । জানিস্ আমি একে পুত্রশোকে উন্মাদিনী,
 তার উপর যদি তুই সেই বৈধব্য এনে আনিয়ে দিস্, তা হ'লে
 নিশ্চয় জান্‌বি বক্রবাহন । আমিও তোকে সেই মাতৃহত্যার
 কলঙ্ক দিয়ে সেই পতি সঙ্গে প্রাণত্যাগ করবো । তখন সে
 কলঙ্ক—সে পাপ বহন করতে কোনও কষ্টবোধ হলে না ত' ?
 ছি ! ছি ! কুমন্তান ! এইরূপ পুত্রের জন্মই কি মাতা পিতা
 সম্মান কামনা করে ? এইরূপ কুপুত্রের নিকট হ'তেই কি পিতা
 মাতা জলপিণ্ডে প্রত্যাশা করে ? ধিক্ পুত্র ! তোকে শত ধিক্
 বক্রবাহন । জননি ! জননি ! পায়ে ধরি, আমাকে ক্ষমা

কর, আমার উত্তেজিত হৃদয়ে দুর্বলতার স্থান ক'রে দিও না,—
 আমার নরক-প্রাণে ধর্মের আলোক জ্বলতে চেষ্টা ক'রো না,—
 তা হ'লে আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করতে পারবো না,—তা
 হ'লে আমি মায়ের দুঃখ দূর করতে পারবো না । আমি জীবনে
 কখনও পিতা কে, তা এতদিন দেখি নাই,—পিতা কি বস্তু,
 তা চিনি নাই । জন্মাবধি এক মাকেই জানি—মাকেই চিনি—
 মাকেই দেবতা বলে পূজা করি,—একমাত্র মাতৃ-স্নেহধারাতেই
 এতদিন বেঁচে আছি । সেই মা, সেই মাই আমার স্বর্গ—সেই
 মাই আমার ধর্ম—সেই মাই আমার পরম তপস্যা । এমন
 মাকে আমি অবজ্ঞা করতে পারবো না—এমন মায়ের আজ্ঞা
 আমি অপালন করতে পারবো না,—তা হ'লে মহাপাপে ডুবে
 যাবো,—তা হ'লে আমি মাতৃস্নেহে চিরবঞ্চিত হবো । তাই
 বলছি জননি ! আর কোন বাধা দিও না,—আর আমার ভুল
 ভেঙ্গে দিয়ে ঘোর সংশয়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিও না, বরং তুমিও
 আজ মায়ের মত আগাকে কটুবাক্যে আরও উত্তেজিত ক'রে
 দাও,—ঐ পদগুলি দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে আরও শক্তি সঞ্চার
 ক'রে দাও,—আমি যে পিতৃমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছি, সেই
 যজ্ঞ পূর্ণ করতে বুকে আরও বল দাও,—আমি নরক চাই—
 আমি নরকে যাবো ।

[বেগে প্রস্থান ।

উলুগী । না, পার্লাম না । উন্মত্ত বালকের উন্মত্ত
 হৃদয়বেগ কিছুতেই কিরাতে পার্লাম না । বুঝলাম, জাহ্নবীর

‘অভিশাপ-বাণী এত দিনে সকল হবার সময় হয়েছে । মহত্স
চেষ্টা করলেও দেবীবাণ্য নিষ্ফল করা যাবে না । তবে
একমাত্র ক্ষীণ ভরসা আছে যে, সেদিন আমার করুণ প্রার্থনায়
বিগলিতা জাহ্নবী আমাকে পার্থের পুনর্জীবন প্রাপ্তির আশা
দিয়েছিলেন । কিন্তু কৈ ? এতদিন হ’য়ে গেল, তবুও ত’ দেবী
আমাকে সে উপায় ব’লে দিতে এলেন না ?—না এখনও
বলবার সময় আসে নাই ? কি জানি অদৃষ্টে কি ঘটে ! যদি
জাহ্নবীদেবী প্রসন্ন হ’য়ে পার্থের পুনর্জীবন প্রদানই করেন,
কিন্তু তা হ’লেও ত’ আমার অপর চিন্তা থাকলো—কুমার বক্র-
বাহনের জীবনও যে নিষ্ফলক থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা কি ?
জাহ্নবীর অভিশাপে পুত্র-করে পার্থের মৃত্যু এবং তাঁর পুনর্জী-
বনের আশা সেই জাহ্নবীর মুখেই শুনেছি, কিন্তু ভুবনবিজয়ী
মহাবীর অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরে যে ক্ষুদ্র বালক বক্রবাহনের
কোমল প্রাণ বিদ্ধ হবে না, সে কথা ত’ কিছু শোনা হয় নাই ।
যদি উভয়েরই নিষ্ফল শর, এক সঙ্গে উভয়কেই ধরাশায়ী
করে, তা হ’লে উপায় কি হবে ? বক্রবাহনকে তবে কেমন
ক’রে বাঁচাব ? বক্রবাহনের মৃত্যু এবং পুনর্জীবন সম্বন্ধে ত’
কোন কথাই জাহ্নবীর মুখে শুন্তে পাই নাই । রণক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হ’লে কি অর্জুন কখনও পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হ’য়ে শিথিল-
হস্তে শরাসন ধারণ করবেন ? তা ত’ কখনই বিশ্বাস হয় না ।
হায় অভাগিনী রাক্ষসী চিত্রাঙ্গদা ! তুই আজ কি সর্বনাশের
পথ পরিষ্কার ক’রে রাখলি ? কেবল নিজের একটা অন্ধ

গরিমায় মত্ত হ'য়ে পতি পুত্র কারও মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করলি না ? তুই কি ভয়ঙ্করী নারী ! যাই, এখন একবার ভিখারিণী সেজে পাণ্ডব-শিবিরে গমন করি, যদি কোনরূপে পার্থের নিকট হ'তে পুত্র বক্রবাহনের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিতে পারি। যাই—আর সময় নাই, রাত্রি প্রভাতেই যুদ্ধ বাধবে।

[বেগে প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

বনপথ ।

(ভয়ত্রস্ত উন্নত চণ্ডসিংহের প্রবেশ ।)

চণ্ডসিংহ । পরিত্রাহি ! পরিত্রাহি ! রক্ষা কর—রক্ষা কর—ঐ—ঐ আসছে,—উদ্ধাপিণ্ডের মত ছুটে আসছে ! কি ভীষণ মূর্তি ! কি বিকট হৃদয় ! কি ভীষণ গর্জন ! কি ভয়ঙ্কর অট্টহাস ! ঐ—ঐ আবার একটা জলন্ত অগ্নিগোলক এনে আমার আঙ্গি নিক্ষেপ করলে ! উঃ !—উঃ—জ্ব'লে ম'লাম—পুড়ে ম'লাম—ভস্ম হ'লাম ! কেউ রক্ষা করলে না,—মহা-পাপী—বিশ্বাসঘাতক—দস্যু ব'লে কেউই একবার আমার প্রতি কৃপা করলে না । আজ সাত দিন সাত রাত্রি এইভাবে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পর্বতে পর্বতে, গুহায় গুহায় ছুটে

ছুটে বেড়াচ্ছি,—আর আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছায়ার মতন
ঐ বিকটমূর্তি বিভীষিকা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে । ভয়ে আতঙ্কে
আমার সর্বশরীর যেন আড়ম্ব হ'য়ে যাচ্ছে,—দেহের রক্ত যেন
শীতল হ'য়ে গেছে,—আব এক পদও চলবার আমার সামর্থ্য
নাই । পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে—চাবিদিক ধূম্রময়
দেখছি । কি উপায় করি ? শেষে কি এই বনের মধ্যে অন্ধ-
কারেই প্রাণ যাবে ? সংস্কারের অভাবে শেষে কি আমার
শবদেহ শৃগাল-কুকুরের ভোজ্য হবে ? হায় ! হায় ! পাপের
এই পরিণাম ? বিশ্বাসহীনা রাজজ্যোতীর এই শেষ ফল ? প্রিয়-
সুহৃদ মল্লপতির বাক্য আজ অন্ধরে অন্ধরে ফ'লে গেল । কেন
তখন তার কথা শুনে পাপের পথ হ'তে ফিরলাম না ? কেন
রাজত্বের কুহক-আশায় উন্মাদ হ'য়ে পাপের পথে ছুটে এলাম ?
আজ যে অনুতাপ আমাকে রুশিকের গায় দংশন করছে, তখন
কেন সে অনুতাপ এলো না ? আজ যে এমন ভাবে পশুর অধম
হ'য়ে মরতে হ'বে, তা ত' কখনও মুহূর্তের জন্য আমার গর্বির্ভ
হৃদয়ে স্থান পায় নাই । পাপীর পরিণাম যে এত ভীষণ, সে
কথা একদিনও মনে আসে নাই । ও-হো-হো !

(গীতকণ্ঠে ভজা পাগুনার প্রবেশ ।)

ভজা ।—

গীত ।

এবার মরণ সময় এসেছে ঘুনিয়ে ।

তাই কাল পেয়ে ঐ কালেব দূত

তোর পিছু পিছু আসছে ধেয়ে ॥

কি বাধ বস্বে এলি ভবে কি ক'রে বা চল্লি,
 (কেবল) দিবানিশি ঝোড় জঙ্গলে পশুব মতন ঘুরলি,
 শুধু, পাপের খেলা জীবন ভ'বে গেলি খেলিয়ে ।
 তোমার জীবন-খতো এইবারে ত' কব্বে রে তবল,
 তাব হিমাব নিকশ কি দেখাবি, দিবি কি জবাব,
 দীন অধোব বলে বিচারকালে
 (যাবে) ফিকি-ফন্দী সব ভাসিয়ে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

চণ্ডসিংহ । ঐ সেই মহাপুরুষ, যিনি আমাকে অতি পদে
 পাপ কার্য্যে বাধা দিয়ে বেড়িয়েছেন । ঐ সব নিকামধর্ম্মী মহাত্মা-
 গণের বেদবাক্য তখন কত অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে
 এসেছি । আজও আমার আমার পবিত্র-চিত্র চোখের সম্মুখে
 ধ'রে দেখিয়ে গেলেন । সময় তা হ'লে নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী
 হ'য়ে এসেছে । মৃত্যুর পরেই তা হ'লে মহানরক ; তখন
 হ'তেই কর্ম্মফলের প্রকৃত ক্রিয়া আরম্ভ হবে । কে বলতে পারে,
 সে যন্ত্রণা আরও কত ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে ? কে বলতে পারে,
 সে ভীষণ যন্ত্রণা আমাকে কতদিন ধ'রে জর্জরিত করবে ? সেই
 আশাহীন আশ্রয়বিহীন নিরালোক যন্ত্রণাময় আত্মাকে কে বলতে
 পারে, কত যুগ-যুগান্তর ঐ ভাবে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে হবে ?
 উ-হু-হু । সেই ভীষণ স্মৃতিতেও কি তীব্র বেদনা । ওঃ—
 জগদীশ ! না, তোমার নাম গ্রহণের অধিকার আমার নাই ।
 যাই, কোথাও জল পাই কি না দেখিগে ।

[প্রস্থান ।

আপ্নেয় দৃশ্য ।

—o—

পাণ্ডব-শিবির ।

(অৰ্জুন ।)

অৰ্জুন । [স্নগত] রাত্রি প্রভাতেই যুদ্ধ । পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেই এই যুদ্ধে নিরুৎসাহ, একমাত্র বালক বৃষকেতুই পূর্ণোৎসাহী । যুদ্ধোন্মত্ত মণিপুরী সৈন্যের সহিত উৎসাহহীন পাণ্ডবসৈন্য সমরে প্রবৃত্ত হ'লে পরিণামফল পাণ্ডবের সুবিধাজনক হবে ব'লে বোধ হয় না । তীব্র তিরস্কারে উত্তেজিত বীর বক্রবাহন নিশ্চয়ই বিজয়গৌরব লাভের জন্য প্রাণপণ ক'রে যুদ্ধ করবে । যদি এই যুদ্ধে ঘটনাক্রমে কুমার বক্রবাহনই জয়লাভ করে, তা হ'লে পুত্রের সেই বিজয়গৌরব আনন্দের সহিত উপভোগ ক'রে যে পুত্রকে অভিনন্দিত করবো, তারও ত' সম্ভাবনা নাই ; কারণ পাণ্ডব-পরাজয়ে যে ধর্মরাজের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না । তা হ'লে ত' ধর্মরাজকে আর জ্ঞাতিনাশজনিত পাপ হ'তে বিমুক্ত করা গেল না । তা হ'লে ত' এই পাণ্ডব-পরাজয়-কলঙ্ক জগৎময় ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়বে ! এখন দেখছি, যুদ্ধ ঘটিয়ে কাজ ভাল করি নাই । পিতৃ-দর্শনোৎসাহী বিনীত পুত্রকে স্নেহ-সম্ভাষণের পরিবর্তে ভীষণ বক্র-বাক্য দ্বারা তার সরলপ্রাণে আঘাত ক'রে এখন দেখছি, নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই প্রদান করেছি । কিন্তু

এখন আর চিন্তা বৃথা, এ যুদ্ধ আর এখন কিছুতেই নিবারিত করা যাবে না ! পদাহত সিংহশিশুকে কি আর এখন শাস্ত করা যায় ? ভুজঙ্গশিশু একবার ফণা উত্তোলন করলে আর কি তাকে মিষ্টিভাব প্রদর্শন কখনও অবনত করা যায় ? আজ যুদ্ধ সম্বন্ধে যত চিন্তা করছি, ততই যেন হতাশ হ'য়ে পড়ছি । কৃষ্ণ ! যদুপতি ! তুমিও আজ নিকটে নাই, আজ তোমার অভাব বিলক্ষণভাবে হৃদয়ঙ্গম করছি । নারায়ণ ! অন্তর্যামী ! নিকটে না থাকলেও সবই জানতে পারছ ; সব জানতে পেরেও যখন নিশ্চিত আছ, তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক ।

(ভিখারিণীবোনে উলুগীর প্রবেশ ।)

অর্জুন । কে তুমি রমণী ?

উলুগী । ভিখারিণী ।

অর্জুন । এমন সময়ে ভিখারিণীর কি প্রয়োজন ?

উলুগী । ভিক্ষাই প্রয়োজন, আপনার কাছে সেই ভিক্ষাই চাইতে এসেছি ।

অর্জুন । আমার কাছে তোমার কি ভিক্ষা ভিখারিণী ?

উলুগী । পুত্রপ্রাণ ভিক্ষা চাই ।

অর্জুন । কে তুমি রমণি ? কে তোমার পুত্র ?

উলুগী । ভিখারিণীর অল্প পরিচয় আর কি আছে ? তবে পুত্রের পরিচয়—মণিপুর-রাজকুমার বজ্রবাহন ।

অর্জুন । এ্যা ! তুমিই কি তবে রাজমাতা চিত্রাঙ্গদা ? অন্ধকারে স্পষ্টরূপে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ।

উলূপী । আমি রাজমাতা হ’লেও তার গর্ভধারিণী চিত্রাঙ্গদা নই ।

অর্জুন । তবে কি তুমি সেই রাজমাতারই প্রেরিত হ’য়ে আমার কাছে তার পুত্রপ্রাণ ভিক্ষা করিতে এসেছ ?

উলূপী । না গো না, সে রাক্ষসী মা—সে পুত্রের ভাল মন্দ চায় না—তার ভিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই । সে দানবী, সে যুদ্ধ চায়—সে মর্যাদা চায়—সে গরিমা চায় ।

অর্জুন । তবে কি মণিপুররাজ প্রাণের মমতায় তোমাকে পাঠিয়ে নিজ প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেছেন ?

উলূপী । না ; সে উন্মত্ত বালক,—সে যুদ্ধের নামে নেচে উঠেছে । তাকে আমি কত বুঝিয়েছি, তাব কাছে আমি কত অশ্রু ফেলেছি, কিন্তু সে অবাধ্য ছেলে আমার,—পিতার মুখে মায়ের নিন্দা শুনে অবধি যেন আগুনের মত জ্বলে উঠেছে । কিছুতেই তাকে থামাতে পারলেম না দেখেই, পবিত্রাম ভেবে পুত্রস্নেহে পাগল হ’য়ে এখানে ছুটে এসেছি ।

অর্জুন । কেন, তোমার পুত্রও ত’ এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে ?

উলূপী । ভীষ্ম-বিজয়ী নিবাতকবচনাশী মহাবীর পাথের অব্যর্থ শরনৈপুণ্য এ জগতে কে না জানে বলুন ?

অর্জুন । কে তুমি ভিখারিনি ? তোমার পরিচয় জানাব জন্য আমি নিতান্তই উৎসুক হয়েছি । বিশেষ বাধা না থাকে, নিজ পরিচয় দিয়ে আমার উৎকর্ষা দূর কর ।

উলুপী । যদি এতক্ষণের কথাবার্তায় অভাগিনীকে চিন্তে না পেরে থাকেন, তবে আর আমার পরিচয় জানতে চাইবেন না । আমি ভিখারিণী—এই পরিচয়ই এখন আমার যথেষ্ট ।

অর্জুন । বহু দিনের একটি করণ কণ্ঠ ক্ষীণ স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে যেন কর্ণে প্রবেশ করছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হ'চ্ছে না । ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, তোমার কি নিজেও কোনও সন্তান নাই ?

উলুপী । একদিন ছিল, এখন আর নাই । বাবা আমায় ফাঁকি দিয়ে স'রে গেছে ।

অর্জুন । কতদিন তুমি পুত্রহারা হয়েছ বমণি ?

উলুপী । বেশী দিন নয় গো, এখনও তার চিত্তাভ্রম বোধ হয় কুরাগেত্রের মহাশ্মশান হ'তে বিলুপ্ত হয় নি ।

অর্জুন । চিনেছি,—আব পরিচয় দিতে হবে না । হায় নাগনন্দিনী ! কখনও যে এইভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হবে, তা অগ্নেও মনে করি নাই । হায় পুত্রহারা পাগলিনী উলুপি ! ইলাবস্তুর শোক বুঝি আর জীবনেও কখন ভুলতে পারবো না । হা পুত্র ইলাবস্তু ।

উলুপী । আজ চির-পরিত্যক্তা অভাগিনী দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন আর্ঘ্য । [প্রণাম ।]

অর্জুন । হাঁ উলুপি ! চিরত্যাগী বটে । প্রতিবাক্যে তোমার কথায় উত্তর দেবার আর আমার কিছুই নাই । তবে এইমাত্র বলতে পারি, যে বিধিনির্বন্ধে এতদিন রাজ্যভ্রষ্ট

বনবাসী হ'য়ে তোমাদের সঙ্গে চাক্ষুষ সম্বন্ধ রাখতে পারি নাই বটে, কিন্তু নাগকুমারি ! মুহূর্তের জন্য কখনও হৃদয়ের সম্বন্ধ বিস্মৃত হই নাই । পূর্ব স্মৃতির সাময়িক মলিনতার আবরণটুকু পুত্র ইলাবন্তের সেই নব সন্মিলন-সলিলে ধৌত হ'য়ে বরং পূর্বাপেক্ষা আরও যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল । কিন্তু হায় ! ইলাবন্ত আজ কোথায় !

উলুপী । যাক্, এখন সে জীবনব্যাপী রোদন করবার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু আবার কাঁদবার একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হবার উপক্রম হ'চ্ছে, এখন তার উপায় কি হবে ব'লে দিন আর্ঘ্য । মা ব'লে ডাক্তে একমাত্র বক্রবাহন বই যে আর কেউ নাই ।

অর্জুন । শুধু মা ব'লে ডাক্তে নয় উলুপি । পিতা ব'লে ডাক্তেও আর কেহই নাই । পাণ্ডবকুলের ভবিষ্যৎ জলপিণ্ডের আশামূল ঐ একমাত্র বক্রবাহন ।

উলুপী । সেই জন্যই কি মণিপুররাজকে অযথা তিরস্কার বাক্য দ্বারা জর্জরিত ক'রে দিয়েছেন, পাছে নিবির্বদে অশ্রু প্রত্যাৰ্পণ ক'রে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কারণ নয় ক'রে দেয় ? পুত্রস্নেহের এতই তীব্রতা তৃতীয় পাণ্ডব অনুভব করেছিলেন যে, কতক্ষণে সেই পুত্র-অঙ্গ তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ ক'রে পুত্রস্নেহ প্রদর্শন করবেন ? ধন্য আপনাদের ক্ষত্রিয়োচিত রীতি নীতি ! যে হিংস্র স্বভাব আর্ঘ্যগণের মধ্যে দেখতে পাই, সে হিংস্র ভাব কিন্তু সেই রসাতলনিবাসী অনার্যা নাগগণের মধ্যেও

দেখতে পাওয়া যায় না । সেখানেও পিতা-পুত্রের মধ্যে
স্নেহ-ভক্তির বিশেষরূপ আদান প্রদান আছে জানবেন । কিন্তু
হায় ! তবুও তারা অনার্য্য ব'লে এই সব পুত্রবধোৎসাহী
আর্য্যগণের নিকটে চিরস্থায়ী থেকে গেল ।

অর্জুন । আর কেন লজ্জা দিচ্ছ উলুপি ? এ মণিপুর-
যুদ্ধের জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, সে আমাকেই ।
কিন্তু কি করবো, আর ত' ফেরবার উপায় নাই । অশ্ব মোচন
ক'রে নিয়ে যে ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ করতে হবেই । সে
যজ্ঞ পূর্ণ করবার পথে যত অন্তরায়—যত বিঘ্নই দেখা দিক্ না
কেন, সে সবই যে দলিত ক'রে চ'লে যেতে হবে । সহস্র পুত্র-
স্নেহ এসে সম্মুখে দাঁড়ালেও কোনরূপে বাধা দিতে পারবে না ।

উলুপী । এ সঙ্কল্প যদি স্থিরই করা থাকে, তা হ'লে সে
কথাটা আরও একটু সুগম ক'রে রাখুন না । এই পুত্রহারা
পাগলিনী উলুপীর শোণিত দিয়ে সেই পুত্রহত্যার পথ পূর্ব
হ'তেই পরিষ্কৃত ক'রে রাখুন না, তা হ'লে আর এই পুত্র-
শোকোন্মাদিনী উলুপীর আর্তনাদে পুত্রঘাতী পার্থের কোনরূপ
শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকবে না ; তা হ'লে পুত্রবিজয়ী তৃতীয়
পাণ্ডব মহানন্দে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে পারবেন ।

অর্জুন । এখন যাও অভাগিনি ! এই নরাধম অর্জুনকে
ধিকার দিতে দিতে স্বস্থানে চ'লে যাও । এ পাষাণে এখন
কর্দমের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র,—এ মরুভূমে এখন জল-
পানের আশা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ।

উপুণী । ভুবনবিদিত চির-উদার পাণ্ডব যে আজ একজন চির-ছাঃখিনী ভিখারিণীকেও সামান্য একটা পুত্র-প্রাণ ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হবেন, এরূপ আশ্চর্য্য চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দিই নাই । এখন বুঝলাম, পাণ্ডব-উদারতা কেহ ন সামান্য ভিক্ষকের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করতে জানে না ।

অর্জুন । বলেছি ত' উলুপি । শত অভিযানের অশ্রু-মোচন কর—শত তিরস্কারের বিষ বর্ষণ কর,—তথাপি এবজ্জ-হৃদয় অচল—অটলই থাকবে । তবে তোমার কাতর প্রার্থনার ফল এইটুকুমাত্র হ'তে পারে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল আমার যজ্ঞাশ্ব উদ্ধারের জন্য যতটুকুমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজন বোধ করবো, ঠিক সেইটুকু যুদ্ধ ভিন্ন তদতিরিক্ত যুদ্ধে কখনই প্রবৃত্ত হবো না ; এইমাত্র তোমার কাছে প্রতিশ্রুত হ'তে পারি । এখন যাও উলুপি । এই সামান্য মাত্র আশ্বাসকে হৃদয়ে ধ'রে স্বস্থানে চ'লে যাও । রাত্রি অধিক হয়েছে, ঐ শোন সঙ্কেত-ঘণ্টা রাত্রির দ্বিপ্রহর ঘোষণা করছে, প্রত্যায়েই আবার রণ চল, তোমাকে শিবিরদ্বার অতিক্রম ক'রে দিয়ে আসি ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(অগ্রে বক্রবাহন ও পশ্চাতে গীতকণ্ঠে সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

সৈন্যগণ ।—

গীত ।

জয় জয় নাদে মেদিনী কাপাও ।

লক্ষ্মে বাক্ষ্মে দন্তে অরাতি হাঁকাও ॥

ভীষণ আহবে পাণ্ডব সহিত,

তাণ্ডব-নর্তনে ত্রিলোক ভূষিত,

আজি রণে সবে হারাবে মম্বিত,

রুধিরে রঞ্জিত ধরণী ভাসাও ।

দরি শরাসন অসি খরসান,

বাক্ নাকি ঘুরাও ভীষণ রূপাণ,

মারু মারু কাট্ কাট্ হও আগ্রহান,

বীরমদে মাতি (ভীম) বিঘাণ বাজাও ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।]

দ্বিতীয়া দৃশ্য ।

রংক্ষেত্র—প্রান্তভাগ ।

(গীতকণ্ঠে মৈনিক-পুরুষবেশে শোভার প্রবেশ ।)

শোভা ।—

গীত ।

কই তাবে ত' ভোলা গেল না ।

ভুলিব আমি ভাবিত্ত যাবে, তাবে ভোলা গেল না ॥

যত যাই ভুলিবারে, তত প্রাণ চায় রে তারে,

তত সাধ হেরিবারে (পোড়া) মন ত' মানে না ।

আমি ভাবি ছাড়ি আশা, আশা ত' ছাড়ে না আশা,

হৃদয়ের প্রবল পিয়াসা, বাসনা ত' মিটিল না ॥

শোভা । এত দিন পরে ঠিক সাজে সেজেছি । হরিকে ডাক্‌বার জন্য মা কত বুঝিয়েছিলেন, সর্বস্ব তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ কর্‌বার জন্য কত কথা মা শুনিরে ছিলেন । তবু তো এ প্রাণপাখী সে দিকে গেল না । তবু তো এ প্রাণ-পাখী হরি-বুলি ব'লে সে দিকে উড়লো না । তবে প্রাণ ! আর আকুল হ'য়ে না । অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছি, আর কূলে ফিরে আসতে চেয়ে না । ভেবে না আমি সেই শোভা । ভাব যে, আমি সেই শোভার শোভা হারিয়ে দিয়ে অশোভার দিকে ধেয়ে চলেছি । সে আশা কি পূর্বে ? ধনুর্বাণ হাতে ধরেছি, কিন্তু

বাণ ছুড়তে জানি না—তবুও যুদ্ধে যাব ; কেন যাব—জান কেউ ? আমার হৃদয়—প্রত্যাখ্যাত জীবনের একমাত্র সুন্দর সেই ধনুর্বাণধারী বীর বক্রবাহন আজ যুদ্ধযাত্রা করেছে । তার কোমল বুকে সেই পার্থেয় তীক্ষ্ণ শর যখন উল্কাপিণ্ডের আয় ছুটে এসে বাজবে, তখন—তখন সেই তীক্ষ্ণ শর তার বুকের উপর পড়বার আগে আমি বুকে ধারণ করতে পারবো না ? আমার সেই রুধিররঞ্জিত মূর্চ্ছিত দেহ, আমার প্রাণেশ্বরের সুকোমল দেহকে অক্ষত রেখে চিরবিদায় গ্রহণ করতে পারবে না ? ভগবান ! নারায়ণ ! হ্রি ! তোমাকে, পেলাম না বা তুমি পেতে দিলে না । তবুও এই কামনা, যেন রাসনার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করতে পারি ।

(অপব দিক দিয়া কঞ্চুকী, মন্ত্রী, সৈন্যগণ ও

বক্রবাহনের প্রবেশ)

বক্রবাহন । কহ স্তম্ভিন্ ! তাত কঞ্চুকিন্ ।

আকিঞ্চন ঐ রাজ্য পায়,

ক'রো না নিষেধ,

ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দিছি বিসর্জন ।

কঞ্চুকী । অর্জুনকুমার ! অর্জুন বিনাশ করি,

কোন পুণ্য করিবে অর্জন ?

বক্রবাহন । পিতৃহত্যা মহাপাপ করিব অর্জন ।

কঞ্চুকী । চপল বালক তুমি ;

চপলতা প্রকাশের এ মহে সময় ।

বক্রবাহন । এ নহে সময় ? তাত কঙ্কুকিন্ !

আকিঞ্চন করুন শ্রবণ,

শুনিলে শ্রবণদ্বয়ে দিবেন অশ্রুজি ।

কঙ্কুকী । শুনিয়াছি সব বৎস !

তবু তোমা নিষেধি সম্প্রতি,

পিতৃহত্যা-মহাপাপে হ'য়ো না পতিত ।

সে পাপে পতিত হ'লে

অনন্ত—অনন্তকাল

ভীষণ তাঁধারময় বীভৎস নরকে,

ভুঞ্জিতে হইবে তব স্বকর্মের ফল ।

বক্রবাহন । জানি—জানি,

শিখিয়াছি মাতার নিবট—

“পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম”

তথাপি সেই পিতৃবধ-অপকর্ম

করিব নিশ্চয় ।

কঙ্কুকী । এ নিশ্চয় কেন যুবরাজ ?

বক্রবাহন । এ ‘কেন’র কি দিব উত্তর ?

সে উত্তরে কম্পিত রসনা—

সে উত্তরে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ

মড় মড় করি পড়িবে ভাঙ্গিয়া—

সে উত্তরে, প্রলয়-পয়োধি

ভীষণ—ভীষণনাদে উঠিবে গর্জিয়া ।

তাই বলি এই উন্মত্ত বালকে

বৃথা কেন করেন নিরস্ত ?

দিন পদধূলি,

যাই আমি পার্থে বিধ্বংসিতে ।

[পদধূলি গ্রহণ ।]

শোভা । [নিকটে আসিয়া] যুবরাজ ।

বক্রবাহন । কে তুমি বালক ?

শোভা । মণিপুররাজের ক্ষুদ্র প্রজাপুত্র ।

বক্রবাহন । রণসাজে এখানে কেন ?

শোভা । যুদ্ধ করবার জন্য যুবরাজের অনুমতি নিতে
এখানে এসেছি ।

বক্রবাহন । তুমি যুদ্ধ করবে ? তুমি যে নিতান্ত বালক ।

শোভা । ক্ষুদ্র পিপীলিকার দংশনেও কি মানুষে যন্ত্রণা
অনুভব করে না ?

বক্রবাহন । করে, কিন্তু সে যন্ত্রণায় মানুষের প্রাণবিয়োগ
হয় না ।

শোভা । প্রাণবিয়োগ না হ'লেও ক্ষণেকের জন্যও
মানুষকে ব্যাকুল ক'রে তোলে ত' ?

বক্রবাহন । সেরূপ ব্যাকুল ক'রে এ যুদ্ধক্ষেত্রে আমার
বিশেষ কি উপকার সাধন করতে পারবে ? বরং সেই দংশন
করবার পূর্বেই পদতলে তার নিশ্চেষ্ট হবারই সম্ভাবনা ।

শোভা । তবুও সে মনে করবে যে, ক্ষুদ্র প্রজা হ'য়েও

রাজার উপকার করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে; তাতেও যদি সে প্রাণে মহাশাস্তি পায়।

বক্রবাহন। আচ্ছা এস রাজভক্ত। আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে এস। সৈন্যগণ। অগ্রসর হও। পূজ্যপাদ মন্ত্রিন্। তাত কঙ্কুকিন্। আশীর্ব্বাদ করন্, বিদায় হ'লাম।

[সৈন্যগণ সহ বক্রবাহন ও শোভার প্রস্থান।]

কঙ্কুকী। মন্ত্রি। ভবিতব্যতার গতিরোধ করা কারও সাধ্য নাই; মানুষের শত চেষ্টাও সেই স্থানে নিষ্ফল। আর কি উপায় আছে? সেই নারায়ণের মনে যা আছে তাই হবে।

মন্ত্রী। এ ধারণা ভিন্ন, এ সমস্তার আর কি মীমাংসা আছে। এখন চলুন দেব। রাজমাতা চিত্রাঙ্গদার নিকট যাই।

কঙ্কুকী। তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য ।

বর্ণক্ষেত্র ।

(পাণ্ডব-সৈন্য ও মণিপুর-সৈন্যের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও
প্রস্থান এবং অপর দিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে
বৃষকেতু ও বক্রবাহনের প্রবেশ ।)

বক্রবাহন । [বৃষকেতুকে অঙ্গচ্যুত করতঃ হস্ত ধরিয়া]
এখনও বলছি ক্ষান্ত হও ভাই ! এ যুদ্ধে বক্রবাহন ভাতৃহত্যা
করিতে আসে নাই, পিতৃহত্যা করিতে এসেছে ।

বৃষকেতু । যে পিতৃহত্যা করবার জন্য উন্মত্ত হ'তে পারে,
তার ভাতৃহত্যা করবার জন্য এতটা চিন্তা কেন ?

বক্রবাহন । সে 'কেন'র উত্তর তোমার শোনবার প্রয়ো-
জন নাই ভাই ।

বৃষকেতু । না, থাকে, কি করবে কর তরে, আমি ত'
তোমার কাছে এখন নিরস্ত—বন্দী ।

বক্রবাহন । এই আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম ভাই ।

[হস্ত ত্যাগ ।]

বৃষকেতু । কেন ? ভাই ব'লে মমতা ক'রে ?

বক্রবাহন । বলেইছি ত', সে উত্তর দেব না ভাই ।

বৃষকেতু । তোমাদের এই অসভ্য দেশের রীতি-নীতি
বুঝতে পারছি না যুবরাজ । যে নিজের পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে

একটুকুও ইতস্ততঃ করে না, সে আজ কেন যে ভায়ের সঙ্গে,—
তাও আবার মহোদর ভাই নয়, সেই জ্ঞাতি-ভায়ের গায়ে বাণ
ছুড়তে তার দৃঢ় মুষ্টি এতটা শিথিল হ'য়ে উঠছে কেন ?
ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধের কথা আর কখনও কি শোন নাই ?
আমার বাবার সঙ্গে কি, তার মহোদর ভাই—তোমার বাবা
যুদ্ধ করেন নাই ? আর সেই যুদ্ধে কি তোমার বাবা আমার
বাবাকে হত্যা করেন নাই ? সে সত্য ঘটনার বর্ণনা কি তোমা-
দের এই অসভ্য দেশের যোদ্ধাগণের কর্ণে এসে পৌঁছায় নাই ?

বক্রবাহন । আমি বড়ই আশ্চর্য্য মনে করছি, বুথকেতু !
তোমাকে আমি বারংবার ভাই ব'লে সম্বোধন করছি, কিন্তু
তুমি ত' একবারও আমাকে দাদা ব'লে ডাকলে না ?

বুথকেতু । দাদা ব'লে ডাকতে ত' আসি নাই মনিপুররাজ !
এসেছি রণক্ষেত্রে দাদা-ভাইয়ের রণকৌশলের পরিচয় দিতে ।

বক্রবাহন । সে পরিচয় ত' দিয়েছি ভাই ! তোমাকে ত'
নিরস্ত্র করেছি, এখন তোমার জীবন মরণ সম্বন্ধ আমারি হাতে ।

বুথকেতু । তবে সে হাতের কাজ বাকি রাখ কেন ?
সকলকে দেখাও ।

বক্রবাহন । তোমার মরুতে কি এতই ইচ্ছা ?

বুথকেতু । যদি একবার একখানি অস্ত্র দাও, তবেই
তোমার কথার উত্তর দিতে পারি ।

বক্রবাহন । আচ্ছা, এই নাও ।

বুথকেতু । তবে এস ।

বক্রবাহন । নিতান্ত ইচ্ছা, তবে এস । [যুদ্ধ ও বৃষ-
কেতুর পতন ।] আজকার যুদ্ধ এই পর্য্যন্ত । [প্রস্থান ।

(অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । [দেখিয়া সন্নিহিত] এ কি । এ কে ? [সহসা
বৃষকেতুর বক্ষে পতিত হইয়া দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া] ও
বাবা বৃষকেতু রে ! অর্জুনের বুক ছেড়ে আজ ধূলায় প'ড়ে
কেন বাপ্ ? আয় আয় বাপ্ ! কোলে আয় ! [কোলে উঠাইয়া]
চল—চল,—তোরে ধর্ম্মরাজের কাছে নিয়ে যাই । যাত্রা করবার
সময়ে ধর্ম্মরাজ বলেছিলেন যে, আমার বৃষকেতুকে আমার
বুকে আবার এনে দিস্ । তাই তোকে বুকে ক'রে আজ ধর্ম্ম-
রাজের কাছে গিয়ে, তাঁর বুকে তোর এই রুধির-রঞ্জিত কোমল
দেহখানি তুলে দিয়ে এসে আবার যুদ্ধ করবো । তারপর আবার
বক্রবাহনের রক্তাক্ত কলেবর কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে বসবো ।
যাই তবে—তড়িতের ঞ্চায় হস্তিনায় ধর্ম্মরাজের কাছে ছুটে যাই
তাঁর বুকের ধন তাঁর বুকে দিয়ে আসি । [গমনোদ্যোগ]

(সহসা ভীমের প্রবেশ ।)

ভীম । [প্রবেশ পথ হইতে] ও কি রে অর্জুন । কোন্
রক্তজবা ফুলের হার গলায় প'রে দুই ছুটে যাচ্ছিস্ ? ওরে ! দে
রে দে, ও হার আমি একবার গলায় পরবো । [বৃষকেতুকে
লইয়া] এখন চল অর্জুন । ধর্ম্মরাজের কাছে ছুটে যাই ।
ও-হো-হো ! বৃষকেতু রে !

[অগ্রে ভীম ও তৎপশ্চাৎ অর্জুনের বেগে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বন-ভূমি ।

(অন্ধ ও খঞ্জমূর্তি চণ্ডসিংহের প্রবেশ ।)

চণ্ডসিংহ । ওঃ—ওঃ—আর যে পাবি না রে । আর যে সহ হয় না রে । দুই চক্ষু অন্ধ—পদদ্বয় খঞ্জ—আর দেখবাব বা চলবার শক্তি নাই । যে চণ্ডসিংহ এক দিন ও-হো-হো । প্রচণ্ড প্রতাপে শানিত কুপানহন্তে মণিপুর-রাজ্য লাভের জন্ত উদ্ভূত হয়েছিল, আজ সেই চণ্ডসিংহ নিতান্ত দুর্বলভাবে শৃগাল অপেক্ষাও হীনভাবে জীবনধারণ ক'রে আছে । সময় । তো'তে সকলই সম্ভব । যে চণ্ডসিংহের নামে মণিপুররাজ্য থর থরক'রে কাঁপতে থাকতো,—বাল-বৃদ্ধ-যুবা অবনতমস্তকে যার আদেশ পালনের জন্ত সর্বদাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে অবস্থান করতো, তার আজ এই ভীষণ দুর্দশা । ঈশ্বর । তুমি আছ । তুমি যদি না থাকতে, তা' হ'লে পাপের এই অসহ্য যজ্ঞগা এত শীঘ্র আমাকে অধিকার করবে কেন ? যদি পূর্বের জান্তাম যে পাপের প্রতিফল এত ভয়ঙ্কর, তা' হ'লে কি চণ্ডসিংহ উদ্ভ্রান্তের মত একটা গৃহিত কার্যে অগ্রসর হ'তো ? ভগবান্ । আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য কিছুই বুঝি না ; তথাপি বলি—যদি পাপের এই শাস্তি, তা' হ'লে অজ্ঞ মানবজাতিকে কি

নিমিত্ত 'পাপ পথে চালিত কর ? তু' ' যা' করাও, মানুষ তাই করে ; তবে দেব । 'এ তোমার কি নিয়ম ? উ-হু-হুঃ । আর পারি না, অসহ—অসহ গাজ্জালা । উঃ । পাপের কাশান্তি । কত পাপ করেছি । অকিঞ্চিৎকর রাজ্যলিপ্সু হ'য়ে নরহত্যা করেছি । এক দিন যৌবন-মদে অন্ধ হ'য়ে ভোগ লালসা পরি-তৃপ্তি করবার জন্য মণিপুররাজ বক্রবাহনকে হত্যা করেছিলাম, কিন্তু করুণাময় ভগবানের অনন্ত কুপায় বক্রবাহনের কেশাঞ্চ পর্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই । পুণ্যের জ্যোতির্ময় আলোকে পার্থ-পুত্র ধর্মের জ্যোতিঃ বিস্তার করেছে, আর আমি মহাপাপী—সেই সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছি । আঃ—আঃ—কাঁটা—আজ চতুর্দিক হ'তে গাজে কণ্টক বিদ্ধ হ'য়ে রুধিরের স্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে । আর পরি না—ভগবান রক্ষা কর—রক্ষা কর ।

(ক্ষতপদে ভীলগণের প্রবেশ ।)

১ম ভীল । ওরে ! ওরে ! দেখ—দেখ—এ সেই শয়-তান ! ধর—ধর ।

২য় ভীল । শালে । তুঁহার তরে হামাদের গোটা জঙ্গল দুঁড়ে দুঁড়ে জ্ঞান হারান হইয়ে গিয়েছে । আজ হামরা তুঁহার জ্ঞান রাচ্ছা এক সাথে করবো ।

৩য় ভীল । 'তু' শালা হাম লোককে গাছমে তুলিয়ে দিয়ে সরবনাশটা করিয়েছি । আজ হামি তুঁহারে দেখিয়ে লিবো, তবে হামার নাম ভদ্রয়া । [সকলের আক্রমণ ।]

চণ্ডসিংহ । ছাড়্—ছাড়্ । ওরে ! আর যন্ত্রণা দিস্ না ।
দেখ্ রে ! আজ আমার কি দুর্দশা হয়েছে ! চক্ষে দেখতে পাই
না—চলতে পারি না—এমন সামর্থ্য নাই যে এক মুষ্টি আগ্নের
সংস্থান করি । তোদের পায়ে ধরি, আমাকে তোর ছেড়ে দে ।

২য় ভীল । হাঁ রে শালা ! তুঁ হামার মাগের ভাই আছিস্,
হামি কি তোকে সোজা সোজা ছাড়িয়ে দিতে পারি ? আজ
তুঁ হার জান লিব শালে । তুঁ হার বাতে হামার সবনাশ হই-
য়েছে, আজ তুঁ হার এক দিন কি হামার এক দিন । আজ
তুঁ হাকে এই কাঁড়সে শিয়াল কুকুরকে খাওয়াইবে ।

[সকলের কাঁড় দ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্ভত ।]

৩য় ভীল । শালাকে হামাদের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে
তীরের খোঁচা দিইয়ে দিইয়ে মারিয়ে ফেলবো চল্ ।

[সকলের চণ্ডসিংহকে ধারণ ।]

চণ্ডসিংহ । উঃ ! আন্তে—আন্তে । ও-হো-হো চণ্ডসিংহ ।
একবার ভাব্, তুই কি ছিলি—আর কি হয়েছিস্ । যে সকল
অসভ্য ভীল জাতি এক দিন আমার শান্তি কুপাণের দিকে
দৃষ্টিপাত ক'রে আমার পায়ে শিরপাত করতো, আজ তারা
আমাকে স্বেযোগ পেয়ে অসহায় শিশুর মতন ধ'রে ধ'রে নিয়ে
যাচ্ছে । ঈশ্বর । ঈশ্বর । তবুও তোমাকে দয়াময় বলতে হবে ।

২য় ভীল । চোপ্‌রাও শালে । গুটী গুটী হামাদের সাথে
চলিয়ে চল্ । বাতটী করিয়েছিস্ ত' জান্ গিয়েছে জান্‌বি ।

[প্রহার ।]

চণ্ডসিংহ । চক্ষু । একবার তুমি উন্মিলিত হও তো । পাদ-
দ্বয় । তোমরা একবার তোমাদের নিজের উপর নির্ভর কর তো ।
আর একবার দেখি—না—ভ্রম বকছি । চল—চল, আমার
পাপের দণ্ডদাতা দয়াবান ভীলগণ আমাকে মুক্ত ক’রে দেবে ।
আর পারি না—আর পারি না । চল—চল ।

২য় ভীল । ওরে ভদ্রয়া ! শালাকে ধরিয়ে নিয়ে চল,
যদি পেলিয়ে যায় ।

৩য় ভীল । হামি খুব ছসিয়ার আছে ।

[চণ্ডসিংহকে ক্ষণে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব ।

(ছদ্মবেশিনী জাহ্নবীর প্রবেশ ।)

জাহ্নবী । এই ত’ সেই দিন । আমার অভিশাপ পূর্ণ হবার
মাহেন্দ্র-যোগ উপস্থিত । শোকোন্মাদিনী উলূপীর কাছে প্রতি-
শ্রুতা হয়েছিলাম যে, মৃত অর্জুনের পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায়
ব’লে দেব । ঐ যে পুত্র-শোকাতুরা—স্বামীর ভবিষ্যৎ বিয়োগ-
বিধুরা—পাগলিনী উলূপী এই দিকেই আসছে ।

(প্রতাপের উদ্গাধিনী উলুগীর প্রবেশ ।)

উলুগী । কই মা । কই মা । এই যে তুই । [পদতলে পতিত হইয়া] দে মা । দে মা । ভিখারিণী কন্যাকে ভিক্ষা মা দিবি ব'লে প্রতিশ্রুতা হয়েছিলি, তবে সেই স্বামীর পুনর্জীবন ভিক্ষা প্রদান ক'রে তার ভাবী বৈধব্য-যজ্ঞগার লাঘব কর্ মা ।

জাহ্নবী । ভয় কি মা । কেন এত ব্যাকুলা হচ্ছি স্ ? এখনও তো তোর সেই অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই ।

উলুগী । মা । কি বল্ছি স্ ? নারী তুই মা । স্বামী বিহনে নারীর যে কি দুর্দশা হয়, তা একবার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ক'রে কখনও দেখেছিলি কি ? যদি দেখে থাক্তিস্, তা হ'লে বল্-তিস্ না যে এখনও সেই ভীষণ দিনের বিলম্ব আছে । মা ! মা ! দীনা কন্যাকে রক্ষা কর্ মা । বল্ মা । কিসে আমার স্বামীর মঙ্গল সাধিত হবে—অথচ প্রিয়পুত্র বক্রবাহনের কোনও অনিষ্ট হবে না ? বল্ মা বল্ । কন্যাকে চিন্তা-তরঙ্গের প্রবল স্রোত হ'তে উদ্ধার কর্ মা ।

জাহ্নবী । ধন্য সতী গুণবতী তুমি ।

কিবা ভয়,—

সতীত্বের তেজে

স্বামী তব হইবে জীবিত ।

শোন নি কি সারিত্রীর কথা ?

অলৌকিক সতীত্বের বলে,

মৃত্যু-কর হ'তে মৃত পতি করিলা জীবিত ।

সেই আশ্রয়কূলে

মাগো তুই লভিলি জনম,

কি ভয় তোমার তবে?

শোনিলু মাগো!

যে রূপে স্বামীর প্রাণ পাবে পুনরায়—

সিমন্তে সিন্দুর রিন্দু রবে চিরকাল।

নাগপুরী-রাজ-কন্যা তুমি,

আছে তব পিতার সকাশে।

দ্বিব্য একাজ্যোতির্ময় অগ্নি,

সেই অগ্নি স্কন্ধকোশে করিবো সংগ্রহণ

যবে পতি তব রণস্থলে হবে অচেতন,

সেই ক্ষণে সেই অগ্নি।

সেই অঙ্গে করিলে সংযোগ,

পুনর্জীবিত হবো পার্থ মহারথী।

উলুপী।

আশীর্বাদ করগো জননি।

যাই আমি সকার্য সাধিতো।

[প্রস্থান।]

জাহ্নবী। হ'লো এক কার্য সমাধান—

এইবার অভিশাপ সাপ হ'য়ে

প্রানিষে পাথেরে।

এখনও কেন না আসিছে

পিতৃবধ আশে চিত্রাঙ্গদসুত।

না বুঝিতে পারি,
কি হেতু বিলম্ব তার ।
পুত্র-করে পিতৃ-শির করিয়ে কর্তন,
ভীষ্মের বিয়োগ-শোক কুরিব নিৰ্ব্বাণ ।

(যোদ্ধবোশ বক্রবাহনের প্রবেশ ।)

বক্রবাহন । [সহসা জাহ্নবীকে দেখিয়া সবিম্বয়ে] কে
মা তুমি শুভ্র-তুষার-হার-ধবলা স্ফটিকমণিসন্ধাশা কুন্দকুসুম-
বিকাশা কাশকুসুম-নিকাশা জ্যোৎস্নাময়ী, মা গো । কে তুমি ?
জাহ্নবী । উদ্ভ্রান্ত ! চপলচিত্ত ! পিতৃ-হত্যা উদ্ভূত
বালক । আমি ভীষ্মজননী জাহ্নবী । তোমার উপস্থিত কার্যে
সাহায্য কর্তে এবং আমার অভিশাপ সফল করবার জন্য আমি
তোমার করস্থিত ঐ কোদণ্ডের শররূপ ধারণ করবার নিমিত্ত
এতক্ষণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম । এখন চল
বৎস । আর বিলম্ব ক'রো না । কর্তব্য কার্যে অগ্রসর হও ।

বক্রবাহন । পিতৃহত্যা কর্তব্য আমার,
ধন্য এ কর্তব্য ।
প্রদানি তোমারে শত ধন্যবাদ ।
যে পিতৃ-কারণে,
এ নশ্বর দেহ গোর হয়েছে বর্জিত—
অনন্ত কুপায় যার হেরেছি মেদিনী,—
সেই পিতৃহত্যা আজ কর্তব্য আমার ।
কিন্তু—কিন্তু ।

পিতৃ-মুখে মাতৃ-নিন্দা
 উদ্ভূত করেছে মোরে ।
 ওঃ—কি অনুতাপ ।
 কি বৃষ্টিচক-জ্বালা ।
 রক্তভায়ে জারজ-সন্তান বলি
 নিন্দিলেম পিতা ।
 কিন্তু দেখাবো পার্থেরে,
 সত্য কি না তাঁর বীর্য্যে
 জনম আমার ।
 দেখাইব বিশ্ববাসীগণে
 পার্থ-পুত্র কিরূপেতে দেয় পরিচয় ।
 আসি মাতঃ । বিদায় চরণে,
 রণক্ষেত্রে ভেটিব পার্থেরে ।

[প্রস্থান ।

জাহ্নবী । ধন্য বজ্রবাহন । ধন্য তোমার মনের তেজ !
 আর কেন, আমিও আমার কার্য্যে যাই ।

[প্রস্থান ।

অষ্ট দৃশ্য।

১৯৩৬

রজন-ক্ষেত্র ।

(শোকোন্মত্ত অর্জুনের প্রবেশ ।)

অর্জুন । বৃষকেতু ! বৃষকেতু !
ধৈর্য্য-সেতু ভাঙ্গিল এবার ।
নিজ পুত্র বিনাশের হেতু
হইলি আমার ।
গাণ্ডীবী গাণ্ডীব ধরি করিয়াছে পণ,
পুত্রপ্রাণ করিয়া সংহার,
পিতার কর্তব্য আজি করিবে সাধন ।
ক'মে বালক ক্ষুদ্র মণিপুরপতি,
দয় গতি করি তার আজি রণস্থলে ।

(বক্রবাহনের প্রবেশ ।)

ধ—এই যে পার্থ ।

শা ধরিয়া হৃদয়ে,

বধিতে উৎসুক ?

রেছি বাণ তীক্ষ্ণ খরশাণ,

দয়-রক্ত করাইব পান ।

(২০২)

পরিভ্রাণ নাহি আজি আর,
সম্বন্ধ নির্ণয় আজ হইবে সমরে ।

অর্জুন । অসভ্য জারজস্রুত !

মৃতদেহ আজি তোর লুটিবে ধূলায় ।

বল্লবাহন । মৃতদেহ লুটুক ধূলায়,

ক্ষতি নাহি তায় ।

কিন্তু—কিন্তু—পার্থ ।

জীবন্তে নরক-শিখা দহিল আমায় ।

অসভ্য জারজ—আমি ?

প্রলয়-পয়োধি যদি দানব-গর্জনে

আসিত জগৎ ছেয়ে—

আগ্নেয়-গিরির যদি ধূম-উদগীরণ

চাকিত বিশ্বের চিত্র—

বজ্র যদি ছুটিত নির্যোষে,—

টলিত না চিত্রাঙ্গদাস্রুত ।

পার্থ । পার্থ ।

পৃথাপুত্র—সতীপুত্র ।

পরের জন্মের কথা আন কোন্ মুখে ?

যাক—

বলিতে চাহি না আর,

অস্ত্র-মুখে হইবে বিচার ।

ধর—ধনু ধনুর্ধর,

টান গুণ আকর্ণ পুরিয়া,
হান বাণ বালক বিরুদ্ধ—
দেখি তব কত শিক্ষা,
দেখি তুমি কেমন গাণ্ডীবী ।

অর্জুন । দেখেছে পৃথিবী—
কিরীটি-কার্ম্মকে কত কালানল-শিখা ।
চেন না নির্বোধ মোরে ?
অনল ভক্ষণে সাধ ?
তাই হোক তবে ।
নাই মম দোষ,
আকর্ষিত তুই কালের আহ্বানে ।

[শরত্যাগ ও অস্ত্রাঘাতে ভূতল চুম্বন ।]

বক্রবাহন । কি দেখিছ মহারথী বিষয় নয়নে,
নির্বাক আনতমুখে
স্থির যেন জড় পুত্তলিকা ?
কোথা তব বাক্যচ্ছটা ?
কোথা সেই কার্ম্মক গজ্জন ?
কোথা সেই বাণের স্নানন ?
ওই দেখ করে ভূতল চুম্বন ।
ছিঃ—ছিঃ বীর ।
এই অস্ত্রে ভীষ্মের শয়ন ?

এই তেজে তন—

বিশাল কোরব-কুল রয়েছে নিধন ?

আপন তনয় প্রায়—

এই শিলা জোণাচার্য দিয়াছে তোমায় ?

ধিক্ ধিক্ পার্থ ।

ধিক্ তব গাণ্ডীব ধারণে ।

ধন্য তব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে,—

হেন দুর্ব্বলেরে করিয়া সহায়,

অশ্বমেধ-মঠাযজ্ঞ করেছে সাহস ।

যাও বীর ।

পৃথিবী-ললাট হ'তে

মুছিয়া সহস্র আপন বিজয় নাম,

চ'লে যাও—দূরে যাও—

জেনে যাও—

গর্বিত পাণ্ডব-তেজ নিবায় কুৎকারে,

হেন বীর বর্তমান সংসার মাঝারে ।

অৰ্জুন । আরে আরে নির্বোধ বালক !

শিশু বোধে করি অবহেলা,

স্পর্দ্ধা তাই বাড়ে মূহুমূহুঃ ।

দেখ্ তব অৰ্জুন-প্রতাপ,

দেখ্ তব বাণের আকৃতি—

দেখ্ তব মৃত্যুর কবল ।

বক্রবাহন । মৃত্যুরে নিজয় করে,
হেম শর দেখে মোর করে ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে কবিতে প্রস্থান ।

(বেগে যোদ্ধ পুরুষবেশে শোভার প্রবেশ ।)

শোভা । পিতা-পুত্রে কি ভীষণ যুদ্ধ ! ঐ—ঐ দু'জনার
শরানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো,—উভয় পক্ষের সৈন্যগণ
সেই অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল । কি ভীষণ ! কি ভীষণ !
ঐ—ঐ আবার দেখতে দেখতে সেই ভীষণ আগুন নিভে
গেল । এবার ঐ যে—ঐ যে পার্থ মহারথী ক্রুদ্ধ কেশরীর
ন্যায় ভীষণ গর্জনে রাজকুমারকে আক্রমণ করলে । যাই—
যাই, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করিগে ।

[বেগে প্রস্থান ।

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন ও বক্রবাহনের পুনঃ প্রবেশ ।)

অর্জুন । বলিহারী শিশু তোর শিক্ষা চমৎকার,
বাখানি বালক তোর সমর-কৌশল ।

[ভল্ল-অস্ত্র ধরিয়া]

এইবার বক্রবাহন ।

এই ভল্ল-অস্ত্রে তোর

জীবলীলা হবে অবসান ।

সাবধান—

আশ্রয়ান্ হ'ম্ না অধিক,

আশ্রয়ণ করু এইবার ।

[বক্রবাহনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ ।]

(সহসা বিদ্যুৎগতিতে শোভার প্রবেশ এবং বক্রবাহনের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া নিম্ন বক্ষে অস্ত্রধারণ ও পতন, অপর দিক দিয়া

সহসা জাহ্নবীর আধিষ্ঠাব ।)

জাহ্নবী । ভয় নাই বক্রবাহন । ধনুর্বাণ উত্তোলন কর ।
আমি সেই বিশ্ববিজয়ী-ভীষ্মজননী জাহ্নবী, পুত্রহন্তার প্রাণ-
বিনাশ করবার জন্য বাণরূপে তোমার শরাসনে আবির্ভূত
হ'লাম ; এইবার পিতৃ-প্রাণ বিনাশ কর ।

[অন্তর্ধান ।

বক্রবাহন । এস এবে পার্থ মহাবীর !

আত্মীয় বান্ধবগণে করিয়া স্মরণ,

চিরতরে চলে যাও শমন-সদনে ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

শোভা । [পতিতাবস্থায়] আঃ—বাঁচলাম ! এ ত' আমার
চির-বিশ্রাম । বড় আরাম—বড় আরাম ! আমি বুক পেতে
দিয়ে তাঁর বুককে অক্ষত রেখে চললাম,—আঃ—বড় আরাম—
বড় আরাম ! কিন্তু শেষ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তবু বুকে যেতে
পারলাম না, সে আশায় ভালবাসে কি না ! না—না, আবার
ভালবাসার কথা কেন ? ভালবাসার গাণ্ডী যখন অতিক্রম ক'রে
চললাম, তখন আবার কেন সে দিকে ফিরে চাচ্ছি । যে দিকে

যাচ্ছি, সেই দিকে চলে যাই,—আর ফিরে তাকাবো না।
উ-ছ-ছ! এবার বুকে বড় লাগছে! তার কথা যতক্ষণ
ভাবছিলাম, ততক্ষণ এ বুকের রক্তের ফোয়ারা দেখতে পাই
নাই। তবে—তবে তার বুকে ফোয়ারা ছুটতে দিই নাই।
এই সুখ—এই শান্তি নিয়ে চলে যাই। কিন্তু—কিন্তু আর
একবার দেখবার সাধ।

(মহা রক্তরঞ্জিত হস্তে বক্রবাহনের প্রবেশ ।)

বক্রবাহন। [উন্মত্তভাবে অট্টহাস্য পূর্বক] হোঃ—হোঃ
—হোঃ। করেছি—বধ করেছি। পিতৃহত্যা-যজ্ঞে পূর্ণাঙ্কতি
দিয়েছি। দানবী চিত্রাঙ্গদা মায়ের পতিশোণিত-পানের আশা
নিরুত্তি করেছি। আমিও পিতৃ-সম্বোধন করবার অধিকার
পেয়েছি। কিন্তু হায়। পিতা কোথায়? কাকে পিতা ব'লে
সম্বোধন করবো। হোঃ—হোঃ—হোঃ। আমি পিতৃঘাতী—
আমি পিতৃঘাতী। দানবী চিত্রাঙ্গদা। রাক্ষসী চিত্রাঙ্গদা। এই
দেখ,—পিতৃরক্তে প্রেত-তর্পণ করছি। “পিতৃপ্যতাং, পিতৃ-
প্যতাং”—যাই—যাই। ছুটে যাই। [গমনোচ্ছত]

শোভা। আঃ—বড় শান্তি বক্রবাহন।

বক্রবাহন। কে ডাকছে? শোভার কণ্ঠস্বর না। [দেখিয়া]
না—না, ও যে সেই রাজভক্ত বালক; যে বালক ক্ষণকাল
পূর্বে পার্থনিগ্নিষ্ঠ ভীষণ ভল্ল-অস্ত্র আমার বক্ষে পতিত না
হ'তে হ'তে তৎক্ষণাৎ নিজ বক্ষের শোণিত-সুধা পান করিয়ে
আমাকে অক্ষত রেখে রাজভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেল।

আমি পিতৃহত্যায় উন্মত্ত হ'য়ে তার দিকে একবার ফিরেও
চাইলাম না,—এ সেই বালক । বালক । তুমি বেঁচে আছ ?

শোভা । [স্বগতঃ] সেই সুর । সেই বাঁশীর সুর । আমার
কাণের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এসে পৌঁছিয়েছে । এ
সেই সুর । না—ও সুর ত' আর শুনবো না । ও বাঁশীর
সুর ত' ভুলে চ'লে যাচ্ছি । তবে আর কেন ? শোভা এখন
চিরবিদায় গ্রহণ করলে । আমার জীবন-নাটকের শেষ
যবনিকা পতন হ'লো । [মৃত্যু ।]

বজ্রবাহন । কি—কি ! শোভা । [গাত্রাবরণ উন্মোচন
করিয়।] ওঃ ।—কি আত্মবিসর্জন । কি আত্মবলিদান । ওহো—
হো । আমি শুধু পিতৃহত্যাকারী নই,—একটি অতৃপ্তপিপাসু
অফুটন্ত কোরক নিষ্কাম প্রণয়িনীর পবিত্র রুধিরে আজ মণি-
পুর-রাজ্য রঞ্জিত করলাম । দেখি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে
কি না ।

[বেগে প্রস্থান ।

(মহমা গীতকণ্ঠে ভজাপাগলার প্রবেশ ।)

ভজাপাগলা—

গীত ।

বান্দন আমার ছিঁড়লো রে এবার ।

বেঁধে রাখতে পারে এমন

কেউ ত' ভবে নাই রে আর ॥

পার কর্বো ব'লে এসে,
মাঝি আছে ঘাটে ব'সে,
পার হব রে হেসে হেসে,
পারের ভাবনা নাই রে আর ।

(ঐ) প'ড়ে আছে রক্তজবা,
আ মরি কি মনোলোভা,
নুকে রেখে প্রাণের শোভা
ভেঙ্গে দিয়ে এই ভবের শোভা,
স্বর্গের শোভা বাড়াবো এবার ॥

(গীতকণ্ঠে কালার্টাদের প্রবেশ ।)

কালার্টাদ—

গীত ।

আয় চ'লে আয় নিয়ে যাই রে পারে ।
(আমি) তরী নিয়ে বসে আছি,
তোদের পারের তরে ।
আমি যে রে নদী বেয়ে কর্বো তোদের পার,
পারের কড়ি চাইবো না রে ভাবিস্ না রে আব,
সময় নাই রে, চল্ না যাই রে,
আর ভাবিস্ না এ পারে ॥

[শোভাকে লইয়া ভজা ও কালার্টাদের প্রস্থান ।

(শোকোন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ ।)

চিত্রাঙ্গদা । কই ? কবে ? কবে আমি বক্রবাহনকে তার

পিতৃহত্যা কর্ত্তে আদেশ করেছিলাম । কেন তার পিতৃ-রক্ত
 দিয়ে প্রোক্ত-তর্পণ কর্ত্তে অনুমতি দিয়েছিলাম । হাঃ হাঃ হাঃ ।
 মিথ্যা কথা । মিথ্যা কথা । এমন অসম্ভব কথা কে বললে রে
 বক্রবাহন ? হতভাগ্য সন্তান । আমি তোকে পিতৃহত্যায় আদেশ
 দিয়ে নিজে বৈধব্যবেশে সেজে সবার সম্মুখে বিধবা নাম কিন্বে ?
 হোঃ । হোঃ । হোঃ । উলূপী । তুই এসেছিস্ ? পতিহত্যার মিথ্যা
 কথা বলতে তুই এসেছিস্ ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ । ইলাবস্তুর শোকে
 পাগল হয়েছিস্ ? আমার বক্রবাহন যে বেঁচে আছে, তবে
 কেন তুই উন্মাদিনী হ'য়ে আমার বক্রবাহনের মরবার খবর
 দিচ্ছিস্ । দূর্—দূর্কালসাপিনি । ও কি । তোর সীমন্তে সিঙ্গুর
 নাই কেন ? তুই আজ অমন বৈধব্য-বেশ ধরেছিস্ কেন ?
 তুই আমায় দেখে অমন অট্টহাসি হাসছিস কেন ? তুই সপত্নী-
 বিদ্বেষে জলে মরছিস কেন ? ওই যে—ওই যে যোল বৎসর চলে
 গেছে,—সেই তীর্থযাত্রাকালে একবার দেখেছিলাম, সে এক মূর্ত্তি
 ছিল,—আর আজ সে মূর্ত্তি তো নাই । সেই বাকল পরিহিত
 অশ্রুচন্দনচর্চিত কৃষ্ণনামবিলিখিত অঙ্গের সে কাস্তি ত'
 নাই । এ যে এক শরাসনধারী পুত্রপ্রাণনাশকারী মূর্ত্তি । হরি—
 হরি । সব ভুলে গেলাম । তা কি হয় । সেই স্তম্ভপায়ী শিশুকে
 দেখে যে ছল্-ছল্-নেত্রে চলে গিয়েছে, সে কি তার একমাত্র
 পিতৃ-সম্বোধনকারী আমার বক্রবাহনের প্রাণনাশ কর্ত্তে
 পারে ? উলূপি । তুই দূর্ হ । ও কি বক্রবাহন । তোর হাতে
 রক্ত কেন রে ? তোর চোকে দুটো অমন আরক্ত কেন রে ?

তোর মুখে অমন পৈশাচিক হাসি কেন রে ? উন্মত্ত বালক !
আবার সেই হাসি ! কত রাশি রাশি নিরয়বাসী তোর মত ঐ
অটুহাসি দেখে তোরই মত ঐ দেখ, তাণ্ডব নৃত্য করছে । চল
পিতৃঘাতী কুসন্তান ! চল ঐ নরককুণ্ডে কুমিকীট হ'য়ে কৰ্মফল
ভোগ করবি চল । আয় না রে । অত দেৱী করছিচ্ কেন ?
সময় যে চ'লে যায় । ঐ দেখ, পিতৃহত্যাকারীর অবশ্যস্তাবী
পরিণামচিত্র তোরই চক্ষুর সমক্ষে চিত্রিত হ'য়ে অপেক্ষা করছে !
[করতালি দিয়া] হাঃ হাঃ হাঃ ! আবার ভুলে গেলাম ! সেই
অন্ধ মুনির পুত্রকে দশরথ রাজা বাণ দিয়ে বিধেছিল, সে যে
শব্দভেদী বাণ ! আর এ বাণ ! —স্বয়ং নিৰ্ব্বাণদায়িনী জাহ্নবী
আমার পতিপ্রাণ অবমান করবার জন্য নিজেই বাণরূপে অধি-
ষ্ঠান হয়েছেন ! হো-হো-হো- ! ও কি ! শোভা ! তুই অমন ক'রে
চ'লে পড়লি কেন ? তোকে যে নিকামব্রত সাধন করবার জন্য
হরি-পদে প্রাণ সঁপে দিতে বলেছিলাম । তবে তুই এ কি
করলি ? আশ্রয়জীবন বিসর্জন দিয়ে আমার বক্রবাহনের প্রাণ
বাঁচালি । ও-হো-হো ! বাবা বক্রবাহন ! [পতন ও মুচ্ছা]

(মহা উলূপীর প্রবেশ ।)

উলূপী । দানবী চিত্রাঙ্গদা ! এতক্ষণে তোর দানবীত্ব ভুলে
গিয়ে আবার মানবী হয়েছিচ্ ? পতিপ্রাণ নাশ করবার জন্য
নিজ পুত্রকে দানব সাজিয়েছিলি, এইবার অমৃতাপের অনল
জ্বলে উঠেছে ! বুঝেছিচ্,—বৈধব্য-যজ্ঞণা কত ভীষণ—কত
ভয়ঙ্কর—কত মর্মান্তিক—কত অসহ্য ? সহ্য করবার শক্তি তোর

নাই, তাই মূর্ছিতা হয়েছি। কিন্তু আমি ত' মূর্ছিতা হই নাই।
আমি পুত্রহারা পাগলিনী, তবুও তোর মত উন্মাদিনী হই
নাই। এই দেখ—আমি স্থির—অচঞ্চল। কেন তা জানিস্ ?
আমি জাহ্নবীর অভিশাপ-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে পতির প্রাণরক্ষা-
কারী মৃতসঞ্জীবনী মণি আনতে পাতালপুরে চললাম।

[প্রশ্নান।

চিত্রাঙ্গদা। [চৈতন্য পাইয়া] কি বল্লি ভগিনি? পতিপ্রাণ-
রক্ষাকারী মৃত-সঞ্জীবনী মণি আনতে চল্লি। [উঠিতে উঠিতে]
তবে আগে বল্লি না কেন? তবে আমার সীমন্তের সিন্দূর
মুছলাম কেন? [জিহ্বা কাটিয়া] আঃ—কি লজ্জা! বক্রবাহন
দেখলে বলবে কি। এই যে বক্রবাহন,—কাচা ত' প'রে আসে
নাই! উলুগীও ত' সিঁথির সিন্দূর মুছে ফেলে নাই, তবে আমি
কি করেছি। তবে চল্ চল্ উলুপি। তোর সঙ্গে যাই, আমার
মৃত পতির সঞ্জীবন-সুখা চল্ এক সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসি।

[বেগে প্রশ্নান।

সকল দৃশ্য ।



নাগরাজপুত্র ।

(গীতকর্মে নাগ-রমণীগণের প্রবেশ ।)

নাগ-রমণীগণ ।—

গীত ।—[নৃত্যসহ]

নাগ-বিয়ারি হামরা সবাই পাতাল-তন্মে বই ।
দিল পিয়ারা নাগর যো মিল্তা ছাতিকা পব লই ॥
গোদের মুখে মিঠা বাত, গরল পূবা আঁথ,
সকি মাচ্চা বহু আচ্চা, হাম্বা আচ্চা নই ।
আঁথ মিলিয়ে দেখ সবাই, মন্মে ময়লা কুচ্ নাই,
যো মাজ তা মায়সা মাকিক, জায়সা মাকিক হই ॥

[গীতান্তে প্রস্থান ।

(নাগবাজ ও উলুগীব প্রবেশ ।)

নাগরাজ । না—না রে বেটি । হামি তুঁহারে সে মনি
কিছুতেই না দিব ।

উলুগী । না দিলে যে আমি বিধবা হবো বাবা ।

নাগরাজ । কিসের তরে তুঁ বিধবা হনি রে বেটি ? ও
সব ভদ্র ঘরের বাত্ ছেড়িয়ে দে । হামরা যেমন ধারা জঙ্গলা
লোক আছি, তেমনি ধারা থাকবে ।

উলূপী । বাবা । আমি যে ক্ষত্রিয়-রমণী—মহাবীর অৰ্জু-
নের পত্নী,—পতির ধর্ম্যই সতী রমণীর পালন কর্তে হয় ।

নাগরাজ । নে—নে তুঁহার ও সব বুলি হামি শুনবে না ।

উলূপী । বাবা মো । তোমার ছুটি পা জড়িয়ে ধরি, তুমি
আমাকে বিধবা সাজিও না । যদি তুমি আজ আমাকে আমার
পতিকে বাঁচাবার জন্য মৃত-সঙ্গীবন মণি প্রদান না কর, তা
হ'লে এখনি আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করবো ।

নাগরাজ । তু বেটী ভারি সয়তানী আছিস্ ত' ! এই সে
দিন তুঁহার বেটা মরিয়ে গেল, তাহার তরে ত' তুঁহার জাঁখ্‌সে
এক ফোঁটা পানিও না বার্লো, তখন ত' তুঁ বেটী এই মণি
লিয়ে তুঁহার বেটার পরাণ জিয়াইতে পার্‌তিস্,—তা না
করিয়ে পাষণী বেটী তুঁ কেবল সোয়ামী সোয়ামী করিয়ে
পাগলী হয়েছিস্ ! যে সোয়ামী তুঁহার বেটাকে নিয়ে শতুরেব
হাতের তীরের ডগায় গাঁথিয়ে দিলে, সেই সোয়ামীর তরে তুঁ
কেন এত ক্ষেপিয়ে উঠিয়েছিস্ রে বেটি ? সয়তানি । তুঁহার
পরাণে কুচ্ছুতো দরদ না আছে রে । হামি ত' বুড়া মানুষ আছি
রে, তবুও হামার ইলাবন্ত ভেইয়ার তরে—এই দেখ্ পাষণী
বেটি । এই দেখ্ সয়তানী বেটি । হামার জাঁখ্‌ ছটো কাটিয়ে
বরষা বইয়ে যাচ্ছে রে । ওরে হামার ইলা ভেইয়া ! [রোদন]

উলূপী । বাবা গো । তোমার পাগলী মেয়ের কথা আজ
রাখ্‌তেই হবে, আমাকে আজ মণি দিতেই হবে । আমি এখনি
মণি ল'য়ে মণিপুরে না গেলে, আমার নয়নমণির প্রাণ বাঁচাতে

পারবো না ! তা যদি না পারি, তবে ঠিক বলছি বাবা ! আমি তোমার সম্মুখে এই বুকে ছুরি বসিয়ে দেব ।

নাগরাজ । [স্বেগতঃ] আরে, এতো ভারি মুস্কিলে ফেললো বটে । মণি না দিলে ও পাগলী বেটী হামার সত্যি সত্যিই পরাণ দেবে, সেও তো আমি সহিতে পারবো ।

উলুপী । কই কথা কইছ না যে বাবা ! তা হ'লে নিশ্চয়ই এই উলুপীর মরণ দেখতে তোমার সাধ হয়েছে ?

[বক্ষে ছুরিকাঘাতোদযোগ]

নাগরাজ । তব্ এই লে বেটি । লে । [মণি প্রদান ।] এই মণি নিয়ে তুঁহার সোয়ামীকে বুকের ওপর পরশ করাবি, অমনি তোর সোয়ামী জিইয়ে উঠবে ।

উলুপী । তবে আসি বাবা ।

[বেগে প্রস্থান ।

নাগরাজ । আচ্ছা বটে সয়তানি ! আচ্ছা বটে কলিজার জোর । অমন টাটকা লেড়কাটা মরিয়ে গেল, তাহার শোক দুঃখ সব বেটি চাপিয়ে রেখে এক সোয়ামীর তরে ফেপিয়ে গেলো । এ সব ধরম্ করম্ বেটি কেমন করিয়ে শিখলো রে । আর অমন ভদ্র ঘরের বাত্ বেটি কাহার কাছে শিখলো রে । হামরা জঙ্গলা দেশের লোক, হামরা ত' ও সব ধরম্ করম্ কিছুই জানে না । এখন যাই—শিকারের তরে যাই ।

[প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

৯ রণ-ক্ষেত্র ।

(শোকোত্তর ভীমকে ধরিয়া সাত্যকীর প্রবেশ ।)

ভীম । ওরে ! দে গদা—দে গদা—আমি গদাধরকে চাই না,—সে আমাদের সঙ্গে ত' আসে নাই তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই ! একবার গদাটা দে ত' সাত্যকি ! ওকি ! তুই ওরূপ করছিস কেন ? অর্জুন আবার কবে ম'লো ? সেই বিশ্ব-বিজয়ী ভীষ্মনিপাতকারী অর্জুন আবার কবে ম'লো ? আবার কি বলছিস ? বৃষকেতুও মরেছে ! ধৈর্য্য-সেতুর বাঁধ ভেঙ্গে প্রাণের বৃষকেতু আবার কার সমরে কবে পড়লো ? সাত্যকি ! তুই বাতুল না কি ? এ সব তুই বলছিস কি ? তুই আমার গদাটা একবার দে ত' দেখি !

সাত্যকি । মধ্যম পাণ্ডব ! অমন করছ কেন ?

ভীম । তোর সে কেনর উত্তর দিতে ভীম আসে নাই । ভীম এসেছে তার সেই ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ করতে,—ভীম এসেছে তার সেই ধর্ম্মরাজকে জ্ঞাতিহিংসা-পাপজনিত নরক হ'তে উদ্ধার করতে,—ভীম এসেছে আজ এই ভীমার্জুন দুই ভাই হাস্তে হাস্তে তাদের সেই ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে,—ভীম এসেছে তার সেই ভীম গদার দর্প চূর্ণ

ক'রে, প্রাণপ্রাতিম বজ্রবাহনের মুখে অর্জুনকে পিতৃ-সম্বোধন
শোনাতে । কিন্তু সাত্যকি । আজ আমার সেই অর্জুন কোথায় ?

সাত্যকি । তিনি ত' নাই মধ্যম পাণ্ডব ।

ভীম । এঁটা নাই । অর্জুন নাই । ভীম আছে—অর্জুন
নাই । সেই যমলার্জুনভঞ্জনকারী কৃষ্ণসখা পার্থ বেঁচে নাই ।
সূর্য আছে—তেজ নাই ? চন্দ্র আছে—চন্দ্রিকা নাই ? মেঘ
আছে—বিদ্যুৎ নাই ? দেহ আছে—আত্মা নাই ? অসম্ভব ।
ও-হো-হো দাদা ! তোমাব কৃষ্ণকে ব'লো, সে যেন আর আমা-
দের কাছে আসে না—আর তাকে অর্জুন-রথের সারথী হ'তে
হবে না । সে যার রথের সারথী ছিল, সেই পার্থ আজ—না—
না—সাত্যকি ! তুই কি বল্ছিস ? কি শুনাচ্ছিস ? অর্জুন নাই ?
কেন ? কি হয়েছে রে ? সে কোথা রে ? সেই ভীমের প্রাণের
ভরসা—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের একমাত্র আশা—যাঁকে সকলে
অন্তর্যামী বলে,—সেই নিষ্ঠুর ক্রুর—অক্রুরের রথে আরোহণ
ক'রে যে সেই রথচক্র নিষ্পেষিতা গোপিনী পরিবেষ্টিতা শ্রীরা-
ধার শ্রীঅঙ্গ-ধূলি-ধূমরিতা ক'রে চলে যেতে পেরেছিল, সেই
অর্জুনের প্রিয় সখা বাঁকা কৃষ্ণ আজ একবার অসময়ে এসে
দেখা দিলে না । আর আমাদের কৃষ্ণও নাই—কৃষ্ণ-সখা অর্জু-
নও নাই । ওহো-হো-হো অর্জুন রে । আমায় ছেড়ে দে ভাই ।
যেখানে পাণ্ডব নামের গন্ধ থাকবে, সেখানে ভীমের অস্তিত্ব
পাবি না । এই আগি চল্লাম । সাত্যকি । দে-গদা । দে-গদা ।

[প্রস্থানোদ্যত ও সাত্যকি কতৃক ধারণ ।]

মাত্যকি । একি । কোথায় চল্লেন মধ্যম দাদা ?

ভীম । কেন—অর্জুনের কাছে,—অর্জুন যে একা পথ
চিনে যেতে পারছে না, তাই আমাকে মধ্যম দাদা—মধ্যম
দাদা ব'লে ডাকছে । কেন, তোরা শুন্তে পাচ্ছিস্ না ?

(মহমা উলুপী সহ অর্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ ।)

অর্জুন । দাদা ! দাদা ! এই যে আমি ।

[ভীমকে বেঁটন করণ ।]

বৃষকেতু । কাকা ! কাকা ! আমরা বেঁচে উঠেছি ।

[ভীমের কণ্ঠ বেঁটন ।]

ভীম । একি রে । একি রে । স্বপ্ন নয় তো ? কারও
মায়া নয় তো ? কেউ আমাব মাথাটা খারাপ ক'রে দেয় নি
তো ? জগৎটা সমান ভাবে চলছে তো ? রবিশশী নক্ষত্রমণ্ডলী
সব সমান ভাবে যথাস্থানে আছে তো ?

অর্জুন । মধ্যম দাদা ! প্রকৃতিস্থ হোন্ । শ্রীকৃষ্ণের
কৃপায় আমরা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়েছি ।

ভীম । বিশ্বাস হ'চ্ছে না, দেখি ভাল ক'রে তোদের
চেয়ে দেখি । [এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ ।]

ভীম । না সত্যই তো অর্জুন আমাকে জড়িয়ে ধ'রে
দাদা দাদা ব'লে ডাকছে, এই যে সত্যই তো বৃষকেতু
আমার বেঁচে উঠেছে ।

উলুপী । ইলাবন্ত ! বাপ্ ! আজ তুই কোথায় রে ।

(মহর্ষি কালীচাঁদ মহা চিত্রাঙ্গদা ও বক্রবাহনের প্রবেশ,
চিত্রাঙ্গদা কর্তৃক উলূপীকে ধারণ ।)

চিত্রাঙ্গদা । আজ তুমি এ কি দৃশ্য দেখালি রে উলূপি ।
আমার চক্ষুকে যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ।

উলূপী । না দিদি । এ সব যা দেখছ, সবই সত্য । মহা-
ঋড়ের অবমান হ'য়ে গেছে—প্রকৃতি আবার সুন্দর সাজে
মেজে উঠেছে—তোমার আনন্দের হাট আবার হেসে উঠেছে ।
চক্ষু ভ'রে দেখে আজ প্রাণ-মন সুশীতল কর । এস দিদি ।
আমরা স্বামী দেবতাকে প্রণাম করি । [উভয়ের প্রণাম ।]

অর্জুন । চিত্রাঙ্গদা । তুমি যথার্থই আজ বীরপ্রসবিনী—
বীরমাতা । তোমার পুত্রের বীরত্ব পরীক্ষা করবার জন্যই এই
মহাযুদ্ধ । আর উলূপি ! তোমাকে আর কি বলবো । তোমার
অসাধ্য-সাধন মৃত-সঞ্জীবন মণি আনয়নের কথা ত্রিলোকময়
ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকবে । কিন্তু হায় ! আজ যদি পুত্র ইলাবন্ত
বেঁচে থাকতো, তা হ'লে এ আনন্দ রাখবার আর স্থান ছিল না ।

বক্রবাহন । পিতঃ । হতভাগ্য নরাধম পুত্রকে এবার পদ-
তলে স্থান দিন ।

অর্জুন । বীর পুত্র ! আজ আর তোমার স্থান শুধু পদ-
তলে নয়, অর্জুনের বক্ষস্থল আজ তোমাকে ধারণ করবার জন্য
প্রস্তুত হ'য়ে আছে । আয়—আয় বৎস । একবার বক্ষে আয় ।

[বক্রবাহনকে কোলে ধারণ ।]

ভীম । হাঁ, এতক্ষণে ভীমের চোখের জল ভাঙ্গলো,—

এতক্ষণে এ দৃশ্য আর স্বপ্ন ব'লে মনে করতে পারছি না । আজ এই শুভ মুহূর্তে পিতা-পুত্রের শুভ-সম্মিলন সন্দর্শন ক'রে ভীম আজ পরম আনন্দ লাভ করলে । দে রে—দে অর্জুন ! বক্র-বাহনকে একবার আমার কোলে দে । [বক্রবাহনকে কোলে লইয়া] আ-হা-হা ! এই নইলে কি মানায় ? বুকের ধনকে বুকে না ক'রে তার বুকে কি বাণ বিদ্ধ করলে এ আনন্দ লাভ হয় ? এখন আয় অর্জুন ! বক্রবাহনকে নিয়ে হস্তিনায় যাই,— আর আমি বাবাকে বুক ছাড়া করতে পারবো না ।

(সহসা কঙ্করী ও মঞ্জীর শ্রবণ ।)

উভয়ে । এ কি দৃশ্য দেখিছু আশ্চর্য্য !

[সহসা কালাচাঁদের কৃষ্ণমুষ্টি ধারণা]

অর্জুন । একি । একি । সখা—তুমি !

কৃষ্ণ । হাঁ সখা ! তোমাদের এ আনন্দ-সম্মিলনের আনন্দের অংশ বুঝি আমি ভোগ করবো না ?

ভীম । এখন এলি কৃষ্ণ ! কিন্তু তোকে আর কি বলবো,— ইচ্ছা হ'চ্ছে না যে তোর সঙ্গে আর কথা কই ।

কালাচাঁদ । মধ্যম পাণ্ডব । আমি তো এখন আসি নাই, আমি এখানে অনেক দিন থেকেই আছি,—এ যে আমার দিদির বাড়ী—আমি যে এখানকার কালাচাঁদ—বক্রবাহন যে আমার খেলার সাথী ।

চিত্রাঙ্গদা । এ কি ! আমরা এতদিন কাকে ল'য়ে খেলা করেছি, কালাচাঁদ ! তুমিই সেই কৃষ্ণ ?

কালান্ধকার । হা দিদি । আমিহু সেরু কুমার । আমি পূর্ব
হ'তেই এই পিতা-পুত্রের যুদ্ধ হবে তা জান্তাম, তাই আমি
পূর্ব হ'তেই এখানে এসে বাস ক'ছি । তোমাদের এই মহা-
মিলন সংঘটন করবো ব'লেই আমার এখানে আসা । এখন
দিদি । তোমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ হ'লো তো ? আজ হ'তে
সকলে পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ কর ।

সকলে । জয় পার্থ-সখা শ্রীকৃষ্ণের জয় । জয় পার্থ-সখা
শ্রীকৃষ্ণের জয় । জয় পার্থ-সখা শ্রীকৃষ্ণের জয় ।

[কৃষ্ণকে উচ্চ স্থানে রাখিয়া সকলের দুই দিকে
করযোড়ে দণ্ডায়মান ।]

(গীতকণ্ঠে গন্ধর্ব্ববালাগণের প্রবেশ ।)

গন্ধর্ব্ববালাগণ ।

গীত ।

(কিবা) মধুর মিলনধারা যাম বহিয়া ।

সুখ-শমী হের কিবা উদে হাসিয়া ॥

কি আনন্দ মণিপুরে, নিরানন্দ গেল দূরে,

মধুর মোহন সুরে মাধা নাশা কিবা উঠে বাজিয়া ।

সমর-ভঙ্গনা নাশি, শান্তির কোমল হাসি,

হৃদয় মাঝারে পশি যায় ভাগিয়া ॥

[সকলের প্রস্থান ।

যবনিকা পতন ।

সমাপ্ত ।

চিত্রাঙ্গদা । *



(অতিরিক্ত গীতাবলী ।)

১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য—মল্লপতিব উক্তি “তোমার এ পাপ বাসনা ধর্ম কখনই পূর্ণ করবেন না ।” পরে নিম্নোক্ত এই গানটি হইবে । [১০ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি বা লাইন দেখুন ।]

১ নং গীত ।

কর পরিহার পাপ বাসনা ।

হেন কু-সঙ্কল্প কেন কর বল না ॥

জান না ধর্মের ধর্ম, নাহি কর অপকর্ম,

ধর্ম ত্যজি এ অধর্ম ক'বো না হে ক'রো না ।

কে কবে শুনেছে বল, ধরিয়ে পাশব-বল,

নাশিতে ধর্মের বল, কবেছ মনে কল্পনা ॥

১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—জাহ্নবীর উক্তি “বুঝুক পুত্রের শোক কেমন ভীষণ ।” পরে এই গানটি হইবে । [১৯ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি ।]

২ নং গীত ।

দেখাব রে পুত্রশোক কেমন ভীষণ ।

কাঁদিবে জমনী তব আয়ারি মতন ॥

* শ্রীমতী ত্রৈলোক্যতারিণী দাসীর যাত্রা-পাটিতে অভিনয়ের জন্য জুড়ি ও বাজক-দিগের অতিরিক্ত যে সকল সঙ্গীত বচিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীতগুলি এই স্থানে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইল । বাজকদিগের সঙ্গীতগুলির শেষে * চিহ্ন দেওয়া হইল ।

মম পুত্র করি নাশ, করিলি যে মহাপাপ,
পুত্র করে মৃত্যু হবে দিগ্ন এই অভিশাপ,
পুত্রহস্তা তুই পার্শ্ব, ঘটালি তাহ এ অনর্থ,
ব্যর্থ নাহি হবে গম এ বাক্য কথন ॥

—

১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্যে—চিত্রাঙ্গদার উক্তি “দেখো, যেন অভাগিনীকে
আর কাঁদিও না।” পরে এই গানটী হইবে। [২৮ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি।]

৩ নং গীত ।

ভগবান্ হও কৃপাবান, অভাগিনী মোরে কাদামো না আর ।
ওহে দুর্কলের বল, তুমি হে সম্বল, তুমি বিনা বল কে আছে আমার ॥
পুত্র-শোকাতুরা জাহ্নবীর বাণী, শুনি থরহরি কাঁপিছে পরাণী,
কি আছে অন্তরে কি হবে না জানি, অন্তর্যামী ঘুচাও অন্তরের ভার ।
সম্পদে বিপদে তুমি নারায়ণ, বিপদবারী ক’রো বিপদহারণ,
তব অভয়-পদে লয়েছি শরণ, বিপদ-সাগরে তুমি কর পার ॥ *

—

১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে—কৃষের উক্তি “সার কর আমার বচন।” পরে
এই গানটী হইবে। [৩৩ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি।]

৪ নং গীত ।

কর সার আমার বচন ।
হৃদয়-সস্তাপ তব হবে বিমোচন ॥
ভব-রঙ্গমঞ্চে আমিহে অভিনেতা,
তুমিহে দর্শক হ’য়ে দেখ নট-নিপুণতা,
আমিহে হর্ষা, আমি কর্ষা, আমিহে নর্ক-কর্ম-কারণ ।

কেবা কারে নাশে ভবে কেবা বল নষ্ট হয়,
চরাচর দৃশ্য বিশ্ব সবই যে এক কৃষ্ণায়,
যজ জীব তজ শিব, জান না কি ধনজয়,
তবে কেন বৃথা চিন্ত, মৃত ব'লে আত্মীয় স্বজ্ঞ ।

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—যুধিষ্ঠিরের উক্তি “শেষে কি হতভাগা যুধিষ্ঠিরের
ভাগ্যে এই পরিণাম ঘটলো ?” পরে এই গানটী হইবে । [৩৬ পৃষ্ঠা,
৬ পংক্তি ।]

৫ নং গীত ।

হায় ভাগ্যে এই কিসে ছিল পরিণাম ।
নরমেধ-যজ্ঞানলে সব স্বজনে আহুতি দিলাম ॥
বীরশূন্য বসুন্ধরা, বহে তাহে অশ্রুধারা,
পতি-পুত্র ক'রে হারা নদীকূলে ভাগাইলাম ।
প্রবল সেই পাপানল, দহে সদা অন্তঃস্থল,
ভীষণ নরকানল স্বকরে হৃদে জ্বালিলাম ॥

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—ভীমের উক্তি “ভীম তোমার কৃতান্তকেও ভয়
করে না ।” পরে এই গানটী হইবে । [৪৩ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি ।]

৬ নং গীত ।

এক তুমি ভিন্ন অস্ত্র পূণ্য ধর্ম কর্ম নাই ধর্মরাজ ।
তব পদ চিন্তা করি, সেই অচিন্ত্যময় শ্রীহরির পেয়েছি চরণ দ্বিজরাজ ॥
জগদ্বিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের রাধি যে ভুরসা,
সকল আশা পূর্ণ ভীমের নাই ত' নিরাশা,
বিপদে সম্পদে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ করেন বিরাজ ।

শগনদগনকারী যে জন ভব-ভয়াভঞ্জন,
সেই কৃষ্ণ করেন মোদের নিয়ত মনোৱঞ্জন,
আবার তুমিই দাদা আছ মোদের ধর্মরাগ্যো ধর্মাধিরাজ ॥*

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য—ব্যাগের উক্তি “ধন্য ধন্য পাণ্ডব ! তোদের মহাশ-
বার ধন্যবাদ দিই ।” পরে এই গানটি হইবে । [৪৮ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি ।]

৭ নং গীত

তোমরাই ধন্য পুণ্য গণ্য পাণ্ডু-বংশধর ।
ধর্ম-প্রবাহিনী বহে তোদের হৃদি-অভ্যন্তর ।
ভাতৃ-গড্ডাবের তরু এক পাণ্ডব-হৃদে রোপিত,
মাতৃ-ভক্তির মুক্তির দ্বার ঐ সম্মুখে বিরাজিত,
তা নইলে কি সেই যোগী-মুনি-বাহিত
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত হরি পাণ্ডব-গৃহে নিরন্তর ॥

২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য—ব্যাগের উক্তি “অগতে কর্তব্যের প্রধান সেবক
তুমি,—তুমিই ধন্য ।” পরে এই গানটি হইবে । [৭৬ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি ।]

৮ নং গীত ।

ধন্য তুমি নরকূলে হে বৃকোদর ।
কর্তব্যসেবক তুমি মহা বীরবর ॥
সর্ব-ধর্মপরায়ণ, ভবে কেবা তোমার মতন,
হিমাচল সম অচল, শুক শালু সরল অন্তর ।
অধিতীয় মাতৃভক্ত, অগতে যার দ্বিতীয় রহিত,
তুমিই ভবে পরম পণ্ডিত, তুমি সর্ব গুণাকর ॥

২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য—যুধিষ্ঠিরের উক্তি “পাণ্ডবগণের শেষ শাস্তিটুকু নষ্ট ক’রে ফেলিস্ না ভাই !” পরে এই গানটী হইবে । [৮০ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি ।]

০৯ নং গীত ।

ভুলিস্ নে ভাই দেখিস্ যেন রাখিস্ কথা মনে ।
সঙ্গে দিহু তোদের করে আমার এই বৃষকেতু-ধনে ॥
রাখিস্ সদা চোখে চোখে, পড়ে না যেন কোন ছুখে,
রণ মাঝে ছুখে স্নেহে, রাখিস্ রে বিজন গহনে ।
বংশের দুলাল বৃষকেতু, পাণ্ডবকুলের শেষ কেতু,
পিতৃলোক উদ্ধারের সেতু, রক্ষা করিস্ সাবধানে ॥

২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য—ভীমের উক্তি “যেন তোমার মত দাদাকে দাদা ব’লে ডাকতে পাই ।” পরে এই গান হইবে । [৮১ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি ।]

১০ নং গীত ।

যদি আবার ফিরে আসতে হয় রে ভবে ।
দাদা দাদা ব’লে (যেন) তোমায় ডাকতে পাই হে ভবে ॥
তব ধর্ম-তরুতলে, আশ্রিত আছি সকলে,
তব স্নেহময় কোলে চিরবন্ধ রব সবে ।
দয়ার সাগর ধর্মের আকর, স্নেহের অমিয়পূর্ণ স্রোতর,
ঐ অমিয়-সলিলে দিয়ে সঁাতার, শান্তিব সলিলে ভাসিয়ে নেবে ॥

৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য—চিত্রোদ্ভাস উক্তি “এই আমি তোমার পদতলে পতিত হ’লাম. রক্ষা কর ।” পরে এই গানটি হইবে । [১০১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি ।]

১১ নং গীত ।

হ’লো পদতলে পতিতা পাগলিনী ।
পতিতে তার মা, তুমি যে পতিতপাবনী ॥
শুনি তব মুখে সেই ভীষণ অভিশাপ,
বড় দুঃখে কাদি মাগো আঁশে পেয়ে পরিভাপ,
(তাপ আর ময় না মাগো) (মস্তাপ-অনলে জ্বলি)
(সদা জ্বলে জ্বলে পুড়ে য’লাম)
দে মা অভয়-বাণী স্বরধ্বনি, ধরেছি তোমার পা দুখানি ।
একে পুত্র-শোকানলে হয়েছি গো উন্মাদিনী,
তাঁহে পতি-শোকানলে পুড়িছে যে এ পরাণী,
(চেয়ে দেখে দেখি মা) (এই অভাগিনীর মুখের দিকে)
(আমি বড় জালায় জলছি মাগো)
একবার মায়ের মত মা হ’য়ে মা দাঁড়া গো অগজজননী ॥

৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—চণ্ডসিংহের উক্তি “নির্ভয়ে করিবে রণ বীরমদে মাতি ।” পরে এই গানটি হইবে । [১০৬ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি ।]

১২ নং গীত

যাও যাও বীরগণ বীরমদে মাতি ।
বধ রে বধ রে মম সকল অরাতি ॥
মার্টৈঃ মার্টৈঃ রণে হও অগ্রসর,
লক্ষ্যে লক্ষ্যে দক্ষ্যে কাপাও ধরা ধর ধর,

উঠাও রে মহামার হাহাকার,
কর বে সংহার সেই মণিপুর-কুমার,
জীবন্ত না বহে যেন একটি পদাতি ॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য—শোভার উক্তি “তোমার বোঝা তুমি ফিরিয়ে
নিয়ে যাও ।” পরে এই গানটী বসিবে । [১১৬ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি ।]

১৩ নং গীত ।

তোমার ভার তুমি লও হে হরি ।
আমার যা ছিল তাই দাও হে আমায়,
আমার দীনের সম্বল নমকো ভারী !
হৃদয় মাঝে হাহাকার, চোখে ঝরে অশ্রুধার,
(আর সহিতে নারি) (এই দারুণ বেদন)
(আমার হৃদয় পুড়ে শ্মশান হ'লো)
আমি যে অবলা-বালা, সহিব আর কত জালা, (হায়)
(আমার আশার আলো নিভে গেছে)
(আমার হাসি খেলা ফুরিয়েছে)
কেমনে এ যাতনা হরি বল না নিবারি ।
(তুমি দুঃখহারী) (শুনেছি) (তুমি দুঃখীর দুঃখ লও হে হরি)

৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—অর্জুনের উক্তি “এ যজ্ঞণা নির্ধারিত বৃষ্টি আর
কোনও উপায় নাই !” পরে এই গানটী হইবে । [১৪১ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি ।]

১৪ নং গীত ।

আর বৃষ্টি নাই কোন উপায় ।
হৃদয়ের তলে পুত্রশোকানলে, ধিকি ধিকি জলে দিবানিশি হায়

পুজশোকানলে জ্বলেছে যে জন, সে জানে এ জালার যাতনা কেমন,
এ যে ভীষণ অনল, যেন দাবানল, কালানল সম মদা জ্বলে হায় ॥
যেদিন হৃদয়-রতনে অভিযুগ্ম ধনে দিয়াছি গমরে বিমর্জিন,
সেদিন অবধি হায় নিরবধি আশিবারি করি বিমর্জিন,
ভেসেছি অকূলে আমি হ'য়ে নিরুপায় ॥

৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য—ভীমের উক্তি “আর সাধ ক’রে আগুন জালাম
নে ভাই !” পরে এই গানটি হইবে । [১৪৪ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি ।]

১৫ নং গীত ।

আগুন আর জালাম নে রে ভাই ।
যে আগুনে জ’লে মরছি সে জালার যে বিরাম নাই ।
কত পুজ-শোকের অনলকুণ্ড মাঝিয়েছি, তোর অন্তরে,
তাতে কি সাধ মেটে নাই ভাই,
তাই আরও সাধ মেই শোকের তরে,
(তাই কি ধৈর্যে এলি) (পুজশোকের সাধ মিটাতে)
(বুধা অশ্রুফার ছল ক’রে) (কেবল পুজহত্যা করবি ব’লে)
পাণ্ডুলের জলপিণ্ড-আশা ফুরাইবে,
বংশে বাস্তি দিতে ভাই রে কেহ না রহিবে,
(সব কি শেষ করিবি) (সবংশে নির্ধ্বংস হ’য়ে)
(পুজহত্যার যজ্ঞে এবার)
ক্ষান্ত হ’ রে পার্থ, চল রে গৃহে ফিরে যাই ।

৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য—বক্রবাহনের উক্তি “সহস্র অপরাধ ক্ষমা ক’রে
একবার সদয় হ’ন।” পরে এই গানটী হইবে। [১৫২ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি ।]

১৬ নং গীত ।

সদয় হও গো পিতা ধরি চরণে ।

ব্যথা দিও না জীবনে ॥

শুনিয়ে ঐ ভীষণ বাণী, শিহরিছে মম প্রাণী,

(বুক ফেটে যায়) (ঐ কথা শুনে)

(ভীষণ কঠিন বাজ বেজেছে বুক)

আমার সতী-সিমন্তিনী দুঃখিনী জননী শুনিলে ঝরিবে ধারা নয়নে ।

ক্ষম পিতা মোরে, বলি সকাতরে, নিদয় হোয়োনা আর,

পিতা পিতা ব’লে ডাকি কুতূহলে, তুমি মম সারাংশার,

(কভু দেখি নাই) (এ জীবনে পিতার চরণ)

(ঐ পিতৃপদ-পুণ্যতীর্থ) (আমার চির আকাঙ্ক্ষিত পদ)

সর্ব পাপ হয়ে যার চরণ স্মরণে ॥*

৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য—চিত্রাঙ্গদার উক্তি “যাতে একুল ওকুল দুকুল রক্ষা
পায়, তাই কর।” পরে এই গানটী হইবে। [১৬৪ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি ।]

১৭ নং গীত ।

তাই কর হে অকুলকাণ্ডারী ।

তুমি এ কুল ও কুল দুকুল ভরসা, আমার আকুল পিয়াসানিবারী ॥

বিপদ-তরঙ্গ হেরি, আতঙ্কেতে ভেবে মরি,

(চরণ-তরী দাও) (বিপদ-পাথারে পার হইতে)

ওহে ভবভয়হারী হরি মুকুন্দমুরারী ।

দাসী ভাসে নয়নজলে, ডাকে হরি ব'লে,

রাখ চরণতলে হে দীনবন্ধু,

জীবনে মরণে ও রাজা চরণে

ম'পেছি প্রাণ মন হে কৃপা-সিন্ধু,

(কৃপা বিনু দেহি) (এহে দয়াময় দীননাথ)

তোমার দয়াল নামের গুণ দেখাও হে বিতরি কৃপা-বারি ॥

৪র্থ অঙ্কে, ৬ষ্ঠ দৃশ্যে—উলুগীর উক্তি “ধিক পুত্র ! তোকে শত ধিক !”
পরে এই গানটি হইবে । [১৭২ পৃষ্ঠা, ২১ পংক্তি ।]

১৮ নং গীত ।

ধিক শত ধিক আজি রে তোরে ।

দেখি নাই তোর সম কুলান্বারে ॥

পুত্র হ'য়ো পিতারে করিতে সংহার,

রণমাঞ্জে গাজি চলিলি কুলান্বার,

দুরাচার কে আছে আর ভবের মাঝারে ।

স্বপুত্র নহ তুমি নিতান্ত কুপুত্র,

ধরেছ রে তাই আজ পিতৃবধ-শ্রুত,

পিতৃহত্যা পাপে যাবি নরক ছন্তরে ॥

৪র্থ অঙ্ক, ৮ম দৃশ্যে—অর্জুনের উক্তি “তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ
হোক ।” পরে এই গানটি হইবে । [১৭৯ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি ।]

১৯ নং গীত ।

তুমি অশ্রুধামী হে নারায়ণ ।

অন্তরের কথা অন্তরের ব্যথা জান ত' হে মধুসূদন ॥

যেখানে যা ঘটে তুমি তা ঘটাবে,
 যেখানে যা রটে তুমি তা রটাবে,
 তুমি থাক ঘটে পটে সমভাবে বটে, সর্বব্যাপী তুমি অনাদি কারণ ।
 তুমি মঙ্গলময় এ বিশ্ব-সংসারে,
 তব ইচ্ছা ভবে কে রোধিতে পারে,
 কর ইচ্ছাময় যেরা ইচ্ছা হয়, সে ইচ্ছা তোমার হউক পূরণ ॥

৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য—শোভার উক্তি “যেমন বাসনার হাত হ’তে
 অব্যাহতি লাভ করতে পারি ।” পরে এই গানটি হইবে । [১৮৭ পৃষ্ঠা,
 ১১ পংক্তি ।]

২০ নং গীত ।

হরি তোমায় পেলাম না এ জীবনে ।
 নিরাশ্রয় ছুঃখিনীরে দিলে না স্থান তব শ্রীচরণে ॥
 বাসনার অনলে জ্বলে, সংসার ছেড়ে গেলাম চ’লে,
 (আশা মিটলো না) (আমার প্রাণের)
 (কেবল কঁদে কঁদে জীবন গেল)
 (কেবল পুড়ে পুড়ে ভস্ম হ’লাম)
 খেলা মাঙ্গ হ’লো আমার আশার কাননে ।
 এবার যা হবার তা হ’লো আমার মিনতি চরণে,
 বাসনার বিয় ক’রো হে নাশ দেহ অবসানে,
 (যেন ভুলে যাই হে) (এই ভুলের ভুল ভেঙ্গে ফেলে)
 (আর ঘোর বিকারে ফেলো না হে)
 আর যেন না ভুলি আশার কুহক-ছলনে ।

সম্পূর্ণ ।

(২৩৩)



প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাত্মাদলের নুতন নাটক।

কালচক্র

শ্রীভোজানাথ রায় কৃত। "গণেশ অপেরা পার্টার" অভিনয়। ইহাতে সেই বশিষ্ঠ-বিদ্যামিত্রের অতিযোগিতা, সৌদামের রাকসঙ্গপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠের শত পুত্রক্ষয়, পরাশরের রক্ষসজ, বিদ্যামিত্রের জ্ঞানগুণ লাভ প্রভৃতি আছে; ৫ খানি চিত্রশোভিত, মূল্য ১৯০ টাকা।

পুথিবী

উক্ত ভোজানাথ বাবুর রচিত। "গণেশ অপেরা পার্টার" অভিনয়। বেণের বেচ্ছাচার, মৃত্যুর যজ্ঞস্থল, অশ্বরাজের নিক্রাসন, অচলেন্দ্রের কর্তব্যনিষ্ঠা, পৃথুর উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার মহা সমাবেশ। ইহাতেই সেই অলকা, সুনীলা, প্রাণময়ী, চিত্তারাম, মোহনর প্রভৃতি আছে। (মচিত্র) মূল্য ১৯০ টাকা।

পঞ্চনদ

শ্রীযুক্ত ভোজানাথ রায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। গণেশ অপেরা-পার্টার অভিনীত। সেই মামুদের ভারত আক্রমণ, ব্রজনাথের মড়ক, জয়পালের পরাজয়, মোহনাবের মন্দির আক্রমণ, মোহনেশ্বরসিংহের অদ্ভুত কীর্তি, দহ্মাসদার দয়ালের অদ্ভুত পরিবর্তন, আর সেই অনঙ্গ, তরঙ্গ, রহমন, নিয়ামৎ, নীলিমা, কামবরকে মনে আছে তো? মূল্য ১৯০ টাকা।

ভাস্করজ

পণ্ডিত হারাদেন রায় প্রণীত। শ্রীমতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। বালক ভাস্করজের নন্দদুলাল সাধনা, ভৈরবচন্দ্র ও সমরসিংহের যজ্ঞস্থল, ভাস্করজের করে ভীমার্জুনের পরাজয়, শিখিম্বজের দান পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। মূল্য ১৯০ দেড় টাকা।

অতিকাস

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু প্রণীত। শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের অভিনয়। তরুণীপতনে বিভীষণের হৃদয়ভেদী বিলাপ, অতিকাসের রাম-ভক্তি, মেঘনাদের তিরস্কার, গীতার কাতরোক্তি, অতিকাসের দ্বিগুণের রাম-নাম উচ্চারণ প্রভৃতি। (মচিত্র) মূল্য ১৯০ টাকা।

চিত্রাঙ্গদ

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র কান্যাতীর্থ প্রণীত; ত্রৈলোক্যাকারিণীর দলে অভিনীত। অর্জুনের প্রতি আকর্ষণীয় অভিলাষ, বক্রবাহনের বজ্রাঘ মারণ ও লাঞ্ছনা, পিতা-পুত্রের মহাগমর, বক্রবাহন পুত্রক পিতৃহত্যা প্রভৃতি আছে। (মচিত্র) মূল্য ১৯০ টাকা।

মাল্যবান

শ্রীঅভয় চরণ দত্ত প্রণীত। ভূষণ চন্দ্র দাস ও শশীভূষণ হাজরার দলে অভিনীত। দেব রাক্ষসের প্রলয় রণ, দেব-পরাজয়, মাল্যবানের স্বর্গাদিকার, মালীর ভক্তিযুগ, বহুদার সহিত নানায়ণের যুদ্ধ, মাল্যবানের পাতাল অবশেষ প্রভৃতি। মূল্য ১৯০ দেড় টাকা।

জাহ্নবী

শ্রীভোজানাথ রায় কৃত। "গণেশ অপেরা-পার্টার" যশের অভিনয়। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, জরুর অমাসুখিক কাণ্ডকলাপ আজমীর ও প্রমোদের ভীষণ সংঘর্ষ প্রভৃতি। সেই পুরমীর, তরঙ্গা, স্রঙ্গম, মকল, কনক, চৈতন্য প্রভৃতি সব আছে। (মচিত্র) মূল্য ১৯০ টাকা।

শ্রীবৎসচিন্তা

অকবি শ্রীনিভা ইন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রমিক চক্রবর্তী ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের দলে অভিনীত। ইহাতে সেই কুঁজোলাল সমরেন্দ্র, সত্যবান, পুরন্দর প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১৯০ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, ১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীমদ্রামায়ণম্

যশস্বী স্বকবি শ্রীভোজাননাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—

অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
সুখিনী	১৫০	সুখিনী	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—		শ্রীভূপতিচরণ শ্রুতিতীর্থ প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীরামচন্দ্র ভ কাব্যবিশারদ প্রণীত—		শ্রীঅভয়াচরণ দত্ত প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—		শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু গল্পিক প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীকনিভূষণ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত—		শ্রীনিতাইন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীভূপতিচরণ শ্রুতিতীর্থ প্রণীত—		শ্রীভোজাননাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
শ্রীঅমরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত—		পণ্ডিত হারামন রায় প্রণীত—	
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০
অমলকচন্দ্র	১৫০	অমলকচন্দ্র	১৫০

প্রাধিকার—শ্রী কানাইলাল শীল ।

১০৫ নং অপার চিংপুর রোড, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলিকাতা ।

